NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ চাপ দিলে পাল্টা চাপ দেব, আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না: সুকান্ত

তফশিলি অধ্যুষিত এলাকায় ডিজিটাল শিক্ষাকে উন্নত করতে স্মার্ট ক্লাস ২

কলকাতা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ ১৫ ফাল্গুন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ২৫৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 28.02.2026, Vol.19, Issue No. 258, 8 Pages, Price 3.00

পশ্চিমবঙ্গে নারীর ক্ষমতায়ন

প্রায় ১ কোটি নলবাহিত জলের সংযোগ এবং ১.২ কোটিরও বেশি উজ্জ্বলা গ্যাসের সংযোগ; মর্যাদা, সুস্বাস্থ্য ও ধোঁয়ামুক্ত রান্নার প্রদানের মাধ্যমে দৈনন্দিন জীবনকে বদলে দিচ্ছে

প্রায় ১২ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে ১.২৫ কোটিরও বেশি পরিবার আজ স্বাবলম্বী; ১১.৫ লক্ষ মহিলা এখন লাখপতি দিদির সম্মান পাচ্ছেন

বিকশিত বাংলা বিকশিত ভারত
প্রধানমন্ত্রী মোদীর সংকল্প

ভারত সরকার

CBC 46101/13/0022/2526

আজ প্রকাশ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: পশ্চিমবঙ্গে নভেম্বর মাস থেকে শুরু হওয়া এসআইআর নামক অগ্নিপরীক্ষার ফল প্রকাশ আজ। কিন্তু আদালতের বাধা থাকায় এই ফলাফল চূড়ান্ত হচ্ছে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে যেসব ভোটারের নথি ও তথ্য যাচাইয়ের ভার বিচার বিভাগের উপর বর্তেছে তাদের নাম যুক্ত করেই শনিবার অসম্পূর্ণ চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হবে। খসড়া তালিকায় থাকা ৭ কোটি ৮ লক্ষ ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় থাকবে। এই তালিকা বিভিন্ন বিভাগে ভাগ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। যাঁদের আবেদন অনুমোদিত হয়েছে, তাঁদের নাম স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। যাঁদের নাম বাদ যাচ্ছে, তাঁদের নামের পাশে ‘ডিলিট’ উল্লেখ থাকবে। আর যাঁদের নথি বিচারাধীন, অর্থাৎ প্রায় ৬০ লক্ষ ভোটারের কাগজপত্র জুডিশিয়াল অফিসাররা যাচাই করছেন, তাঁদের নামের পাশে ‘অ্যাজুডিকেশন’ শব্দবন্ধ উল্লেখ করা হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

তবে শুনানিতে অংশ না নেওয়া লাখ পাঁচেক নাম চূড়ান্ত তালিকা থেকে বাদ যাচ্ছে তা একরকম নিশ্চিত। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল জানিয়েছেন, শুক্রবার সকাল থেকেই জোর কদমে তালিকা মুদ্রণের কাজ শুরু হয়েছে। সারা রাত ধরে সেই কাজ চলবে। শনিবার দুপুরের মধ্যে তা অনলাইনে আপলোড করা হবে। নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট, রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের ওয়েবসাইট ও ইসিআই নেট অ্যাপ থেকে এই ভোটার তালিকা অনলাইনে দেখা যাবে। বিকেলের মধ্যেই স্বীকৃত সমস্ত রাজনৈতিক দলের হাতে পৌঁছে যাবে কপি। পাশাপাশি দু’টি হার্ড কপি দেওয়া হবে জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের। অফলাইন কপি পাঠানো হচ্ছে জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও ব্লক উন্নয়ন আধিকারিকদের দপ্তরে। সেখানে সাধারণ মানুষ অফলাইনে ভোটার তালিকা দেখতে পারবেন। কলকাতায় জেসপ বিল্ডিং ও সার্ভে বিল্ডিংয়েও রাখা হবে নথি।

সংশোধন প্রক্রিয়ায় মোট প্রায় ৫৮ লক্ষ নাম খসড়া তালিকা থেকেই বাদ পড়েছে। ফলে প্রাথমিক ৭ কোটি ৬৬ লক্ষের বেশি ভোটারের তালিকা নেমে এসেছে প্রায় ৭ কোটি ৮ লক্ষে। এই তালিকাতেই যুক্ত করা হয়েছে বিচারাধীন নথি-সহ সংশ্লিষ্ট ভোটারদের নাম।

নতুন ভোটারদের নাম একটি পৃথক সম্পূরক তালিকা আকারে মূল তালিকার সঙ্গে যুক্ত করা হবে। চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশের পর নির্বাচন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি জারি না হওয়া পর্যন্ত যে সব মামলা নিষ্পত্তি হবে এবং যাঁদের নাম অনুমোদিত হবে, তাঁরা চূড়ান্ত তালিকার অংশ হিসেবেই গণ্য হবেন। যাঁদের ক্ষেত্রে নিষ্পত্তি হবে না, তাঁদের নামের পাশে ‘অ্যাজুডিকেশন’ বা ‘ডিলিটেড’ উল্লেখ থাকবে। তবে সেই অতিরিক্ত তালিকা কবে বেরোবে, বা কত দফায় প্রকাশ পাবে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

প্রতীকী ছবি

এসআইআরে ফের সুপ্রিমে, ‘অজুহাতে’ ভর্ৎসনা রাজ্যকে

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সমীক্ষা (এসআইআর) নিয়ে আবার রাজ্যের তরফে সুপ্রিম কোর্টের কাছে অভিযোগ জানানো হল। কিন্তু তা খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত কার্যত ভর্ৎসনার সুরে বললেন, ‘পুরো প্রক্রিয়া আটকে দেওয়ার জন্য ছোটখাটো অজুহাত দেখাবেন না।’

শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে রাজ্যের তরফে অভিযোগ করা হয়, নির্দেশ অমান্য করে এসআইআর নথি যাচাই এবং নিষ্পত্তির কাজে যুক্ত বিচারকদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। রাজ্যের তরফে ও অভিযোগ পাওয়ার পরে বেঞ্চের সদস্য বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী পাল্টা প্রশ্ন করেন, নির্বাচন কমিশন প্রশিক্ষণ না দিলে নথি যাচাই এবং নিষ্পত্তির কাজে যুক্ত বিচারকদের কে প্রশিক্ষণ দেবে?

শীর্ষ আদালত প্রশ্ন তুলেছে, বার বার কেন এসআইআর নিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হচ্ছে রাজ্য। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেন, ‘পুরো প্রক্রিয়া আটকে দেওয়ার জন্য ছোটখাটো অজুহাত দেখাবেন না। বিষয়টির ইতি টানতে হবে। বিচারকদের কাজ করতে দিন। তাঁরা স্বাধীনভাবে কাজ করবেন।’ প্রসঙ্গত, ২৪ তারিখ সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দিয়েছিল, ২৮ ফেব্রুয়ারি এসআইআর তালিকা প্রকাশ করতে হবে কমিশনকে। পরবর্তী সময়ে অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করা যেতে পারে বলেও জানিয়েছিল প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ।

এদিন শুনানিপর্বে রাজ্যের আইনজীবী কপিল বলেন, ‘কমিশন যদি বিচারকদের নির্দেশ দেয়, যেমন কোন শংসাপত্র গ্রহণ করতে হবে এবং কোনটি নয়, এ ক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হতে পারে।’ বিচারপতি বাগচী তা খারিজ করে বলেন, ‘আপনার কথা মেনে নিলে এই প্রক্রিয়াটি বোঝানোর জন্য বিচারকদের প্রশিক্ষণ দেবে কে? আমাদের নির্দেশ দিনের আলোর মতো পরিষ্কার। কমিশন কোনও নির্দেশকেই অগ্রাহ্য করতে পারে না।’ কপিল অভিযোগ করেন, মহকুমাশাসক দ্বারা প্রদত্ত ডোমিসাইল সার্টিফিকেট গ্রহণ করা হবে না, এমন কথা বলা হচ্ছে। বিচারপতি বাগচী সেই অভিযোগও কার্যত খারিজ করে বলেন, ‘কমিশনের এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি এবং আমাদের নির্দেশে কী রয়েছে সেটি দেখুন। সেখানে এই শংসাপত্র নিয়ে কী বলা হয়েছে। যদি নির্দেশ থাকে কমিশনকে অবশ্যই তার বিবেচনা করতে হবে।’

গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সুপ্রিম কোর্ট সময়ের মধ্যে কাজ শেষ করতে ভিনরাজ্য থেকেও বিচারক নেওয়ায় ছাড়পত্র দেওয়ার পাশাপাশি, প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের হাইকোর্টের অনুমোদনক্রমে ভিনরাজ্যের বিচারক নিয়োগেও অনুমোদন দিয়েছিল কমিশনকে শুক্রবার নতুন করে আবার রাজ্যের তরফে শীর্ষ আদালতে আবেদন জানানো হলেও সুপ্রিম কোর্ট তাতে হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা খারিজ করে দিয়েছে।

পাটচাষিদের পাশেই কেন্দ্র

এমএসপি বাড়িয়ে বড় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র নেতৃত্বে অর্থনৈতিক বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটি ২০২৬-২৭ বিপণন মরশুমে কাঁচা পাটের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য অনুমোদন করেছে। টিডি-থ্রি গ্রেডের কাঁচা পাটের এমএসপি নির্ধারিত হয়েছে কুইন্টালপ্রতি ৫,৯২৫ টাকা।

মন্ত্রিসভার বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব বলেন, ‘কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং পাট উৎপাদনকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।’ কেন্দ্রের হিসাবে, সারা দেশের ভারযুক্ত গড় উৎপাদন ব্যয়ের নিরিখে এই দামে কৃষকরা ৬১.৮ শতাংশ পর্যন্ত লাভ পাবেন। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষের বাজেটে ঘোষিত নীতি, উৎপাদন ব্যয়ের অন্তত দেড় গুণ মূল্যে সহায়ক দাম নির্ধারণ, এই সিদ্ধান্ত সেই কাঠামোর মধ্যেই নেওয়া হয়েছে বলে দাবি সরকারের।

২০২৫-২৬ মরশুমে একই গ্রেডের এমএসপি ছিল ৫,৬৫০ টাকা। সেই অঙ্কের উপর কুইন্টালপ্রতি ২৭৫ টাকা যোগ হয়েছে এ বার। ধারাবাহিক বৃদ্ধির চিত্র তুলে ধরে কেন্দ্র জানায়, ২০১৪-১৫ মরশুমে কাঁচা পাটের এমএসপি ছিল কুইন্টালপ্রতি ২,৪০০ টাকা। ২০২৬-২৭-এ তা পৌঁছেছে ৫,৯২৫ টাকায়, এক দশকে উল্লেখযোগ্য উত্থান।

সরকারি পরিসংখ্যান বলছে, ২০০৪-০৫ থেকে ২০১৩-১৪ পর্যন্ত সময়ে পাটচাষিদের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বাবদ দেওয়া হয়েছিল ৪৪১ কোটি টাকা। ২০১৪-১৫ থেকে ২০২৫-২৬ পর্যায়ে সেই অঙ্ক বেড়ে হয়েছে ১,৩৪২ কোটি টাকা।

> প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপ পাট শিল্পের উন্নতির পথে বড় ভূমিকা পালন করবে।
>
> - অর্জুন সিং

‘প্রচণ্ড’তে প্রথম সওয়ার রাষ্ট্রপতি

জয়সলমেঢ়, ২৭ ফেব্রুয়ারি: পরনে বায়ুসেনার পোশাক। হেলিকপ্টারে উঠে বসেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। সহকারী পাইলটের আসনে গিয়ে বসেন তিনি। হেলিকপ্টারটি ওড়ার আগে হাতও নাড়েন। দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাফাল যুদ্ধবিমানের পর এ বার বায়ুসেনার লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার (এলসিএইচ) ‘প্রচণ্ড’তে সওয়ার হলেন দ্রৌপদী মুর্মু। শুক্রবার ভারত-পাক সীমান্তে রাজস্থানের জয়সলমেঢ়ের বায়ুসেনাঘাঁটিতে যান তিনি। সেখান থেকে ‘প্রচণ্ড’ হেলিকপ্টারে সওয়ার হন রাষ্ট্রপতি। বায়ুসেনা প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল এপি সিং রাষ্ট্রপতিকে জয়সলমেঢ়ের বায়ুসেনাঘাঁটিতে স্বাগত জানান।

প্রসঙ্গত, পদাধিকারবলে রাষ্ট্রপতি ভারতের সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। এর আগে ২০২৩ সালের এপ্রিল মাসে অসমের তেজপুরের বায়ুসেনা ঘাঁটি থেকে সুখোই-৩০ এমকেআই যুদ্ধবিমানে সওয়ার হয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি মুর্মু। তার আগেই অবশ্য মুর্মুর দুই পূর্বসূরি এপিজে আব্দুল কালাম এবং প্রতিভা পাটিল ওই যুদ্ধবিমানে সওয়ার হয়েছিলেন। তবে দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে রাফালের যাত্রী হন মুর্মু। এ বার দেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসাবে লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টার ‘প্রচণ্ড’-এর যাত্রী হলেন তিনি।

বৃহস্পতিবারই রাজস্থানে পৌঁছে যান রাষ্ট্রপতি। দু’দিনের সফর তাঁর। শুক্রবার পোখরানের ফিল্ড ফায়ারিং রেঞ্জ-এ ‘বায়ু শক্তি ২০২৬’-এর প্রদর্শনী ছিল। সেখানে প্রধান অতিথি হিসাবে হাজির ছিলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর আগে লাইট কমব্যাট হেলিকপ্টারে সওয়ার হলেন তিনি। ২৫ মিনিটের এই উড়ানে জয়সলমেঢ় শহর এবং সংলগ্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন রাষ্ট্রপতি। সেনা কপ্টারে সওয়ার হওয়ার আগে বায়ুসেনার আধিকারিকেরা তাঁকে সব কিছু বুঝিয়ে দেন। ককপিটে বসেই তিনি আত্মনির্ভরতার বার্তা দেন। রাষ্ট্রপতি বলেন, ‘প্রচণ্ড হেলিকপ্টার দেশের আত্মনির্ভরতার এক শক্তিশালী প্রতীক। এই সময় জয়সলমেঢ় পরিদর্শন করছি। আমাদের জওয়ানদের কৃতজ্ঞতা এবং শুভেচ্ছা জানাই।’ এর আগে গত বছরের অক্টোবর হরিয়ানার আম্বালায় বায়ুসেনাঘাঁটি থেকে রাফাল যুদ্ধবিমানে সওয়ার হয়েছিলেন মুর্মু।

আবগারি মামলায় বেকসুর মুক্তি, রায় শুনেই চোখে জল কেজরির

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: দিল্লির আবগারি দুর্নীতির মামলা থেকে দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়াকে মুক্ত করল আদালত। একই ভাবে এই মামলা থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে আরও ২১ জনকে। এই ২১ জনের মধ্যে রয়েছেন বিআরএস নেতা কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের কন্যা কে কবিতাও। শুক্রবার দিল্লির একটি নিম্ন আদালতের বক্তব্য, অভিযোগের সপক্ষে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে সিবিআই। তবে কেন্দ্রীয় এই তদন্তকারী সংস্থা নিম্ন আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে উচ্চ আদালতে যাওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে।

২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবগারি দুর্নীতি মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছিলেন সিসোদিয়া। তখন তিনি দিল্লির আপ সরকারের উপমুখ্যমন্ত্রী। ১৮ মাস জেলবন্দি থাকার পর জামিনে মুক্ত হন তিনি। ২০২৪ সালের মার্চ মাসে এই মামলাতেই কেজরিওয়ালকে গ্রেপ্তার করে ইডি। তখন তিনি দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী। ইডির পাশাপাশি সিবিআই-ও এই মামলার তদন্ত করছিল। আবগারি দুর্নীতি মামলায় দিল্লির আদালতের রায় শুনে কেঁদে ফেলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আদালতের রায় শোনার পরেই বিজেপিকে আক্রমণ করেন কেজরি। বলেন, ‘আপনারা কুর্সি চান, ভাল কাজ করে সেটা অর্জন করুন। এ ভাবে দেশের সংবিধান নিয়ে ছেলেখেলা করবেন না। মনীশ সিসোদিয়া সৎ, আম আদমি পার্টি সৎ।’ তিনি আরও বলেন, ‘বিজেপি আমাদের উপর একের পর এক দোষ চাপাচ্ছিল, আদালত সব খারিজ করে দিয়েছে। সমস্ত অভিযুক্তকে অব্যাহতি দিয়েছে। আমি প্রথম থেকেই বলে এসেছি, সত্যের জয় হবে। দেশের বিচারব্যবস্থার উপর আমার ভরসা ছিল। যে বিচারক আমাদের ন্যায়বিচার দিলেন, তাঁকে ধন্যবাদ।’

রাজ্যসভায় তৃণমূলের প্রার্থী রাজীব, কোয়েল

■ আসন্ন রাজ্যসভা নির্বাচনে চার প্রার্থীর নাম ঘোষণা করল সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস। দলীয় সূত্রে জানানো হয়েছে, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বর্তমান সাংসদ বাবুল সুপ্রিয়, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন পুলিশপ্রধান রাজীব কুমার, বিশিষ্ট আইনজীবী মেনাকা গুরুস্বামী এবং অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক-এর উপরেই আস্থা রেখেছে শাসকদল।

দলের তরফে প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলা হয়েছে, ‘এই চারজনই নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। আমরা বিশ্বাস করি, তাঁরা সংসদে মানুষের অধিকার ও মর্যাদার প্রশ্নে দৃঢ় অবস্থান নেবেন।’

দুপুরে শহরে জোর দুলুনি, আতঙ্কে কাঁপল কলকাতা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ফের ভূমিকম্প কলকাতায়। শুক্রবার দুপুর দেড়টা নাগাদ দুলে ওঠে উত্তর থেকে দক্ষিণ কলকাতা। অফিস-বাড়ি থেকে লোকজন রাস্তায় বেরিয়ে পড়েন। কয়েক সেকেন্ডের জন্য কম্পন অনুভূত হয় দক্ষিণবঙ্গের অন্য জেলাগুলিতেও। বাংলাদেশের সাতক্ষীরা ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ভূমিকম্পে বাংলাদেশ বা পশ্চিমবঙ্গে ক্ষয়ক্ষতি বা হতাহতের কোনও খবর মেলেনি। তবে দুপুর থেকে বেহালার পর্ণশ্রীতে একটি রাস্তায় ফাটল ধরা নিয়ে শোরগোল পড়ে যায়। সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হয়ে যায় ফাটল ধরা রাস্তার ছবি। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.০। সবমিলিয়ে ৪৫ সেকেন্ড কম্পন স্থায়ী হয় তিলোত্তমায়। উৎসস্থল থেকে কলকাতা-সহ পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোর দূরত্ব কম হওয়ার কারণেই কম্পনের তীব্রতা বেশি অনুভূত হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

শুক্রবার দুপুরে ভূমিকম্পের মধ্যেই শোরগোল পড়ে যায় বেহালার পর্ণশ্রীর সাগর মান্না রোডে। এখানকার একটি রাস্তায় ফাটল ধরেছে, রাস্তাটি কলকাতা পুরসভার ১৩২ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে পড়ে। স্থানীয় মানুষজন জানাচ্ছেন, আগে রাস্তা কাঁচা ছিল। কয়েক দিন ধরে সংস্কারের কাজ চলছিল। বৃহস্পতিবার রাতেই পিচ ঢালা হয়

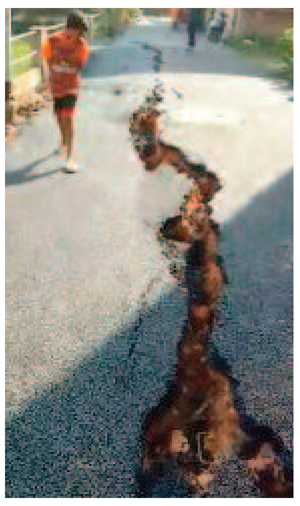

রাস্তায়। দুপুরে ভূমিকম্পের পর সেখানেই ফাটল দেখা যায়।

শুক্রবার দুপুর ১টা ২২ মিনিট নাগাদ কলকাতায় ভূকম্পন অনুভূত হয়। বহুতল থেকে আতঙ্কে নিচে নেমে পড়েন শয়ে শয়ে লোক। দুপুরে অফিসপাড়া, স্কুল ও আবাসিক এলাকাগুলিতে কয়েক সেকেন্ডের জন্য দেখা যায় ছোটখাটো বিশৃঙ্খলার ছবি। কোথাও মানুষ খোলা জায়গায় ছুটছেন, কোথাও পরিবার-সহ দাঁড়িয়ে রয়েছেন বাড়ির নিচে। এই একই ছবি ধরা পড়ে নবান্নেও। উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি-সহ দক্ষিণবঙ্গের প্রায় সর্বত্র কম্পন অনুভূত হয়। এদিকে এদিনের এই ভূকম্পনে কলকাতার পাশাপাশি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মেদিনীপুর শহরেও আতঙ্ক ছড়ায়। জেলা শাসকের দপ্তরের কর্মীরা কম্পন টের পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসেন। বহু বাড়ি ও আবাসন দুলতে দেখা যায়, এমনকি বন্ধ থাকা সিলিং ফ্যানও কিছু সময় ধরে দুলতে থাকে। একই পরিস্থিতির কথা জানা গিয়েছে ঝাড়গ্রাম, হাওড়া এবং হুগলি থেকেও। সূত্রে খবর, এদিনের ভূকম্পনের জেরে গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউয়ের একটি পুরনো বাড়ি হেলে পড়েছে। তবে এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত কারও কোনও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি।

এদিকে ইউএসজিএস বা ইউনাইটেট স্টেটস জিওলজিক্যাল সার্ভে অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৪০ জায়গায় ভূমিকম্প হয়েছে। সার্ভের তালিকায় দেখা যাচ্ছে, রিখটার স্কেলে সর্বোচ্চ কম্পনের মাত্রা ৫.৩। বিভিন্ন রিপোর্টে বলা হয়েছে কলকাতায় কম্পনের মাত্রা ৫.০। প্রসঙ্গত, এর আগে গত ৩ ফেব্রুয়ারি রাত ৯টা বেজে ৫ মিনিট নাগাদ কেঁপে ওঠে কলকাতার বিস্তীর্ণ এলাকার মাটি। সঙ্গে সঙ্গেই পথে নেমে আসেন আমজনতা। প্রায় ১৫ সেকেন্ড ধরে কম্পন অনুভূত হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, কম্পনের উৎসস্থল মায়ানমার। তার আগে গত বছর নভেম্বর মাসের সাতসকালেও কেঁপে ওঠে কলকাতা।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I hiterto known as Barun Bagaria S/o Sanjiv Bagaria alias Varun Bagaria residing at CMD Housing Society, Block 5, Flat No-511, Behala Chowrasta, P.O.-Behala, Kolkata, WB-700034, have changed my name and shall hereafter be known as Varun Bagaria as declared before 2nd Court of Judicial Magistrate Alipore, WB. vide affidavit no. 2727 Dated. 26/02/2026

CHANGE OF NAME

I hiterto known as Tarun Kr. Bagaria S/o Sanjiv Bagaria alias Raghav Bagaria residing at Behind BJP Office, Harichak, P.O.- Pachamba, P.S.- Pachamba, VTC-Handhadih, Giridih, Jharkhand-815316, have changed my name and shall hereafter be known as Raghav Bagaria as declared before 2nd Court of Judicial Magistrate Alipore, WB. vide affidavit no. 2726 Dated. 26/02/2026

নাম -পদবী পরিবর্তন

আমার প্রকৃত ও সঠিক নাম হলো **SK Mahasin Mondal**, পিতা- SK Omwar Ali Mondal, গ্রাম দশঘর, খামারডাঙ্গা, পোঃ দশঘরা, থানা- ধনিয়াখালি, জেলা- হুগলি, পিন- ৭১২৪০২, পশ্চিমবঙ্গ।স্ত ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় অসাবধানতাবশত আমার নাম **Mahasin SK** হিসেবে নথিভুক্ত হয়েছে। গত ১৬/০২/২০২৬ তারিখে হুগলি চুঁচুড়া মহকুমা আদালতের ১-ম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, **SK Mahasin Mondal** এবং **Mahasin SK** একই ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং আমি এখন থেকে সর্বক্ষেত্রে **SK Mahasin Mondal** নামেই পরিচিত হব।

Change of Name

I, Prasanth Narayanan Kutty, S/o. Avukattil Narayanan Kutty alias A Narayanan Kutty aged about 33 years, residing at 2/C/8, Ho Chi Minh Sarani, P.S. Parnasree, P.O. Behala, Kolkata – 700034, West Bengal, hereby declare that my name, my Father's Name and my Mother's Name are recorded as "Prasanth N Kutty", "Narayanan Kutty" and "Bhamini N Kutty" respectively in my Passport N4105127. I, along with my Father and Mother have sworn in before the Court of 1st Class Judicial Magistrate at Alipore, Kolkata on 21st February, 2026 vide Affidavit Reference Nos. 24465, 24463 and 24464 respectively as follows:

1. That "Prasanth Narayanan Kutty" and "Prasanth N Kutty" are same, one and identical person; (Affidavit Reference No. 24465)
2. That "Avukattil Narayanan Kutty", "A Narayanan Kutty" and "Narayanan Kutty" are same, one and identical person; (Affidavit Reference No. 24463)
3. That "Bhamini Narayanan Kutty" and "Bhamini N Kutty" are same, one and identical person; (Affidavit Reference No. 24464).

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে,আমি শ্রীমতী লক্ষী রানী তেওয়ারী, গৌতম কুমার সাহার কাছ থেকে একটি প্লট কিনেছি। রেজিস্ট্রির সময় গৌতম কুমার সাহা আমাকে দুটি চেইন ডিড ১৯৯০ সালের জন্য ২৪৭ এবং ১৯৯১ সালের জন্য ৬৯০৮ দিয়েছেন। ডাবর মোড় থেকে দেশবন্ধু পার্কের দিকে যাওয়ার সময় আমি এইচসিএল রোড রূপনারায়ণ পুরের কাছে কোথাও ১৯৯০ সালের জন্য ডিড নং ২৪৭ হারিয়ে ফেলেছি। যার জিডিই নং ৯৯৮, তারিখ-২৪.০২.২০২৬, রূপনারায়ণ পুর আই. সি সালানপুর পি. এস., এ. ডি. পি. সি এর অধীনে। উক্ত দলিল গুলি হল ১৯.০৬.২০১৯তারিখের মালিকানা দলিল নং ২০৪৫এর একটি শৃংখল যা সম্পত্তিটি আইডিবিআই ব্যাংক লিমিটেডের কাছে বন্ধক দেওয়ার প্রক্রিয়াধীন। যদি কেহ উক্ত দলিলটি খুঁজে পান, তাহলে অনুগ্রহ করে নীচে প্রদত্ত যোগাযোগের বিবরণে জানান এবং এই লেনদেনে আগ্রহী সকল পক্ষকে অথবা যাদের সম্পত্তির বিরুদ্ধে দাবি থাকতে পারে, তাদের এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ১৫ দিনের মধ্যে এই চলমান প্রক্রিয়াটি লক্ষ্য করার জন্য উৎসাহিত করা হচ্ছে।

শ্রীমতী লক্ষী রানী তেওয়ারী,
শ্রী অরুণ কুমার তেওয়ারী
আমডাঙ্গামোড়, রাঙামাটিয়া, আচড়া

-।। আমমোক্তার নামা।।-

এতদ্বারা সকলকে জ্ঞাত করা যাইতেছে, আমার মক্কেলগণ শ্রীমতী মঞ্জুরানী পাল, স্বামী-রাসবিহারী পাল, সাকিম সুরেরপুকুর, পোঃ ও থানা চন্দননগর জেলা হুগলী, দীগরগণ মৌজা-চন্দননগর, সীট নং-৩, জে.এল. নং-১, হাল ৩১১ নং দাগে ১৯১৫, ১৯১৮, ২৪৩৩, ২৪৩৭, ২৪৩৮, ২৪৩৯, ২৪৪২, ২৪৪৩, ২৪৪৪, ২৪৪৫, ২৪৪৭, ২৪৬৫, ২৪৬৬, ২৪৬৭, ২৪৬৮, ২৪৬৯, ২৪৭০, ২৪৮২, ২৪৮৩, ২৪৮৪, ২৪৮৫, ২৪৮৬, ২৫০০, ২৫০১, ২৫০২, ২৫০৩ ও ২৬০৩ নং খতিয়ান ভুক্ত সম্পত্তি এ.ডি.এস.আর. চন্দননগর অফিসে ২০১১ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত ৪ নং বহির ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬ ও ৩৮২ নং আমমোক্তার পত্র দলিল মূলে অপর শরীক শ্রী দেবাশীষ পাল, পিতা-মুরারী মোহন পাল, শ্রী পার্থ কুন্ডু, পিতা ডাঃ রামকৃষ্ণ কুন্ডু, বিজন বিহারী পাল, পিতা-ভজকৃষ্ণ পাল, গৌরপ্রকাশ পাল, পিতা-ভজকৃষ্ণ পাল মহাশয়গণকে এবং শ্রীমতী সুলেখা পাল, স্বামী-অরুন প্রকাশ পাল মহাশয়া ডি.এস.আর. ২, হুগলী অফিসে ২০২৪ সালে রেজিষ্ট্রীকৃত ১ নং বহির ১৬৭৮ নং আমমোক্তার দলিল মূলে তাহার পুত্র শ্রী শুভেন্দু পাল মহাশয়কে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উক্ত আমমোক্তারগণ ০৭/ ১১/ ২০২৫ তারিখে ডি.এস.আর. ১, হুগলী অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত ৯৭৯৩ ও ৯৭৯৪ নং দলিল মূলে আজিমগঞ্জ, জেলা-মুর্শিদাবাদ নিবাসী অভিজিৎ শর্মা ও রিয়া বাহালিয়া ওরফে রিয়া বাহালিয়া শর্মা খরিদ করিয়া নিজদের নাম বরাবর পর্চা করিবার জন্য আবেদন করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনও আপত্তি থাকিলে অদ্য তারিখ হইতে ৩০ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট বি.এল. এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর এ্যাট খলিসানী অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন। নচেৎ একতরফা শুনানী হইবে।

ইতি
আশীষ কুমার চক্রবর্ত্তী

আজকের দিনটি কেমন যাবে ?

আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারি । ১৫ ই ফাল্গুন । শনিবার । দ্বাদশী তিথি। জন্মে কর্কট রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্রর দশা বিংশোত্তোরী বৃহস্পতি র মহাদশা । মৃতে চতুস্পদ দোষ।

মেষ রাশি : অশুভ শনি। তবুও দিনটি শুভ। ছাত্র ছাত্রীদের জন্য ও শুভ। নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা। পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। কোনো সুখবর নিয়ে বান্ধব বা স্বজন পরিবারে আসবে। প্রতিবেশীর দ্বারা সুখ বৃদ্ধি। জল, তরল পদার্থ, কেমিক্যালের এর ব্যবসা যারা করছেন তারা আগামীকাল লাভবান হবেন। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সাদা।

বৃষ রাশি : আজ বিপদ মুক্ত। পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ বেরোবে। গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র থাকব, তবে ক্ষতির সম্ভবনা নেই। নারীর দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। পুরাতন বান্ধব দ্বারা আর্থিক সুযোগ বৃদ্ধি। প্রবীণ প্রতেবেশি কিছুদিন আগেও যার সাথে বিবাদ ছিল তার দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্র ওম গণ গণেশায় নমো। শুভ দিক উত্তর। শুভ রং ঘিয়ে।

মিথুন রাশি : অশুভ শনি।খুব সতর্কতার সঙ্গে আজ সম্পর্ক তৈরী করুন। কোনো ছলনাময়ী নারী বা পুরুষের দ্বারা সামাজিক সম্মান হানি। ঋণ বিষয় তর্ক, বিতর্ক থেকে সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন। সন্ধ্যার পর অপরিচিতের ফোন না ধরা শুভ। স্বল্প পরিচিতর হঠাৎ নিমন্ত্রনে অপরিচিত জায়গায় না যাওয়া শুভ। মন্ত্র দুর্গে দুর্গে রক্ষিণী স্বাহা। শুভ দিক পূর্ব। শুভ রং সবুজ।

কর্কট রাশি : আজ ধনপ্রাপ্তি, অর্থপ্রাপ্তি, সম্পদপ্রাপ্তির প্রভূত সম্ভাবনা। আলোচনা চলাকালীন হঠাৎ মেজাজ হারালে বিশেষ ক্ষতি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিশেষ আলোচনায় পরিবারে নতুন কোনো জিনিস আসতে পারে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। প্রবীণ নাগরিকদের সঙ্গে কথা বলার সময়ে প্রতিউত্তর না দেওয়া ভালো। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পূর্ব।

সিংহ রাশি : শুভ সময়। তবে বিদেশ যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলে একটু ভেবে নিন। বাড়ি-ঘর, জমি সংক্রান্ত সমস্যার সমাধানের পথ খুঁজে পাবেন। দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা সমস্যার পথ এক বন্ধুর সহযোগিতায় মুক্ত হবে। বিদ্যার্থীদের পক্ষে শুভ। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন তাড়াহুড়ো করে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। মন্ত্র ওম নমঃ গণেশায়। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর।

কন্যা রাশি : ব্যাবসার দিকে লাভ প্রাপ্তি। এক কৃষ্ণবর্ণ বান্ধব দ্বারা ক্ষতির সম্ভাবনা। পরিশ্রমের দ্বারা সফলতা কথাটা ভুলে গেলে আজ ক্ষতি। বৈবাহিক জীবনে তৃতীয় ব্যাক্তির প্রবেশে সাংসারিক শান্তি নষ্টের ইঙ্গিত। দূর ভ্রমণে না যাওয়া ভালো। স্পষ্ট কথা বলা ভালো তবে অন্যকে কষ্ট না দিয়ে। মন্ত্র নমঃ শিবায় / কৃষ্ণায়। শুভ রং সবুজ। শুভ দিক দক্ষিণ।

তুলা রাশি : আজ দাম্পত্য সুখ নিশ্চিত। পরিবারে ধন বৃদ্ধি, ব্যবসা বৃদ্ধি। গুপ্ত শত্রু প্রতিবেশী সেজে দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি করবে। মায়েদের প্রসূতি রোগে কষ্ট বুদ্ধি। স্বজন-পরিজন থেকেও না থাকার মতন। আগামীকাল একটি সুখবর আসবে সান্ধ্যকালীন। প্রেমিক যুগল বিবাহের কথা পাকা করতে পারেন। মন্ত্র নমঃ শ্রী বিষ্ণু। শুভ রং সাদা। শুভ দিক পশ্চিম।

বৃশ্চিক রাশি : অশুভ বুধ । প্রভাব শালী রাজনৈতিক ব্যাক্তির দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন হঠাৎ বিবাদ-বিতর্ক শুরু হতে পারে। নষ্ট হয়ে যাওয়া সম্পর্ক থেকে লাভ প্রপ্তি। পরিবারে গুরুজনের শরীর নিয়ে দুশ্চিন্তা। নিজ নাম এ নয় অন্যের সম্পত্তি থেকে লাভ প্রপ্তি। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। মন্ত্র সং শনি দেবায় নমঃ। শুভ রং লাল। শুভ দিক পশ্চিম।

ধনু রাশি : সহযোগিতা চেয়েছিলেন তার সহযোগিতা পাওয়া যাবে। বান্ধব সহযোগে ভ্রমণের দ্বারা অতীব শুভ। অর্থ বৃদ্ধি নাহলেও শুভ সংকেত আগামীকাল দেখা যাবে। সন্ধ্যার পর কোনো নিমন্ত্রনে গেলে লাভ প্রাপ্তি। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র। শুভ রং হলুদ। শুভ দিক উত্তর

মকর রাশি : পীড়া ও শরীর ব্যাধি। মোবাইল ফোন দ্বারা কোনো স্বজন সম্পর্কে অশুভ সংবাদ প্রপ্তি হবে। পরিবারে প্রবীণ নাগরকিদের নিয়ে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হওয়ার সম্বাভনা। দাম্পত্য সুখে বিবাদ। পরিবারে নৈরাশ্যবাদ হতাশা বৃদ্ধি। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং কালো। শুভ দিক পশ্চিম।

কুম্ভ রাশি : আর্থিক সহযোগিতা বাধা নাই। সচেতন থাকা শুভ। তর্ক বিতর্কে গেলে ক্ষতির সম্ভাবনা।বিশেষত দুপুর বেলা রাহু কাল চলাকালীন সতর্ক থাকা শুভ। যে কাজ এখনো হয়নি প্রকাশে তা নিয়ে আলোচনা করা ঠিক নয়। সবাইকে আপন ভাবলে বিপদ বৃদ্ধি। প্রেমিক যুগল ধৈর্য ধরুন শুভ হবে। ছলনাময় মানুষকে চিনতে শিখুন। মন্ত্র কৃষ্ণ মন্ত্র। শুভ রং নীল। শুভ দিক পশ্চিম।

মীন রাশি : অশুভ শনি। প্রতিবাদে না গেলে ক্ষতি কি? পরিশ্রমের ফল পাওয়া যাবে। ট্যাক্স সম্পর্কিত কাগজপত্র দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। দু একদিনের মধ্যে নতুন ব্যবসা শুরু না করা ভালো। প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্পর্ক শুভ হবে। প্রেমে সফলতা প্রাপ্তি। তবে গৌর বর্ণের শত্রু কে চিনে নিন। মন্ত্র শিব মন্ত্র। শুভ রং হালকা হলুদ।

(প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ডঃ রাজেন্দ্র প্রসাদের প্রয়াণ দিবস। গিরীশ চন্দ্র ঘোষের শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস। রাষ্ট্র নেতা রাসবিহারী বসু র প্রয়াণ দিবস। শ্রী শ্রী বালানন্দ ব্রম্ভচারি র আবির্ভাব তিথি। শুভ কর্ম আজ গোবিন্দ দ্বাদশী গঙ্গা স্নান, দানে মহাপুন্য । নৃসিংহ দ্বাদশী।)

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। **মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, **মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬**

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৫৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

লক্ষ্মী অনুষ্ঠান ভবন,
প্রযত্নে দীপক কুমার মণ্ডল, নতুন বাসস্ট্যান্ড, রামপুরহাট, বীরভূম। **মোঃ ৯৯৩৩০০২৭৩১/ ৯৩৩৩৩১২৬৭১।**

A2Advantage Ad Agency,
শেফালী আচার্য্য, বেলেডাঙ্গাল, ভীমগড়, খয়রাশোল, বীরভূম, মোঃ ৭৯০৮১৬৩৬৩৫

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

চাপ দিলে পাল্টা চাপ দেব, আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুক্রবার ভবানীপুরে দলীয় কর্মসূচিতে তৃণমূল ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। ভবানীপুরকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক টানাপোড়েন, দেওয়াল লিখন ঘিরে বাধা এবং বিরোধী রাজনীতির পরিসর সংকুচিত হওয়ার অভিযোগ তুললেন তিনি।

সুকান্তের বক্তব্য, কয়েক দিন ধরেই আমরা পদ্মফুলের সম্মানে দলের নাম লিখছি। দল প্রার্থী ঘোষণা করলে প্রার্থীর নামও লেখা হবে। ভবানীপুরে দলীয় কার্যালয়ের সামনে বিক্ষোভের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ওদের দপ্তরের সামনে ক্যামেরা আছে, তাতে সমস্যা হয়নি। এভাবেই আমরা লড়াই করি। তাঁর অভিযোগ, এখানে গণতন্ত্র নেই। গোটা দেশে একজনই মুখ্যমন্ত্রী সব নিয়ন্ত্রণ করছেন; ভবানীপুর যেন আলাদা কেন্দ্র। তিনি কটাক্ষ করে দাবি করেন, বিরোধী শক্তিকে ভয় দেখিয়ে দমিয়ে রাখা হচ্ছে। তাঁর কথায়, চাপ দিলে পাল্টা চাপ দেব। আমাদের দমিয়ে রাখা যাবে না। প্রয়োজনে ভবানীপুরেই শক্তি পরীক্ষা হবে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি। ভোটার তালিকা নিয়ে অবস্থান স্পষ্ট করে সুকান্ত বলেন, আমরা চাই দেশের প্রতিটি নাগরিকের নাম ভোটার তালিকায় থাকুক। যাঁদের অধিকার আছে, তাঁরা ভোট দেবেন। সুপ্রিম কোর্টে রাজ্য সরকারের পদক্ষেপ প্রসঙ্গে মন্তব্য এড়িয়ে তিনি জানান, বিষয়টি বিচারাধীন। একটি ছবি ও নাম ব্যবহার নিয়ে আপত্তি তুলে তাঁর মন্তব্য, আমার ছবি ব্যবহার করে কিছু লেখা মানে সেটা গ্রহণযোগ্য নয়। দল বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। শেষে রাজনৈতিক স্লোগান ঘিরে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, আপনি যদি 'জয় বাংলা' বলেন, আমি পাল্টা স্লোগান দেব।

হাওড়া পোস্ট অফিস উড়িয়ে দেওয়ার হুমকি, জেলাশাসক কার্যালয়েও আতঙ্ক, তল্লাশিতে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: পরপর তৃতীয় দিন ফের বোমা-আতঙ্কে কেঁপে উঠল হাওড়া। শুক্রবার সকাল ১১টার কিছু পরে একটি ইমেল পৌঁছয় হাওড়া মূল পোস্ট অফিস ও পাসপোর্ট অফিসে। তাতে হুমকি দেওয়া হয়, দুপুর ১২টা ১০ মিনিটে আরডিএক্স বিস্ফোরক ব্যবহার করে ভবন উড়িয়ে দেওয়া হবে। বার্তায় সতর্ক করে লেখা ছিল, নির্দিষ্ট সময়ের আগেই যেন ভবন খালি করে দেওয়া হয়। একই ধরনের হুমকি পৌঁছয় হাওড়া জেলাশাসকের দপ্তরেও।

মেল হাতে আসতেই পোস্ট অফিস চত্বর থেকে কর্মী ও গ্রাহকদের দ্রুত বাইরে সরিয়ে নেওয়া হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ আধিকারিকেরা ও বোম্ব স্কোয়াড। প্রধান ফটক বন্ধ করে শুরু হয় তল্লাশি। জেলাশাসক কার্যালয়েও স্নিফার কুকুর ও ধাতু অনুসন্ধান যন্ত্র নিয়ে তল্লাশি চালানো হয় পার্কিং এলাকা ও দপ্তরের একাধিক অংশে। পোস্ট অফিসের সুপারভাইজার সুব্রত দাস জানান, সকাল ১১টার সময় একটি মেল পাই, যেখানে লেখা ছিল ১২টা ১০ মিনিটে আরডিএক্স দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হবে। সেই কারণেই সবাইকে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। যদিও এখনও পর্যন্ত কোনও সন্দেহজনক বস্তু মেলেনি বলে জানিয়েছে পুলিশ। উল্লেখ্য, এর আগের দু'দিনও শহরের বিভিন্ন সরকারি স্থাপনাকে লক্ষ্য করে হুমকি বার্তা এসেছিল। টানা এই সতর্কবার্তায় স্বাভাবিকভাবেই আতঙ্ক ছড়িয়েছে কর্মীদের মধ্যে। পুলিশ জানিয়েছে, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং মেলের উৎস অনুসন্ধান শুরু হয়েছে।

হাওড়ায় কাজের খোঁজে এসে রক্তাক্ত দুই যুবক

স্টেশন চত্বরে ছিনতাই, আইসি অপসারণের দাবি বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কাজের সন্ধানে হাওড়ায় এসে দুষ্কৃতীদের হামলার শিকার হলেন পুরুলিয়ার দুই যুবক; আস্তিক মাহাতো ও বিবেক মাহাতো। অভিযোগ, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে ট্রেনে চেপে হাওড়া স্টেশনে পৌঁছন তাঁরা। সেখান থেকে স্টেশনের বাইরে গঙ্গার ধারের দিকে গেলে আচমকাই কয়েক জন দুষ্কৃতী তাঁদের ঘিরে ধরে। ধারালো অস্ত্র দিয়ে এলোপাথাড়ি কোপানো হয় বলে অভিযোগ। দু'জনের কাছ থেকে নগদ অর্থ ও ব্যক্তিগত সামগ্রী ছিনিয়ে নিয়ে চম্পট দেয় হামলাকারীরা।

রক্তাক্ত অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পড়ে থাকার পর স্থানীয় সূত্রে খবর পেয়ে গোলাবাড়ি থানার পুলিশ তাঁদের উদ্ধার করে হাওড়া জেলা হাসপাতালে ভর্তি করে। চিকিৎসকদের দাবি, শরীরের একাধিক অংশে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে। বর্তমানে দু'জনেই চিকিৎসাধীন।

শুক্রবার সকালে জেলা বিজেপির এক প্রতিনিধি দল হাসপাতালে গিয়ে আহতদের সঙ্গে দেখা করে। দলের এক নেতা বলেন, হাওড়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য বাড়ছে। পুলিশ সব জানে, তবু কার্যকর পদক্ষেপ নিচ্ছে না। তাঁর আরও অভিযোগ, ভাইরে থেকে কাজের খোঁজে আসা মানুষদের নিরাপত্তা নেই। ঘটনার প্রতিবাদে গোলাবাড়ি থানার আইসির অপসারণের দাবিও তোলে বিজেপি নেতৃত্ব। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। তবে এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করা যায়নি।

দুই বঙ্গেই শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফেব্রুয়ারির শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে রাজ্যজুড়ে বাড়ছে গ্রীষ্মের দাপট। সপ্তাহের শুরুতে কয়েক ঘণ্টার হালকা বৃষ্টি যদিও কিছুটা স্বস্তি এনে দিয়েছিল, কিন্তু তার প্রভাব বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ভ্যাপসা গরম ও আর্দ্রতার জেরে ফের নাজেহাল উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গ। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী কয়েকদিন কোনও বড় পরিবর্তন নেই রাজ্যের আকাশে।

শুক্রবারে দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়া ছিল। আজ আবহাওয়ার তেমন কোনও পরিবর্তন হবে না। কিন্তু রবিবার থেকেই রাজ্যের বেশিরভাগ জায়গায় পারদ বাড়বে প্রায় ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সর্বোচ্চ তাপমাত্রায় এই বৃদ্ধি সবচেয়ে বেশি অনুভূত হবে। উত্তরবঙ্গেও শুক্রবার শুষ্ক আবহাওয়া। উত্তরবঙ্গে আগামী দুই-তিন দিনে আবহাওয়ার তেমন পরিবর্তন দেখা যাবে না। তবে পরবর্তী সময়ে সেখানেও তাপমাত্রা বাড়তে পারে ২-৩ ডিগ্রি। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পার্বত্য অঞ্চলে হালকা তুষারপাতের সম্ভাবনার কথাও জানিয়েছেন আবহবিদরা। ফলে পাহাড়ে শীতের ছোঁয়া সামান্য বজায় থাকলেও সমতলে বাড়বে গরম।

আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার মামলা দায়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) নেতা তথা আইনজীবী ফিরদৌস শামিমের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্তার মামলা দায়ের করা হয়েছে। শুক্রবার একজন পুলিশ আধিকারিক এই খবরের সত্যতা নিশ্চিত করেছেন। পুলিশ সূত্রে খবর, জনৈক এক জুনিয়র মহিলা আইনজীবী গত বুধবার মধ্য কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগ পত্রে জানানো হয়েছে যে, ফিরদৌস শামিম তাঁকে যৌন হেনস্তা করেছেন, অশ্লীল মন্তব্য করেছেন এবং অশোভন আচরণ করেছেন। এর পাশাপাশি ভয় দেখানো এবং বেআইনিভাবে আটকে রাখার অভিযোগও আনা হয়েছে।

মহিলা আইনজীবীর অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ৭৪, ৭৫, ৭৯, ৩৫১(২) এবং ১২৬(২) ধারায় মামলা রুজু করেছে। এই ধারাগুলির মধ্যে শ্লীলতাহানি, যৌন হেনস্তা, অপরাধমূলক হুমকি এবং অবৈধভাবে আটকে রাখার মতো গুরুতর অভিযোগ রয়েছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকটি ধারা জামিন অযোগ্য বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে কলকাতা পুলিশের সেন্ট্রাল ডিভিশনের ডেপুটি কমিশনার ইন্দিরা মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে, এক মহিলা আইনজীবী অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগে বলা হয়েছে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যৌন ইঙ্গিতপূর্ণ মন্তব্য করেছেন, অশ্লীল আচরণ করেছেন এবং তাঁকে ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন। বর্তমানে পুলিশ এই পুরো ঘটনাটি খতিয়ে দেখছে এবং তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করেছে।

বিজেপির বাইক মিছিল আটকাল পুলিশ, উত্তপ্ত কোচবিহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোচবিহার: প্রশাসনিক অনুমতি নিয়ে টানাপোড়েনের পর অবশেষে কোচবিহারের রাসমেলা ময়দানে সভা করার অনুমতি পেয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)। এই সাফল্য উদযাপনে শুক্রবার সন্ধ্যায় ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার পক্ষ থেকে একটি বাইক মিছিল বের করা হয়। কিন্তু জেনকিন্স স্কুল মোড়ে পুলিশ সেই মিছিল আটকে দিলে এলাকায় উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই বাইক মিছিলের জন্য আগে থেকে কোনও অনুমতি নেওয়া হয়নি। অন্যদিকে, জেলা বিজেপির সহ-সভাপতি বিরাজ বসু এই জয়কে 'গণতন্ত্রের জয়' বলে অভিহিত করেছেন। তিনি জানান, আদালতের রায়কে স্বাগত জানিয়েই এই মিছিল বের করা হয়েছিল, যা পুলিশ অন্যায়ভাবে আটকে দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, সভার অনুমতি পাওয়ার পর এখন প্রচার কার্যেও বাধা দেওয়ার চেষ্টা করা হচ্ছে।

আবগারি দুর্নীতি মামলা থেকে অব্যাহতি পেলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সেই খুশি উদ্যাপন করছেন কলকাতার আপ সমর্থনকারীরা।

তফশিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকায় ডিজিটাল শিক্ষাকে উন্নত করতে স্মার্ট ক্লাস গড়ার সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তফশিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকায় ডিজিটাল শিক্ষার পরিকাঠামো শক্তিশালী করতে রাজ্য সরকার ১১টি জেলার ৩৫৮টি সরকারি ও সরকার-পোষিত স্কুলে দু'টি করে স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিকাঠামো তৈরির জন্য আগ্রহী সংস্থার কাছ থেকে ইতিমধ্যেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে। অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দপ্তরের উদ্যোগে ওয়েবেল এই প্রকল্প বাস্তবায়িত করবে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা, উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলি, হাওড়া, পশ্চিম বর্ধমান, পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও বীরভূম জেলার নির্বাচিত স্কুলগুলিকে এই প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে বলে সরকারি সূত্রে জানা গেছে। সংশ্লিষ্ট সব স্কুলেই স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় ঘর আগে থেকেই রয়েছে।

প্রতিটি স্মার্ট শ্রেণিকক্ষে থাকবে ইন্টারঅ্যাকটিভ টাচ প্যানেল, কম্পিউটিং ইউনিট, অডিও সিস্টেম, ক্যামেরা, পাওয়ার ব্যাকআপ ব্যবস্থা-সহ ডিজিটাল শিক্ষাদানের জন্য যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রী। নির্বাচিত সংস্থাকেই সরবরাহ, স্থাপন এবং শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিতে হবে। জেলা স্তরে অফলাইন প্রশিক্ষণের পর অনলাইন সেশন হবে, যাতে শিক্ষকরা শ্রেণিকক্ষে প্রযুক্তির কার্যকর ব্যবহার করতে পারেন। সরঞ্জামের উপর ন্যূনতম তিন বছরের অন-সাইট ওয়ারেন্টি থাকবে এবং প্রযুক্তিগত অভিযোগ মেটাতে আলাদা সহায়তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। কাজের বরাত দেওয়ার পর ২৪ থেকে ৩২ সপ্তাহের মধ্যে সরবরাহ ও স্থাপনের কাজ সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য রাখা হয়েছে। প্রযুক্তিনির্ভর শিক্ষার যুগে তফশিলি অধ্যুষিত এলাকার পড়ুয়ারা যাতে পিছিয়ে না পড়ে, সেটাই এই প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। সময়মতো কাজ শেষ হলে রাজ্যের সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে থাকা বহু অঞ্চলের শ্রেণিকক্ষে ডিজিটাল শিক্ষার নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

সরকারি কর্মচারীদের সুদমুক্ত উৎসব

অগ্রিম বোনাসের ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: উৎসবের মরশুমের আগে রাজ্য সরকারি কর্মী, পেনশনভোগী ও সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত সংস্থার কর্মীদের জন্য বোনাস, এক্স-গ্রাসিয়া ও সুদমুক্ত উৎসব বোনাস অগ্রিম দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে। অর্থ দপ্তরের নির্দেশ অনুযায়ী, যাঁদের সংশোধিত মাসিক বেতন ৪৬ হাজার টাকার মধ্যে এবং যাঁরা উৎপাদনভিত্তিক বোনাসের আওতায় পড়েন না, তাঁরা মাথাপিছু ৭,৪০০ টাকা এককালীন উৎসব বোনাস পাবেন। মুসলিম কর্মীদের ক্ষেত্রে ইদ-উল-ফিতরের আগে এবং অন্য কর্মীদের ক্ষেত্রে সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে অর্থ প্রদান করা হবে বলে জানানো হয়েছে ।

যাঁরা অবসরপ্রাপ্ত এবং মূল পেনশন ও মহার্ঘ ভাতা মিলিয়ে মাসিক ৪০ হাজার টাকার বেশি পান না, তাঁরা এককালীন ৩,৮০০ টাকা এক্স-গ্রাসিয়া পাবেন। পরিবার পেনশনভোগীরাও এই সুবিধার আওতায় থাকবেন। তবে নির্দিষ্ট কিছু শ্রেণির পেনশনভোগীরা এর বাইরে থাকবেন বলে স্পষ্ট করা হয়েছে।

৪৬ হাজারের বেশি কিন্তু ৫৪ হাজার টাকার মধ্যে মাসিক বেতনভোগী কর্মীরা আবেদন করলে সর্বোচ্চ ২২ হাজার টাকা পর্যন্ত সুদমুক্ত উৎসব অগ্রিম নিতে পারবেন। নির্দিষ্ট কিস্তিতে সেই অর্থ পরিশোধ করতে হবে।

সরকারি সংস্থা ও রাষ্ট্রায়ত্ব কর্মীদের ক্ষেত্রে সংশোধিত বেতন ৪৬ হাজার টাকার মধ্যে থাকলে ৭,৪০০ টাকা পর্যন্ত এক্স-গ্রাসিয়া দেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। অর্থ দপ্তরের শীর্ষ সূত্রের দাবি, উৎসবের আগে কর্মী ও পেনশনভোগীদের হাতে বাড়তি অর্থ তুলে দিতেই এই সিদ্ধান্ত। নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যেই অর্থ বিতরণ সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট সব দপ্তরকে।

বসন্ত এসে গেছে...। ময়দানে অদিতি সাহার তোলা ছবি।

দোলযাত্রায় হাওড়া শাখায় ৬৫ লোকাল বাতিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: দোলযাত্রার দিন ৩ মার্চ ২০২৬ তারিখে যাত্রীসংখ্যা কম থাকার আশঙ্কায় হাওড়া ডিভিশনে একাধিক ইএমইউ লোকাল ট্রেন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল রেল কর্তৃপক্ষ। সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ওই দিন মোট ৬৫টি লোকাল পরিষেবা চলবে না। মূলত সকালবেলার ফাঁকা কোচের ছবিই এই সিদ্ধান্তের পেছনে কারণ বলে জানা গিয়েছে। হাওড়া, বর্ধমান মূল শাখায় আপ ৩৭৮১৯, ৩৭৭১১ ও ৩৭৮৪৩ এবং ডাউন ৩৭৮২২ ও ৩৭৬১২ বাতিল। কর্ড লাইনে আপ ৩৬০৭১, ৩৬৮১৭, ৩৬৮২৫, ৩৬৮২৭, ৩৬০৮১, ৩৬০৩৩ এবং ডাউন ৩৬০৭২, ৩৬৮১৪, ৩৬৮৩০, ৩৬৮৩৪, ৩৬০৮২, ৩৬০৩৪, ৩৬৮৪০ চলবে না। হাওড়া,ব্যান্ডেল শাখায় আপ ৩৭২১৩, ৩৭২১৫, ৩৭২১৯, ৩৭২২১, ৩৭২২৭, ৩৭২৪৩, ৩৭২০১, ৩৭৫১১ এবং ডাউন ৩৭২২৪, ৩৭২০২, ৩৭২৩২, ৩৭২৩৬, ৩৭২৪০, ৩৭২৪৬, ৩৭৫১২ বাতিল থাকছে। এছাড়া হাওড়া, শেওড়াফুলি, হাওড়া, তারকেশ্বর, নৈহাটি, ব্যান্ডেল, হাওড়া,শ্রীরামপুর ও বর্ধমান, কাটোয়া রুটেও নির্দিষ্ট আপ ও ডাউন ট্রেন পরিষেবা স্থগিত থাকবে।

তবে ৩৭৮১৫ হাওড়া, বর্ধমান এবং ৩৭৮২৪ বর্ধমান, হাওড়া লোকাল ওই দিন সব স্টেশনে দাঁড়াবে। রেল সূত্রে জানানো হয়েছে, দোলযাত্রায় ভিড়ের ধরন বিবেচনা করেই সময়সূচিতে সাময়িক রদবদল করা হয়েছে। যাত্রীদের আগেভাগে বিকল্প পরিকল্পনা করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

‘পরিবর্তন যাত্রা’-র সূচনা ঘোষণা বিজেপির

৬৪ বড় সভা, ৩০০ ছোট সমাবেশ, ব্রিগেডে সমাপ্তি মোদীর জনসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার স্প্রিং ক্লাব-এ শুক্রবার রাজ্য বিজেপি তাদের আসন্ন ‘পরিবর্তন যাত্রা’র ঝলক প্রকাশ করল। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ড. সুকান্ত মজুমদার। জানানো হয়, ১ মার্চ থেকে কর্মসূচি শুরু;প্রথম দু’দিনে মোট ৯টি বড় জনসভা। দোলের পর ৫ তারিখে ৯টি যাত্রা একযোগে পথে নামবে এবং কলকাতার ব্রিগেড ময়দানে সমাপ্তি হবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সভায়। মোট ৬৪টি বড় সমাবেশ, ৩০০টি ছোট সভা, ২৫০টি বিধানসভা অতিক্রম এবং ২৫০ স্থানে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের অভ্যর্থনার পরিকল্পনা রয়েছে। এদিন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ২০১১-র পর মানুষ যে পরিবর্তন চেয়েছিলেন, তার ফল মেলেনি। আজ দুর্নীতি আর শাসকদল সমার্থক হয়ে গেছে। তাঁর দাবি, ১ মার্চ থেকে সর্বস্তরে পরিবর্তনের ডাক নিয়ে আমরা পথে নামছি। পশ্চিমবঙ্গে কার্যত কোনও সরকার নেই। তাঁর কথায়, বর্তমান প্রশাসন এক ‘জীবন্ত জীবাশ্ম’-এর মতো। তৃণমূল সরকার রাজ্যের পরিবেশগত ভারসাম্য নষ্ট করেছে, সরকারি চাকরি বাজারে বিক্রি হয়েছে। দুর্নীতি এখন শাসকদলের সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে বলেও মন্তব্য করেন শমীক। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী জানান, প্রায় ৫০০০ কিলোমিটারের রুট ঠিক হয়েছে। সদস্যতা অভিযানে ৫০ লক্ষের কাছাকাছি সমর্থন পেয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া পরিবর্তনের সুর বাংলার প্রত্যন্তে পৌঁছে দেব। ড. সুকান্ত মজুমদার বলেন, ১০০০-র বেশি মণ্ডল, ৩৮ সাংগঠনিক জেলা জুড়ে ৫৬টি সভায় কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃত্ব থাকবেন। এই যাত্রা ঐতিহাসিক হবে। তিনি যোগ করেন, পরিবর্তনের গঙ্গাকে আমরা ভগীরথের মতো পথ দেখাব। বিজেপি সূত্রে জানা গেছে, যাত্রার সমাপ্তি উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটি বৃহৎ সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। তারিখ পরে ঘোষণা করা হবে। ভোটের আগেই রাজনৈতিক লড়াই যে তুঙ্গে উঠেছে, এদিনের ঘোষণায় তা স্পষ্ট।

এমএমডি পাটনা দপ্তর উদ্বোধন, নাবিক কল্যাণ নিয়ে বৈঠক শিপিং মন্ত্রকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতা বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ মন্ত্রকের অধীন ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং (ডিজিএস) বৃহস্পতিবার মারক্যান্টাইল মেরিন ডিপার্টমেন্ট (এমএমডি) পাটনা দপ্তর এবং একটি ‘সিফ্যারার্স আউটরিচ সেন্টার’-এর উদ্বোধন করেছে। পাশাপাশি কলকাতার নাবিক গৃহ সমিতি ও মেরিন ক্লাবের পুনর্গঠন কাজেরও সূচনা করা হয়েছে। এরপর কলকাতার হোটেল রাজকুটির, আইএইচসিএল সিলেকশন্সে দিনভর ‘সিফ্যারার্স রিক্রুটমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার’ শীর্ষক এক সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় বন্দর, নৌপরিবহণ ও জলপথ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রকের সচিব, ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং এবং অতিরিক্ত ডিরেক্টর জেনারেল অফ শিপিং-সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা।

আধিকারিকদের বক্তব্য, নতুন এমএমডি দপ্তর পাটনা এবং আউটরিচ সেন্টার চালু হওয়ায় পূর্ব ভারতের নাবিকদের জন্য নিয়ন্ত্রক পরিষেবা ও কল্যাণমূলক সহায়তা আরও সহজলভ্য হবে। বিশেষত বিহার ও আশপাশের রাজ্যের নাবিকেরা সনদ সংক্রান্ত পরিষেবা, নথিপত্রের সহায়তা, অভিযোগ নিষ্পত্তি এবং অন্যান্য কল্যাণমূলক পরিষেবা পাবেন।

সিম্পোজিয়ামে প্রায় ২০০ জন অংশগ্রহণ করেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন কর্মরত নাবিক, ক্যাডেট এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা। উপস্থিত ছিলেন জাহাজ মালিকদের সংগঠন, শিপ ম্যানেজার, আরপিএসএল সংস্থা, সামুদ্রিক শ্রমিক সংগঠন, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান এবং সরকারি আধিকারিকেরা। অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল দুটি প্যানেল আলোচনা। প্রথম অধিবেশন, ‘সিফ্যারার ক্যাজুয়ালটি রাইটস, রিলিফ অ্যান্ড রেসপনসিবিলিটি’, সমুদ্রে মৃত্যু, নিখোঁজ হওয়া বা গুরুতর আহত হওয়ার মতো ঘটনাগুলির উপর কেন্দ্রীভূত ছিল। বক্তারা ক্ষতিপূরণের কাঠামো, বিমা সংক্রান্ত দায়বদ্ধতা এবং ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের কাছে দ্রুত আর্থিক সহায়তা পৌঁছে দেওয়ার উপায় নিয়ে আলোচনা করেন। দ্বিতীয় আলোচনার বিষয় ছিল ‘সিফ্যারার্স অ্যাব্যান্ডনমেন্ট অ্যান্ড ওয়েলফেয়ার’। সেখানে মজুরি সুরক্ষা, আর্থিক নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিধি মানা, প্রত্যাবর্তন প্রক্রিয়া এবং আরও শক্তিশালী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মত বিনিময় হয়। আধিকারিকদের মতে, এই সিম্পোজিয়ামের উদ্দেশ্য ছিল নিয়ন্ত্রক সংস্থা, শিল্পক্ষেত্রের প্রতিনিধি, শ্রমিক সংগঠন, আইনি বিশেষজ্ঞ এবং কল্যাণমূলক সংগঠনগুলির মধ্যে আলোচনা বাড়ানো।

নিয়োগ প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা, অভিযোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামুদ্রিক ক্ষেত্রে জবাবদিহি বাড়ানোর বিষয়েও আলোচনা হয়। ডিরেক্টরেট জেনারেল অফ শিপিং জানিয়েছে, এমএমডি দপ্তর পাটনা উদ্বোধন, আউটরিচ সেন্টার এবং কলকাতার উন্নয়নমূলক উদ্যোগের মাধ্যমে দেশের নাবিকদের অধিকার, মর্যাদা ও কল্যাণে আরও জোর দেওয়া হবে।

নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন শান্তিপ্রসাদ সিনহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় জামিন পেলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান শান্তিপ্রসাদ সিনহা। শুক্রবার ইডির মামলায় জামিন মঞ্জুর করেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ। তবে শর্তসাপেক্ষে জামিন মঞ্জুর হয়েছে তাঁর। ৫ লক্ষ টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দিয়েছে আদালত। এছাড়াও একাধিক শর্ত আরোপ করেছেন বিচারপতি। এই জামিন পাওয়ার পর জেলমুক্তিতে বাধা থাকল না। তবে এই একাধিক শর্তের মধ্যে তাঁর পাসপোর্ট জমা রাখা হল। এছাড়াও তদন্তকারী অফিসারের অনুমতি ছাড়া বাসস্থানের ঠিকানা পরিবর্তন করা যাবে না। বাইরে যেতে পারবেন না তিনি। ফোন নম্বর তদন্তকারী অফিসারদের দিতে হবে। প্রসঙ্গত, কয়েক মাস আগেই শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির সিবিআইয়ের মামলায় জামিন পান শান্তিপ্রসাদ। কিন্তু ইডির মামলায় জেল হেপাজতে ছিলেন শান্তিপ্রসাদ। ইডির মামলায় জামিন মঞ্জুর হওয়ায় শান্তিপ্রসাদের জেল মুক্তির সম্ভাবনা রয়েছে বলেই জানা গিয়েছে। প্রসঙ্গত, এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইতিমধ্যে জেলমুক্তি হয়েছে রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের। এসএসসি শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় ২০২২ সালে গ্রেপ্তার হয়েছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়। ওই বছরের ২২ জুলাই ইডি হানা দিয়েছিল তাঁর নাকতলার বাসভবনে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদের পর তল্লাশি চলে তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা চট্টোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটেও, যেখানে উদ্ধার হয়েছিল বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ। প্রায় সাড়ে তিন বছর পর গত বছর নভেম্বরে জেল থেকে ছাড়া পান পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ভাটপাড়ায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: পরিচারিকার অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে উত্তেজনা ছড়াল ভাটপাড়া পুরসভার ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের হনুমান গ্রাম্য বিদ্যালয় সংলগ্ন অবন্তীপুর মণ্ডল পাড়ায়। মৃতার নাম শান্তনা মণ্ডল ওরফে শান্তা (৪৬)। ৪০ বছর ধরে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ বিজলি সরকারের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন ওই মহিলা। তিনি বসিরহাটের বাসিন্দা ছিলেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার দুপুরে ব্যাংকে গিয়েছিলেন বিজলি সরকার। সন্ধের দিকে বাড়িতে ফিরে তিনি শান্তার খোঁজ পাচ্ছিলেন না। অথচ ঘরের দরজা জানলা সবই খোলা ছিল। অবশেষে শৌচালয়ের জানলার সঙ্গে মশারি ছেড়া দড়ির সঙ্গে তাঁকে ঝুলতে দেখা যায়। ভাটপাড়া থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে। এদিকে পরিচারিকার মৃত্যুর পর তাঁর আত্মীয় পরিজনরা এসে বাড়ির মালকিনকে দায়ী করে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। ভাটপাড়া থানার পুলিশ এসে পরিস্থিতির সামাল দেয়। তবে শান্তনা মণ্ডল আত্মঘাতী হয়েছেন নাকি ওকে খুন করা হয়েছে, তা পুলিশ খতিয়ে দেখছে। ঘটনা নিয়ে শিক্ষাবিদ তথা বাড়ির মালকিন বিজলি সরকার জানান, শান্তা ভীষণ ভালো মেয়ে ছিল। ৪০ বছর ধরে তাঁর বাড়িতে ছিল। ছোট থেকে ওকে নিজের মেয়ের মতো লালন পালন করে বড় করে তুলেছিলাম। কিন্তু দু’বছর ধরে তাঁর বাড়িতে জঙ্গল সাফাই করতে আসা রমেশ বিশ্বাসের সঙ্গে ওর বেশি মেলামেশা শুরু হয়। এই মেলামেশার জেরেই ওঁর এই পরিণতি। বাড়ির মালকিন জানান, সন্ধের দিকে ব্যাংক থেকে বাড়ি ফিরে তিনি দেখেন ঘরের দরজা-জানালা খোলা। শান্তার কোনও খোঁজ নেই। অবশেষে তিনি

দেখতে পান শৌচালয়ে শান্তা ঝুলছে। তাঁর অনুমান, শান্তার সঙ্গে রমেশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তিনি জেনে গিয়েছিলেন। সেই কারণে রমেশ শান্তাকে মেরে ঝুলিয়ে দিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, দু’বছর ধরে বাড়ির জঙ্গল সাফাই কর্মী রমেশ বিশ্বাসের সঙ্গে শান্তার ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে। প্রতি মাসে শান্তা টাকা চুরি করে রমেশকে দিত। এমনকী গভীর রাতে রমেশ লুকিয়ে শান্তার কাছে আসত। সেটা সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পড়েছে। বিজলি সরকারের আরও অভিযোগ, কারও উস্কানিতে শান্তার আত্মীয় স্বজন তাঁর বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে। তাঁর অভিযোগ, শোকেস থেকে নগদ ৫০ হাজার টাকা এবং দুটি সোনার চেন তাণ্ডবকারীরা লুঠ করেছে। বিজলি সরকার জানান, পুলিশকে তিনি সবকিছু জানিয়েছেন। তাঁর দাবি, পুলিশ তদন্ত করে ঘটনায় জড়িতকে পাকড়াও করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিক। স্থানীয় কাউন্সিলর তাপস রায় জানান, ঘটনাটি পুলিশ খতিয়ে দেখছে।

শিক্ষা, দাঙ্গা ও অনুদান নিয়ে বিস্ফোরক সুকান্ত মজুমদার

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা ও আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। শুক্রবার বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, যদি স্কুলের শিক্ষা ব্যবস্থা ঠিকভাবে রক্ষা না করা হয়, তাহলে শিক্ষা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমরা বহুবার দেখেছি সরকারি স্কুল বন্ধ করে ক্যাম্প খোলা হয়েছে এবং স্কুলগুলো বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। হাজার হাজার স্কুল বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বহু স্কুলে এখনও পাঁচজন শিক্ষক আছেন, অথচ ছাত্র মাত্র তিনজন। সরকারি স্কুলে পড়তে কেউ আসছে

না। আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে তাঁর অভিযোগ, যখন দাঙ্গা হয়, যখন সংখ্যাগুরু মানুষ ঝামেলায় জড়িয়ে পড়েন, বা সাংবাদিকদের উপর হামলার প্রতিবাদে জাতীয় সড়কে দাঁড়ায়, তখন পুলিশ কিছুই করে না। তাঁরা নীরব থাকে। রাজ্য সরকারও চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এতে প্রমাণ হয় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মৌলবাদী। ভারতে কেউ মৌলবাদী হলে তিনি তা আড়াল করছেন। যাঁরা বোমা ফাটায়, যাঁরা জিহাদি, তাঁরা সরাসরি ক্যামেরার সামনে কথা বলে। আর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আড়ালে থেকে ইসলামিক মৌলবাদের পক্ষে কাজ করছেন। কেন্দ্রীয় অনুদান নিয়েও তাঁর বক্তব্য, কেন্দ্র থেকে টাকা নিচ্ছেন, কিন্তু সেই টাকার যথাযথ ব্যবহার করছেন না। কেন্দ্রের অংশের টাকাও ঠিকভাবে দিচ্ছেন না।

বসিয়ে রাখা নয়, রুট মার্চে জোর কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: নির্বাচনের আগেই রাজ্যে ঢুকছে ২৪০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। ভারত নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের আগেই প্রথম দফার বাহিনী। তবে ভোটের সূচি ঘোষণার আগে তাদের নিষ্ক্রিয় রাখা যাবে না; স্পষ্ট বার্তা কমিশনের। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল বলেন, ২৮ ফেব্রুয়ারির মধ্যেই বাহিনী এসে যাবে। যেখানে মোতায়েনের সিদ্ধান্ত হয়েছে, তারা সেখানেই যাবে। বসে থাকবে না। তাঁর আরও মন্তব্য, অশান্তির পরিস্থিতি তৈরি হলে জেলা প্রশাসন চাইলে বাহিনী ব্যবহার করবে। নিজে থেকে কোথাও যাওয়ার অধিকার নেই। ভোটের আগে এরিয়া ডমিনেশনে কাজে লাগানো হবে। বাহিনীর থাকার বন্দোবস্তও চূড়ান্ত পর্যায়ে। বন্ধ স্কুল, পরীক্ষাহীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি হলগুলিকে অস্থায়ী শিবির হিসেবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা হয়েছে। কমিশনের বিশেষ পর্যবেক্ষক, প্রাক্তন আইপিএস এন কে সিং প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করে পরিবহণ ও আবাসনের খুঁটিনাটি ঠিক করেছেন। জেলা ভাগে বাহিনী বণ্টনের রূপরেখাও তৈরি। পূর্ব মেদিনীপুরে সর্বাধিক ১৪ কোম্পানি, কলকাতা ও মালদায় ১২ করে। কোচবিহার ৯, দার্জিলিং ৬, জলপাইগুড়ি ৭, আলিপুরদুয়ার ৫। হাওড়া কমিশনারেটে ৭, ব্যারাকপুরে ৯, বারাসত ও ডায়মন্ড হারবারে ৬ করে। বীরভূম, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৭; ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া ও সুন্দরবনে ৪-৫ কোম্পানি। রাজ্য প্রশাসনের এক কর্তার দাবি, কয়েকটি জেলায় প্রয়োজনের তুলনায় কম, কোথাও আবার বেশি বাহিনী দেওয়া হচ্ছে।

বেলডাঙা মামলায় এনআইএ তদন্তে স্থগিতাদেশ নয়

হাইকোর্টে ধাক্কা রাজ্যের, স্বাগত জানালেন শুভেন্দু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় সাম্প্রদায়িক অশান্তির ঘটনার তদন্ত ঘিরে রাজ্য,কেন্দ্র টানাপড়েনের আবহে বড় সিদ্ধান্ত নিল কলকাতা হাইকোর্ট। এনআইএ তদন্তে স্থগিতাদেশ চেয়ে রাজ্যের আবেদন খারিজ করেছে প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুভেন্দুর দাবি, বেলডাঙা ঘটনার তদন্ত রুখতে রাজ্য সরকার ধারাবাহিকভাবে আইনি পদক্ষেপ নিয়েছিল। তিনি বলেন, সুপ্রিম কোর্টে ব্যর্থ হওয়ার পর আমার জনস্বার্থ মামলায় আবারও স্থগিতাদেশের চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু আদালত এনআইএর তদন্ত ও সংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়া আটকে দিতে অস্বীকার করেছে। তাঁর মতে, এই রায় মুর্শিদাবাদ ও পার্শ্ববর্তী জেলাগুলিতে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা প্রশমনে সহায়ক হবে। উল্লেখ্য, তাঁর দায়ের করা মামলায় রাজ্যের আবেদনের শুনানি হয় প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল এবং বিচারপতি পার্থ সারথী সেনের বেঞ্চে। সব পক্ষের বক্তব্য শোনার পর আদালত তদন্তে হস্তক্ষেপ করতে নারাজ থাকে। রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, এই নির্দেশে বেলডাঙা মামলার তদন্তে কেন্দ্রীয় সংস্থার পথ আপাতত পরিষ্কার হল। যদিও এ বিষয়ে রাজ্যের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া এখনও জানা যায়নি।

‘মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত নাম বৈধ তালিকায় থাকলে মিলবে ভোটাধিকার’

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভোটার তালিকাই এখন রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দু। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হতে চলা চূড়ান্ত তালিকাকে ঘিরে জল্পনা তুঙ্গে। কারা ভোট দিতে পারবেন, সেই প্রশ্নের উত্তর স্পষ্ট করে দিয়েছে কমিশন। মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ দিন পর্যন্ত যাঁদের নাম বৈধ তালিকায় বহাল থাকবে, তাঁরাই ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারবেন। বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল বলেন, মনোনয়ন দাখিলের শেষ দিন পর্যন্ত যাঁদের নাম বৈধ তালিকায় থাকবে, তাঁরাই ভোট দিতে পারবেন। তবে সংশয় কাটেনি। খসড়া তালিকা থেকে বহু নাম বাদ যাওয়ার অভিযোগ রয়েছে। প্রায় ৬০ লক্ষ নাম এখনও নিষ্পত্তির অপেক্ষায়। সরকারি হিসাব অনুযায়ী, নতুন ভোটারদের ফর্ম ৬-এর ভিত্তিতে প্রায় ১ লক্ষ ২০ হাজার আবেদন অনুমোদনের পথে। অন্যদিকে ‘লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি’ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে প্রায় ১ কোটি ২০ লক্ষ নাম, সঙ্গে রয়েছে ৩২ লক্ষ ‘আনম্যাপড’ ভোটার। এর মধ্যে প্রায় ৬০ লক্ষ নাম খতিয়ে দেখছে কলকাতা হাইকোর্ট-এর গঠিত কমিটি। সুপ্রিম কোর্ট-এর নির্দেশে নিযুক্ত বিচারক আধিকারিকেরা নথি যাচাই করছেন, কিন্তু তাঁদের অনুমোদন সরাসরি মূল তালিকায় প্রতিফলিত হবে কি না, তা স্পষ্ট নয়।

২০২৫ সালে মোট ভোটার ছিল ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ। এসআইআর প্রক্রিয়ার পর ৫৮ লক্ষ নাম বাদ পড়ে খসড়ায় থাকে ৭ কোটি ০৮ লক্ষ। তার মধ্যেই ১ কোটি ৫২ লক্ষ নাম নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। ২১ ফেব্রুয়ারি পোর্টাল বন্ধ হওয়ার পর এখন দৃষ্টি একটাই; ২৮ ফেব্রুয়ারি কার নাম কোন বিভাগে স্থান পায় ‘অ্যাপ্রুভড’, ‘ডিলিটেড’ না ‘আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন’।

ভোটের আগে নজর কড়া, চিহ্নিত হাজার হাজার অতি ও স্পর্শকাতর বুথ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন নির্বাচনের প্রস্তুতিতে বুথভিত্তিক ঝুঁকি নির্ধারণে জোর দিয়েছে কমিশন। প্রাথমিক সমীক্ষা অনুযায়ী, রাজ্যের মোট বুথের অর্ধেকেরও কিছু বেশি অংশকে ঝুঁকিপূর্ণ তালিকায় রাখা হয়েছে। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ৪৩ হাজার কেন্দ্রকে সংবেদনশীল হিসেবে ধরা হয়েছে। এর মধ্যেই আনুমানিক ৭ হাজার বুথকে অতিসংবেদনশীল চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রশাসনিক মহলের বক্তব্য, সীমান্তঘেঁষা ও অতীতে অশান্তির নজির থাকা এলাকাগুলিতেই সতর্কতার মাত্রা বেশি। বিশেষ করে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুর, বীরভূম, নদিয়ার সীমান্ত অঞ্চল এবং হুগলির কিছু অংশে নজরদারি বাড়ানো হচ্ছে।

কলকাতা পুলিশের তেজস্বিনী অনুষ্ঠানে সামিল হলেন নগরপাল সুপ্রতিম সরকার, টলি অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক ও ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামী।

কেন্দ্রীয় বাহিনীর চলাচল পর্যবেক্ষণে জিপিএস ও দেহ ক্যামেরা নিয়ে বিতর্ক

জল্পনায় ইতি টানলেন মনোজ আগরওয়াল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কেন্দ্রীয় বাহিনীর চলাচল পর্যবেক্ষণে জিপিএস যন্ত্র বা দেহে ধারণযোগ্য ক্যামেরা বসানো হতে পারে; এই জল্পনা ঘিরে রাজনৈতিক অন্দরে চাঞ্চল্য ছড়াতেই মুখ খুললেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন, বিষয়টি নিয়ে অকারণ সন্দেহ তৈরির সুযোগ নেই। তাঁর কথায়, জিপিএস ট্র্যাকার বা দেহক্যামেরা ব্যবহারের পিছনে কোনও নির্দিষ্ট কারণ নেই। অর্থাৎ কোনও বিশেষ ঘটনার জেরে এই উদ্যোগ নয়। বাহিনীর গতিবিধি নজরে রাখার প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতেই তিনি প্রথমে কটাক্ষের সুরে বলেন, আপনারা কি বলতে চাইছেন, আমাদের তাঁর চলাফেরা অনুসরণ করতে হবে? এটা কি কোনও সিনেমার কাহিনি! তবে পরক্ষণেই স্পষ্ট করেন, হ্যাঁ, প্রয়োজন হলে গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতেই হবে। রাজনৈতিক মহলের একাংশ যখন প্রশাসনের নিরপেক্ষতা নিয়ে সংশয় তুলছে, তখন সিইওর পাল্টা প্রশ্ন, আপনারা কীভাবে ধরে নিচ্ছেন, পুলিশ সুপার অসৎ আর আইনরক্ষাকারী বাহিনী নিষ্ক্রিয় থাকবে? এই ধারণার ভিত্তি কী? তিনি জোর দিয়ে বলেন, পুলিশ সুপার একজন আইপিএস অফিসার। তাঁর দায়িত্ব ও ক্ষমতা নির্ধারিত নির্বাচন কমিশন দ্বারা। প্রয়োজন হলে সেই নির্দেশ কাজে লাগানো হবে। নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখতে প্রযুক্তির ব্যবহারকে স্বাভাবিক প্রশাসনিক পদক্ষেপ বলেই ব্যাখ্যা করেছে নির্বাচন দপ্তর।

সম্পাদকীয়

বাড়ছে যন্ত্রমেধার দাপট, তিন টেক জায়ান্টের শেষের শুরুর ইঙ্গিত সমীক্ষায়

যন্ত্রমেধা বা কৃত্রিমমেধার বাড়বাড়ন্ত বিশ্বজুড়ে। কয়েকদিন আগেই দিল্লিতে আন্তর্জাতিক এআই সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, এআইকে দূরে রাখলে হবে না, কাছে টেনে নিতে হবে। এআইকে কাজে লাগিয়েই দক্ষতা ও কর্ম সংস্থান বাড়ানোর রাস্তা খুঁজতে হবে আমাদের। বিশ্ব আপাতত এক বড়সড় বিপদের নাম এআই। এই আতঙ্ককে শতগুণ বাড়িয়ে দিয়ে সম্প্রতি এক সমীক্ষা রিপোর্ট সামনে এসেছে। যেখানে দৃঢ় ভাবে বলা হয়েছে, পরিস্থিতি যেদিকে যাচ্ছে তাতে আগামী ২০২৮ সালের মধ্যে ঘোর সঙ্কট ঘনিয়ে আসছে টেক জায়ান্টদের দুনিয়ায়। আরও স্পষ্ট।করে বলা হয়েছে, ভারতের তিন টেক জায়ান্ট ইনফোসিস, টিসিএস ও উইপ্রোর কঠিন দিন আসতে চলেছে। শুধু ছাঁটাই করেও পার পাবে না তাঁরা। এমনই সতর্কবার্তা এসেছে গবেষণা সংস্থা সিট্রিনি রিসার্চের থেকে। যে রিপোর্ট তাঁরা প্রকাশ করেছে, তাতে বলা হয়েছে, এআই এর দরুণ ঘোর সঙ্কট নেমে আসছে। তাতে টালমাটাল হয়ে উঠবে গ্লোবাল মার্কেট। ২০২৮ গ্লোবাল ইন্টেলিজেন্স ক্রাইসিস শীর্ষ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে। বিশ্ব অর্থনীতির ভবিষ্যৎ নিয়ে শুরু হয়েছে কাটাছেঁড়া। রিপোর্টে স্পষ্ট ভাবে শেষের ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, ২০২৮ আসতে আসতে গণহারে চাকরি হারাবে মানুষ। অর্থনৈতিক অস্থিরতা, রফতানি কমে যাওয়া, ডলারের সাপেক্ষে টাকা আরও দুর্বল হয়ে পড়বে বলেও দাবি করেছে সমীক্ষা। ভারতের একাধিক তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার কথা বিশেষ ভাবে জায়গা পেয়েছে ওই গবেষণাপত্রে। নাম রয়েছে ইনফোসিস, উইপ্রো,টিসিএসের কথা। এআই নির্ভর স্বয়ংক্রিয়তার জেরে তাদের ব্যবসার কাঠামো ধাক্কা খাবে বলে দাবি করা হয়েছে। ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র থেকে বার্ষিক রফতানি এই মুহূর্তে ২০০ বিলিয়ন ডলার। কিন্তু ২০২৮-এ ভারতের তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্র থমকে যাবে। কারণ ন্যূনতম খরচে এআই কোডিং এজেন্ট ব্যবহার করেই চাহিদা মিটে যাবে গ্রাহকদের। রিপোর্ট একদম নির্দিষ্ট করে ২০২৮ সালের জুন মাস নাগাদই অর্থনৈতিক অস্থিরতা চরম আকার ধারণ করবে বলে দাবি করেছে।

শব্দছক ৮৬

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. মনে ধরে যা ৫. গোলাকার গম্বুজ ৮. কালী মাতার প্রিয় পূজ্য ফুল ৯. মৎস ১২. শক্তি ১৩. মধ্যপ্রদেশের এক নামী নদী ১৫. পরিজনের বিচ্ছেদ ১৬. বিভক্তকরণ ১৭. নেশার বস্তু বা তরল ১৮. পাঠ করা ১৯. দৌলত ২০. লঙ্কেশ্বর

ওপর-নিচ: ২. ধান্দাবাজ ৩. শ্রীফল ৪. শাঁখ ৫. গোলোযোগ ৬. অহংকার ৭. জীত ১০. কাজ ১১. বহু প্রকার ১২. যা প্রবাহিত হয়ে চলেছে ১৩. পর্বত ১৪. বেঢপ বড় আকার ১৬. ভাকরা-নাঙ্গাল প্রোজেক্টের প্রথমটা ১৮. বৃক্ষপত্র

সমাধান ৮৫ — পাশাপাশি: ২. সবেতন ৪. সবেদা ৭. ঊষা ৮. মল ৯. কালাকানুন ১১. বিছা ১২. জন ১৩. আলো ১৪. চাল ১৬. গোলাপবালা ১৮. বাকি ১৯. পাপ ২০. কাতর ২১. ফলাফল
ওপর-নিচ : ১. বাসমতি ২. সদা ৩. তবলা ৪. বিষান ৬. বেল ৭. উনুন ৯. কাদা ১০. কাজল ১১. বিলাপ ১৩. আলাপ ১৪. চালা ১৫. বিকিরণ ১৬. গোপাল ১৭. বাদলা ১৮. বাত ২০. কাল

আজকের দিন

- ১৯৮৬ — সুইডিশ প্রধানমন্ত্রী ওলোফ পামকে স্টকহোমে হত্যা করা হয়।
- ২০০২ — ভারতের নারোদা পটিয়া এবং গুলবার্গ সোসাইটিতে গণহত্যায় প্রচুর হতাহতে হয়।
- ২০১৩ — পোপ বেনেডিক্ট ষোড়শ ১৪১৫ সালের পর প্রথম পোপ হিসেবে পদত্যাগ করেন।

জন্মদিন

১৮৪৪ বিশিষ্ট নাট্যকার গিরীশ চন্দ্র ঘোষের জন্মদিন।
১৯৪৪ বিশ্বের সুরকার রবীন্দ্র জৈনের জন্মদিন।
১৯৪৭ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ দিগ্বিজয় সিংয়ের জন্মদিন।

গিরীশ চন্দ্র ঘোষ

কাঁথি ও ঘাটাল

মমতা ইমেজ বনাম অধিকারী ব্র্যান্ড

সুবীর পাল

২০০৯ সাল। লোকসভা আসনের ডিলিমিটেশন ঘটায় ভারতের নির্বাচন কমিশন। পাঁশকুড়া কেন্দ্রটি পরিবর্তিত করে তখন তৈরি করা হয় ঘাটাল আসন। এখানকার রাজনৈতিক সরণিতে একটা মাইলফলক গেড়ে দিয়েছিল সিপিআই ১৯৮০ সালে। তারপর ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০৪ সাল পর্যন্ত পাঁশকুড়া হয়ে ওঠে সিপিআইয়ের একরতফা মুঠো বন্দি সম্পদ। নাম বদল হলো। তাতে কি যায় এলো ২০০9 সালেও লাল নিশান সেখানে অব্যাহত থেকে যায়। সেখান থেকে ভারতের পার্লামেন্ট উপহার পেয়েছিল গীতা মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস দাশগুপ্তের মতো স্বনামধন্য সাংসদদের। কিন্তু কথায় আছে, 'চিরকাল কাহারও সমান নাহি যায়।' সেই আপ্তবাক্য মেনেই ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪ সালে আসনটি দখল করে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস। দেশের এযাবৎ সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৯,৩৯,৯৪৫। সেখানে বিজেপির কপালে জোটে ৪০.৯৩ শতাংশ বা ৬,৫৫,১২২টি ভোট। তৃণমূল পেয়ে যায় ৮,৩৭,৯৯০ অথবা ৫২.৩৬ শতাংশ স্থানীয় ভোটারের সমর্থন। ফলে ১,৮২,৮৬৮ বার ইভিএম বোতাম টেপার ফারাকে পদ্মফুল শুকিয়ে যায় ঘাসফুলের সতেজতায়।

জঙ্গিয়ানা কি শুধু উগ্রপন্থাতেই সীমাবদ্ধ? কভি নেহি। জঙ্গিপনা শব্দটা রাজনীতিতেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে অত্যন্ত সফলভাবে। এই বাংলায়। অভিধানগত পর্যায়ে সেই রাজনীতি যা নেতিবাচক ও ধ্বংসাত্মক এবং ইগো নির্ভর। বামফ্রন্ট আমল থেকে তৃণমূল কাল, এই ট্র্যাডিশন যে সমানে চলছে তো চলছেই। বিশ্বের দরবারে বাংলার মুখ কালিমালিপ্ত হচ্ছে তো হোক। ডোন্ট ওরিড। সাময়িক ডিভিডেন্ড তো মিলছে রাজনৈতিক ভাবে। তাতেই সই আর কি!

এক্কেবারে প্রচলিত গ্রাম বাংলায় একটা প্রবাদ আছে। 'এক মণ দুধে এক ফোঁটা চোনা।'

আসলে জ্যোতি বসুর বাম আমলে রাজ্যে বিভিন্ন শিল্প তালুকের সিটুর জঙ্গি আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। তার নিট রেজাল্ট ছিল, কলকারখানার গেটে গেটে একের পর এক এ্যাইসা বড় তালা। তবে সেই যুগও নেই। ফলেই জঙ্গি আন্দোলনও কেমন যেন কর্পূরের মতো ভ্যানিশ হয়ে গেছে। তবে তখনকার মতো এখন ওসব আন্দোলন অস্তমিত হলে কি হবে? ফুল ফ্লেজেড প্রতিবাদ কিন্তু বহাল তবিয়তে রয়েছে। মানে ইয়ে জঙ্গি প্রতিবাদ আর কি? বর্তমান ভারতে এই জঙ্গি প্রতিবাদের পেটেন্ট অবশ্য একজনের কাছেই আছে।

তাই নাকি? তা সেটি কার কাছে আছে শুনি। আরে এতো জলবৎ তরলং উত্তর। আঞ্চলিক দল, থুড়ি, সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেসের মহান সর্বময় নেত্রী তথা পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হলেন এমন নব্য পেটেন্টের অনন্য অধিকারিণী।

এসব তো শুনলাম ঠিকই। কিন্তু এই 'চোনা' বিষয়টি এখানে কিভাবে আবার প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠলো? মনে পড়ছে কি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্প্রতি গিয়েছিলেন দিল্লি। দুই ক্ষেপে কালো পোষাক পরেছিলেন। সবটাই কিন্তু তাঁর এসআইআর প্রসঙ্গের জঙ্গি প্রতিবাদ। কারণ তিনি বরাবর বলে এসেছিলেন বাংলায় এসআইআর প্রক্রিয়া লাগু হতে দেবেনই না। সে যাইহোক। নাছোড় দেশজ নির্বাচন কমিশন রাজ্যে তা লাগু করেই ছাড়লো। এরপর বর্তমান রাজ্যের শাসক সরকার ও সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দল পদে পদে পায়ে পা লাগিয়ে এই প্রক্রিয়া বানচাল করার জন্য নিত্য দিন উঠেপড়ে লেগে রয়েছিল। হুমকি, মারধর কিছুই বাদ যায়নি। সবের সৌজন্যে সেই তৃণমূল। এ হেন জঙ্গি প্রতিবাদের ঝাঁঝ লালকেল্লায় পৌঁছে দিতে অতঃপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সোজা পৌঁছে গেলেন ভারতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে। কালো পোশাক পরে। যথারীতি বয়কট করলেন দফতরের বৈঠক। প্রশ্ন থেকেই গেল বৈঠক বয়কটের আগেই কেন তিনি কালো পোষাক পড়েছিলেন। তাহলে বৈঠক বয়কট করবেন সেটা কি মিটিংয়ে বসার আগে তিনি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে ছিলেন? সেক্ষেত্রে আর বৈঠকের কিইবা সারবত্তা থাকতে পারে, তাই না? তাই এক্ষেত্রেও বলতেই হয়, এসবই হলো আদতে একটি নিখাদ জঙ্গি প্রতিবাদের মমতাস্য ঘরাণা।

এই ঘটনার রেশ থাকতে থাকতেই তিনি আবার ছুটলেন সুপ্রিম কোর্টের দুয়ারে। প্রধান বিচারপতির এজলাসে। পরণে সেই কালো চাদর। না না আইনজীবী হিসেবে নয়। প্রাথমিকভাবে রাজ্যবাসী এব্যাপারে ভিমরি খেলে কি হবে। অচিরেই জানা গেল, তিনি সেখানে হাজির ছিলেন মামলার আবেদনকারিণী হিসেবে। বিচারপতি বলছিলেন অবশ্যই, সওয়ালের জন্য আপনার তো উকিল আছেন। কে শোনে কার কথা। কোর্ট ফ্লোরে নির্বাচন কমিশনের মুণ্ডুপাত করেই গেলেন ভাঙাচোরা দুর্বোধ্য ইংরেজিতে।

আসলে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কালো কাপড় হাতিয়ার করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উনার জঙ্গি প্রতিবাদের হাইপকে অনেক উঁচু গ্রামে বাঁধতে চেয়েছিলেন দিল্লির প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে। রাজ্যে বিজেপির মোকাবিলায় অলআউট 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচাগ্র মেদিনী' হুংকারের উদ্দেশ্যে। এখানেই উঠে এলো সেই আসল রাজনৈতিক প্রশ্ন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই মিশন দিল্লি কি সফল? ছাব্বিশের ভোটের ফলাফল অবশ্যই এইসব রেজাল্টের উপর ফাইনাল হুইস্যাল দেবে ঠিকই। তবে অ্যাডহক মার্কশিট সম্প্রতি ইঙ্গিত দিয়েছে, দুধে চোনা পড়ে যাওয়ারই মতো এক ডাহা ফেলের কার্বণ কপি।

আদতে তৃণমূল সুপ্রিমোর এমন কোমর কষে কালো পোষাক রঙা জঙ্গি প্রতিবাদ তো কেশাগ্র স্পর্শই করতে পারলো না দেশের নির্বাচন কমিশনের তথা সুপ্রিম কোর্টের। ভাবখানা এমন যেন নির্বাচন কমিশন পাত্তাই দিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঝোড়ো বিপ্লবকে। উল্টে রাজ্যের কর্মরত মুখ্যমন্ত্রীর আস্থাভাজন পঁচিশজন আইপিএস ও আইএএস আমলাকে ভিন্ন প্রদেশে পাঠানোর ফতোয়া জারি করে দিল। তাও আবার এমন ভরা ভোট কোটালের ব্রহ্মমুহূর্তে। অন্যদিকে সুপ্রিম কোর্ট অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিয়ে বসলো, 'কোনও ভাবেই কোনও রাজ্যেই এসআইআরের কাজে বাধাদান বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে কঠোর আদেশ জারি করবো অন্যথা হলে।' এরসঙ্গে নির্বাচন কমিশনের আদেশ অমান্য করার নালিশে রাজ্য পুলিশের ডিজি'কে কারণ কারণ দর্শানোর নির্দেশ জারি করলো দেশের প্রধান বিচারপতি। যাহ বাবা। তাই না দেখে স্যোশাল মিডিয়া ট্রোল হলো প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, 'বাঘিনী আজ বকরি।' তবে তৃণমূল নেত্রী সান্ত্বনা প্রাইজ পেয়েছেন একটা। তা হলো, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশানুসারে, এবার থেকে মাইক্রো অবজারভারেরা সহায়ক হতে পারলেও ভোটার তালিকায় নাম সংযোজন বা বিয়োজন করার অধিকারী হবেন না। আক্ষরিক অর্থে মাইক্রো অবজারভারেরা এ রাজ্যের বাস্তবের মাটিতে এখনও পর্যন্ত সেভাবে এই কাজ ব্যাপক অর্থে সম্পন্ন করে উঠতেও পারেননি। ফলে আদালতের রায়ের এই অংশটি অনেকটা বাচ্চা ভোলানো ল্যাবানচুস বিলি করার মতোই একটা কনসোলেশন প্রাইজ মাত্র।

রাজ্যের শাসকের সর্বময় কর্ত্রী দিল্লি অভিযান করে বাংলার ভোট বসন্তে অনুকূলের পরশপাথর খুঁজতে গিয়েছিলেন। কিন্তু বিনিময়ে 'কোরা কাগজ থা মন মেরা' অবসাদে ফিরতে হলো তাঁকে। যদিও কিছু স্থানীয় সংবাদমাধ্যম, দিদির বিরাট ঐতিহাসিক বিজয়, হিসেবে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে দেখাতে চেয়েছিল এই রাজধানী যাত্রা সময় কালকে। কিন্তু সুপ্রিম কোর্টের দুয়ার ইতিমধ্যে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বাস্তবিকই বিগব্যাঙ দেখিয়ে ছেড়েছে পরপর নানান ইস্যুতে। যার মধ্যে অন্যতম হিসসা হলো ডিএ মামলা। এই মামলায় রাজ্যের কোনও ওজর আপত্তি ধোপে টেকেনি। বরং পঁচিশ শতাংশ ডিএ প্রদানের ক্ষেত্রে কঠোতম নির্দেশ আরোপ করেছে স্বল্পকালীন সময় রেখার মধ্যে। বাকি পঁচাত্তর শতাংশ প্রদানের জন্য একটি কমিটি গঠন করে দেয় আদালত। যাতে রাজ্য সরকারের কোনও প্রতিনিধিকেই রাখা হয়নি। যার অর্থ, তৃণমূল সরকার এই বিষয়ে অনেকটা ল্যাজে গোবরে হয়ে গিয়েছে। এখানেই শেষ নয়। বেলডাঙা গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব কেসেও পশ্চিমবঙ্গের শাসক অনেকটা ব্যাকফুটে। কারণটা সেই সুপ্রিম কোর্ট। কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয় সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছিল, সেখানকার ভয়াবহ কাণ্ড পর্যালোচনা করে দেখবে এনআইএ। সেই এনআইএ তদন্তের আদেশের বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। ফলে উনি কলকাতা উচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে ঠুকলেন একটা জবরদস্ত মামলা। কিন্তু সেই বিধিবাম। সুপ্রিম কোর্ট সোজা হাইকোর্টের রায়কেই মান্যতা দিয়ে বসলেন। বিজেপি টিপ্পনী কেটে বলে বসলো, 'ফেটে গেল ফেটে গেল কালি রামের ঢোল।' আর তৃণমূল নেতৃত্ব তো এসব নিয়ে একেবারে 'স্পিকটি নট' অবস্থান গ্রহণ করেছে।

এইসব ইস্যু নিয়ে সমগ্র রাজ্য যখন রীতিমতো তোলপাড়, সেখানে এমন উত্তেজনার রেখটার স্কেলের কম্পন যে অনায়াসেই ছড়িয়ে পড়বে কাঁথি বা ঘাটাল লোকসভা অন্তর্ভুক্ত জায়গায় তা সদ্যজাত শিশুও বুঝে নিতে পারে। এর উপর ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কার্যকারিতার বাস্তবায়ন নিয়ে তো তৃণমূল সরকার একেবারে ঘেঁটে ঘ হয়ে গেছে দীর্ঘদিন যাবৎ। একদিকে ফি বছর সংশ্লিষ্ট এলাকায় বর্ষণ জলোচ্ছ্বাস আবার অন্যদিকে শাসকের শেয়ালের কুমির ছানা দেখানোর মতো প্রতিশ্রুতি আর প্রতিশ্রুতি অনেকটা গোদের উপর বিষফোঁড়া হয়ে উঠেছে এলাকাবাসীর মননে স্মরণে। সাম্প্রতিক কালে এমনতর রাজনৈতিক অবিশ্বাসের পরিমণ্ডলে ঘাটাল আজ নিজেই এক স্বতন্ত্র ইস্যু হয়ে উঠেছে এই বাংলায়।

২০০৯ সাল। লোকসভা আসনের ডিলিমিটেশন ঘটায় ভারতের নির্বাচন কমিশন। পাঁশকুড়া কেন্দ্রটি পরিবর্তিত করে তখন তৈরি করা হয় ঘাটাল আসন। এখানকার রাজনৈতিক সরণিতে একটা মাইলফলক গেড়ে দিয়েছিল সিপিআই ১৯৮০ সালে। তারপর ১৯৮৪, ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮, ১৯৯৯ ও ২০০৪ সাল পর্যন্ত পাঁশকুড়া হয়ে ওঠে সিপিআইয়ের একরতফা মুঠো বন্দি সম্পদ। নাম বদল হলো। তাতে কি যায় এলো ২০০৯ সালেও লাল নিশান সেখানে অব্যাহত থেকে যায়। সেখান থেকে ভারতের পার্লামেন্ট উপহার পেয়েছিল গীতা মুখোপাধ্যায় ও গুরুদাস দাশগুপ্তের মতো স্বনামধন্য সাংসদদের। কিন্তু কথায় আছে, 'চিরকাল কাহারও সমান নাহি যায়।' সেই আপ্তবাক্য মেনেই ২০১৪, ২০১৯, ২০২৪ সালে আসনটি দখল করে নেয় তৃণমূল কংগ্রেস।

দেশের এযাবৎ সর্বশেষ লোকসভা নির্বাচনে ঘাটাল কেন্দ্রে মোট ভোটদাতার সংখ্যা ছিল ১৯,৩৯,৯৪৫। সেখানে বিজেপির কপালে জোটে ৪০.৯৩ শতাংশ বা ৬,৫৫,১২২টি ভোট। তৃণমূল পেয়ে যায় ৮,৩৭,৯৯০ অথবা ৫২.৩৬ শতাংশ স্থানীয় ভোটারের সমর্থন। ফলে ১,৮২,৮৬৮ বার ইভিএম বোতাম টেপার ফারাকে পদ্মফুল শুকিয়ে যায় ঘাসফুলের সতেজতায়।

এতো গেল লোকসভার হাল হকিকৎ। এই প্রেক্ষাপটে ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ঘাটাল লোকসভা অঞ্চলের ভিতরে থাকা সাতটি আসনের মধ্যে ছটি বলতে পাঁশকুড়া পশ্চিম, সবং, পিংলা, ডেবরা, দাসপুর এবং কেশপুর সিট থেকে জয় পায় তৃণমূল। ওইসব আসনে সবুজ দলের জয়ের ব্যবধান ছিল যথাক্রমে ৮,৮৮৯, ৯,৮৬৪, ৬৬৫৫, ১১,২২৬, ২৬,৮৪২ ও ২০,৭২০ ভোটের। সবেধন নীলমণি ঘাটাল আসনটি সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে পেয়েছিল বিজেপি ৯৬৬টি ভোট তৃণমূল থেকে বেশি পেয়ে।

সামনে রাজ্য বিধানসভার ভোট একেবারে দোরগোড়ায়। রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিজেদের অনুকূলে রাখতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একেবারে শেষ ল্যাপে নিজেই তদারকি শুরু করে দিয়েছেন ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কার্যকারিতা বাস্তবায়নের শ্যেণ লক্ষ্যে। তাই টিএমসি আশা করতে শুরু করে দিয়েছে যে এই মাস্টার প্ল্যানই হবে তাদের সাতে সাত প্রাপ্তির তুরুপের তাস। পরোক্ষে বিজেপির আশা, এবার এসপার ওসপার খেলা হবেই হবে। শুধু ঘাটাল নয় মোটামুটিভাবে তারা আরও তিনটি আসন এখান থেকে জিততে মরিয়া হয়ে উঠেছেন।

ঘাটালের পাশাপাশি কাঁথি লোকসভা আসনটি পর্যালোচনা করলে উঠে আসে নানাবিধ চমকপ্রদ তথ্যাবলী। এলাকাটিতে স্থানীয় অধিকারী (বর্ষীয়ান নেতা শিশির অধিকারী) পরিবারের অবিসংবাদিত প্রভাব অন্তত শেষ দেড় দশক ধরে আজও অব্যাহত। ১৯৯৯, ২০০৯, ২০১৪, ২০১৯ সালে জিতে যায় তৃণমূল। ২০২৪ সালে বিজয়ী হয় গৈরিক পার্টি। ১৯৮৪ সালে শেষবারের মতো কংগ্রেস জেতে এখান থেকে। সিপিএম কাঁথি থেকে জয়ের স্বাদ পায় প্রথমবারের মতো ১৯৮০ সালে। এরপর কাস্তে হাতুড়ি তারা সমর্থকেরা গর্বিত হাসি হাসে ১৯৮৯, ১৯৯১, ১৯৯৬, ১৯৯৮ এবং ২০০৪ সালে।

২০২৪ সালে লোকসভা নির্বাচনে কাঁথি কেন্দ্রে ভোটদাতা সর্বোপরি ছিল ১৭,৯৪,৫৩৭ জন। পরাজয় মেনে নেয় তৃণমূল বিজেপির কাছে। তৃণমূল ভোট পায় ৭,৬৩,১৯৫টি। যা অঙ্কের হিসাবে ৪৯.৮৫ শতাংশ। বিপরীতে গাণিতিক ভাবে ৪৬.৭৩ শতাংশ এলাকাবাসী তৃণমূলের পাশে দাঁড়ায় ৭,১৫,৪৩১টি ভোট অর্পণ করে। সুতরাং এই জয়ের ফারাক গড়ে যায় ৪৭,৭৬৪টি অতিরিক্ত কাস্টিংয়ে।

এরপর যদি এখানকার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যদি তুলে আনা যায় ২০২১ সালের তবে তো 'হাম কিসিসে কম নেহি' প্লট সামনে উঠে আসবে। ফলাফল ৪৩। বিজেপি কাঁথি উত্তর, কাঁথি দক্ষিণ, খেজুরি এবং ভগবানপুর থেকে বিধায়ক পেয়েছিল পর্যায়ক্রমে ৯৩৩০, ১০,২৯৩, ১৭,৯৬৫ সহ ২৭,৫৪৯ অধিক ভোট প্রাপ্তিতে। পাল্টা তৃণমূল চণ্ডীপুর, পটাশপুর ও রামনগর আসন থেকে এমএলএ বের করে নিয়ে আসে সংখ্যানুক্রমে ১৩,৪৭২, ৯৯৯৪ এবং ১২,৫১৭ ভোটের পার্থক্যে।

সুতরাং ছাব্বিশের ভোট দুয়ারে অনায়াসেই বলা যায় কাঁথি লোকসভা অন্তর্ভুক্ত এই সাতটি আসনের লড়াই নিঃসন্দেহে একটা আলাদা সমীহ আদায় করে নেবে ভোট কুশলীদের কাছ থেকে। সাধারণ ভোটারদের মনোভাবেও এখানে যেন অনেকটাই আড়াআড়ি বিভাজন লক্ষণীয়। চলতি ভোট মরশুমে ফের অধিকারী পরিবারের গুডউইল অব্যাহত এখানে বহাল থাকবে কিনা, এটাই তো বর্তমানে কোটি টাকার প্রশ্ন! আবার এটাও ঠিক শাসকের নাম অবশ্য তৃণমূল। যদিও খুব একটা ফ্যাক্টর করে না দলের নামটা। কিন্তু যদি তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক অস্তিত্ব এতো কিছুর পরেও সামনে এসে দাঁড়ায়? তবে? তবে তো সাবধানী সমীহ আদায়ের প্রশ্ন এসেই যায়। তাই না?

চর্চাবাসর ৮৫

এটি সংস্কৃত শব্দ 'নির্বাচন' থেকে উদ্ভূত , যা 'নির' (যার অর্থ বাইরে, এগিয়ে, বা দূরে) এর সাথে 'বাক' (যার অর্থ বলা বা বলা) যুক্ত উপসর্গ থেকে উদ্ভূত। সময়ের সাথে সাথে, শব্দটি 'কথা বলা/নির্বাচন করা' অর্থ থেকে সরে এসে নির্বাচনের আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়াকে বোঝায়, যেমন ভোটদান বা নির্বাচনে (যেমন, নির্বাচন কমিশন বা নির্বাচন কমিশন) ।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পাড়ায় সমাধানের টাকায় তৃণমূলের কার্যালয়ে শৌচালয়ের দরজা নির্মাণ!

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' শিবিরে তৃণমূল কংগ্রেসের দলীয় কার্যালয়কে দেখানো হয়েছিল কমিউনিটি হল হিসাবে। আর এই 'অনিয়ম' করে সরকারি টাকায় ভবন ও শৌচাগারের চারটি দরজা লাগানো হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তৃণমূল কংগ্রেসেরই কয়েকজন। আউশগ্রাম ২ ব্লকের অমরপুর পঞ্চায়েতের ১০ নম্বর সংসদ এলাকার গেরাই পাকুরতলায় ওই দলীয় কার্যালয় এবং তার পাশে শৌচাগারের কাজ করতে গেলে বুধবার তৃণমূলেরই কয়েকজন বাধা দেয়। তা নিয়ে সাময়িক উত্তেজনা ছড়ায়। এরপর বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানানো হয় জেলা প্রশাসনের কাছে। অভিযোগকারীদের মধ্যে ওই সংসদের প্রাক্তন তৃণমূল সদস্য বাদশা শেখ বলেন, 'দলীয় কার্যালয় তৈরি হয়েছিল দলীয় কর্মীদের চাঁদার টাকায়। তাতে দরজার কাজ করতে অনিয়ম করে সরকারি টাকা নেওয়া উচিত নয়। এতে দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে।' যদিও অমরপুর অঞ্চল তৃণমূল সভাপতি ইবাদত শেখের দাবি, 'পাকুরতলায় ওই দলীয় কার্যালয়ের ভবন সর্বসাধারণের কাজেও ব্যবহার হয়। পাশের শৌচাগার বাসস্ট্যান্ডে বাস ধরতে আসা মানুষ এবং পথচারীরাই বেশিরভাগ ব্যবহার করেন। তাই স্থানীয় বাসিন্দারাই সার্বিক স্বার্থে 'আমার পাড়া, আমার সমাধান' শিবিরে সরকারি অনুদানের আবেদন করেছিলেন। ওই টাকা কেউ ব্যক্তিগতভাবে ভোগ করেননি।' জানা গিয়েছে, পাকুরতলায় ওই ভবনের দুটি দরজা এবং শৌচাগারের দুটি মিলে মোট চারটি দরজার জন্য সরকারিভাবে ২৯,৯২০ টাকা বরাদ্দ হয়েছিল। বুধবারেই দরজা লাগানোর কাজ হয়ে গিয়েছে। যদিও এই বিষয়ে আউশগ্রাম দু-নম্বর ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি শেখ আব্দুল লালন জানিয়েছেন, 'গ্রামের মানুষরা বসে আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান শিবিরে বসে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ওই কার্যালয়ের দরজা লাগানো বা মেরামত করার প্রয়োজন। গ্রামবাসীদের মতেই সেই কাজ হয়েছে।'

জয়পুর রেঞ্জ অফিসারের বিস্ফোরক মন্তব্যের ভিডিও ভাইরালে বিতর্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জঙ্গলের জায়গা দখল নিয়ে বন দপ্তরের আধিকারিকের মুখে প্রকাশ্য মঞ্চে বিস্ফোরক অভিযোগের ভিডিও ভাইরাল হল সামাজিক মাধ্যমে। যাকে ঘিরে তোলপাড় বাঁকুড়ার জয়পুরের রাজনৈতিক মহল। শাসক দলের নেতৃত্বের দাবি, ওই আধিকারিক সুপারি কিলারের মতো কথাবার্তা বলছেন। বিজেপির দাবি, কাটমানি নিয়ে

শাসকদলের নেতাদের সঙ্গে বনিবনা না হওয়াতেই এমন মন্তব্য।

বাঁকুড়ার অরণ্য সুন্দরী হিসাবে পরিচিত জয়পুর। সারা বছর শুধু রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নয় দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজারে হাজারে পর্যটক জঙ্গলের সৌন্দর্য্যের টানে ছুটে আসেন বাঁকুড়ার জয়পুরে। জয়পুরের গভীর জঙ্গলে নিরিবিলি নিরাপদে অবাধে ঘুরে বেড়ায় বুনো হাতি অথবা হরিণের দল। জঙ্গলের সৌন্দর্য্যকে কাজে লাগিয়ে গড়ে উঠেছে পর্যটন কেন্দ্র, একের পর এক রিসোর্ট। কিন্তু এবার সেই জঙ্গলের জায়গাই দখল করে নেওয়ার অভিযোগ। খোদ বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসারের বিস্ফোরক অভিযোগ সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হতেই তোলপাড়। জানা গেছে, জয়পুর রেঞ্জের চান্দার ২ নম্বর এলাকায় স্থানীয় বন সুরক্ষা কমিটির বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখতে উঠে বিস্ফোরক মন্তব্য করে বসেন জয়পুরের রেঞ্জ অফিসার রাজেশ দাস। তিনি বলেন, 'জঙ্গল রাজনীতি করার জায়গা নয়। জঙ্গলের জায়গা দখল করে একটি কমিউনিটি হল তৈরি করা হয়েছে। তাতে কতগুলো ভোট আসবে? প্রতিবাদ করায় আমাকে ক্রমাগত হেনস্থা করা হচ্ছে। আমার সব রেকর্ডিং রয়েছে। আমি সরকারের কাজ করতে এসেছি। যাওয়ার আগে তোদের আমি শেষ করে দিয়ে যাব, সব দলেই ভালো ও খারাপ লোকজন রয়েছে। ভালোদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে।' বন দপ্তরের রেঞ্জ অফিসারের এই বক্তব্য মুহূর্তে ভাইরাল হয়ে যায় সামাজিক মাধ্যমে। বন দপ্তরের আধিকারিকের এই বক্তব্যের নিশানা শাসক দলের দিকে তা অনেকটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। রেঞ্জ অফিসার সভায় চাঁচাছোলা ভাষায় বক্তব্য রাখলেও, পরে অবশ্য তিনি ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা করেছেন। তাঁর দাবি আবেগের বশবর্তী হয়ে সেদিন একথা তিনি বলে ফেলেছেন। তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য জঙ্গল রক্ষা। সরকারি একজন আধিকারিকের এমন বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে শাসক দল। শাসক দলের দাবি ওই আধিকারিক সুপারি কিলারের মতো হুমকি দিচ্ছেন। তাঁর অভিযোগ, 'আমরাও আমাদের মতো নির্দিষ্ট জায়গায় বিষয়টি নিয়ে জানাব।' বিজেপি অবশ্য, এরমধ্যে কাটমানি নিয়ে শাসক দলের সঙ্গে ওই আধিকারিকের বনিবনা না হওয়ার ইঙ্গিত খুঁজে পেয়েছে।

শেওড়াফুলিতে ফলের কালোবাজারি রুখতে ইবি'র অভিযান

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: নবান্নের নির্দেশে, ফলের কালোবাজারি রুখতে জেলায় জেলায় শুরু হয়েছে অভিযান। রমজান মাসে ফলের কালোবাজারি রুখতে অভিযানে নামল ইবি অর্থাৎ এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ। পবিত্র রমজান মাসে সারাদিন উপবাস থাকার পরে ফলাহার করে রোজাভঙ্গ করে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা। ফলে এই সময়ে ফলের চাহিদা অত্যধিক বেড়ে যায়। এই সুযোগে এক শ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী বাড়তি মুনাফা লাভের জন্য ফলের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। এরপরই নড়েচড়ে বসে প্রশাসন। হুগলির জেলার অন্যতম বড় পাইকারি বাজার শেওড়াফুলি হাট ও পাঁচুবাবুর বাজারে বিভিন্ন ফলের দোকানে অভিযান চালায় এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চের আধিকারিকরা। তার নেতৃত্বে ছিলেন এনফোর্সমেন্ট বিভাগের এসিপি চন্দ্রা বিশ্বাস ও ইনসপেক্টর বর্ণালী গঙ্গোপাধ্যায়। স্থানীয় সূত্রে খবর, শেওড়াফুলি পাইকারি বাজারে আনাজের পাশাপাশি আপেল, ন্যাসপাতি, কলা, তরমুজ, ডাব, নারকেল, কুল, শশার মতো ফল ও আখরোট, খেজুর, কাজু বাদাম-সহ বিভিন্ন ধরনের মরশুমি ও শুকনো ফল বিক্রি হয়। সেখানে হানা দিয়ে ইবি-র আধিকারিকরা ফলের দাম যাচাই করেন। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও কথা বলেন তাঁরা। পাইকারি বাজারের সঙ্গে খুচরো বাজারের দাম মিলিয়ে দেখেন। ইবি-র এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, পাইকারি ও খুচরো বাজারে ফলের দামের খুব বেশি হেরফের পাওয়া যায়নি। ফলে মোটের ওপরে সন্তুষ্ট তাঁরা। সাধারণ ব্যবসায়ীরা অবশ্য প্রশাসনের এই পদক্ষেপকে স্বাগতই জানিয়েছেন।

গাছের ডাল চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: ছাগলের জন্য গাছের পাতা আনতে গিয়ে গাছের ডাল চাপা পড়ে মৃত্যু এক শ্রমিকের। এমনই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে নদিয়ার হাঁসখালি থানার ময়ূরহাট ২ নং পঞ্চায়েতের বেনালি গ্রামে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গাছ কাটার সময় এক ব্যক্তি তাঁর ছাগলের জন্য গাছের নিচে পাতা আনতে গিয়ে ডাল চাপা পড়ে, পরবর্তীতে রক্তক্ষরণ হয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। জানা যায় মৃত ব্যক্তির নাম ঘটল মণ্ডল, বাড়ি নদিয়ার তেহট্ট ভিটেপাড়া গ্রামে। তিনি ওখানে ইটভাটা থেকে ইট নিয়ে এসেছিলেন ট্রাক্টরে করে। শ্রমিকের কাজের পাশাপাশি বাড়িতে গরু, ছাগল পুষে তাঁদের সংসার চলে। তাই ইট খালি করে বাড়ি ফেরার পথে গোরু, ছাগলের খাবারের জন্য গাছের পাতা নিতে গিয়েছিল এই শ্রমিক। স্থানীয় লোকজন তাড়াতাড়ি ওই শ্রমিককে বগুলা গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। গোটা ঘটনার তদন্তে হাঁসখালি থানার পুলিশ।

কৃষ্ণনগর মুখ্য ডাকঘরে ফের মেল মারফত বোমাতঙ্ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: বৃহস্পতিবারের পর ফের শুক্রবার নদিয়ার কৃষ্ণনগর মুখ্য ডাকঘরে মেল মারফত বোমাতঙ্ক। হুমকি মেল আসার পর খবর দেওয়া হয় কৃষ্ণনগর কোতোয়ালি থানায়। তড়িঘড়ি ছুটে আছে পুলিশ বাহিনী। গোটা পোস্ট অফিস খালি করে দেওয়া হয়। চলে চিরুনি তল্লাশি। মুখ্য ডাকঘরের ভেতর থেকে সমস্ত কর্মীকে বের করে গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। দূরদূরান্ত থেকে আসা সমস্ত গ্রাহককে বাইরে বের করে সন্দেহমূলক সমস্ত ব্যাগে চলে তল্লাশি। কৃষ্ণনগর মুখ্য ডাকঘরের বিভিন্ন ঘর, পার্সেল প্যাকেট, এমনকি জনবহুল জায়গাগুলোতে চলছে তল্লাশি। নদিয়ার সদর শহর কৃষ্ণনগর মুখ্য ডাকঘর চত্বরে সকলকে ইতিমধ্যে বাইরে বের করে দেওয়া হয়েছে। খালি করে দেওয়া হয়েছে পোস্ট অফিস চত্বর। সন্দেহজনক কিছু দেখলেই সাথে সাথে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। পোস্ট অফিসের সদর দরজা বন্ধ করে গোটা এলাকায় শুরু হয়েছে তল্লাশি।

গোঘাট আসন ধরে রাখতে চাপে বিজেপি, ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া শাসক শিবির তৃণমূলও

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগ মহকুমার রাজনৈতিক মানচিত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল গোঘাট বিধানসভা। কৃষিনির্ভর অর্থনীতি, তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসন এবং স্পষ্ট মেরুকরণের রাজনৈতিক সমীকরণ, সব মিলিয়ে ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে গোঘাট হতে চলেছে অন্যতম হাইভোল্টেজ কেন্দ্র। প্রশ্ন একটাই সাদা-সরল, কৃষিভিত্তিক এই অঞ্চলের ভোটাররা শেষ পর্যন্ত কার পক্ষে আশীর্বাদ দেবেন? গোঘাটে এবারের লড়াই কার্যত সরাসরি শাসক দল এবং প্রধান বিরোধী-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ। যদিও একসময় এই কেন্দ্র ছিল বামেদের শক্ত ঘাঁটি, কিন্তু সময়ের সঙ্গে পাল্টেছে রাজনৈতিক সমীকরণ। ২০১৬ সালে রাজ্যে পালাবদলের হাওয়ায় তৃণমূল জয়লাভ করলেও ২০২১-এ পাল্টা ঘুঁটি সাজিয়ে বিজেপি কেন্দ্রটি দখল করে নেয়। ২০২১ সালের নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী বিশ্বনাথ কারক পান ১,০২,২২৭ ভোট এবং প্রায় ৪,১৪৭ ভোটে জয়লাভ করেন। তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী তৃণমূলের মানস মজুমদার পান ৯৮, ০৮০ ভোট। সেই অঙ্ক অনুযায়ী বিজেপি এগিয়ে থাকলেও ব্যবধান খুব বেশি নয়। যা ২০২৬-এ ফলাফল বদলে দিতে পারে। গোঘাট তপশিলি জাতির জন্য সংরক্ষিত আসন। এখানে হিন্দু ভোটারের সংখ্যা তুলনামূলক বেশি, সংখ্যালঘু মুসলিম ভোটার কম। এই সামাজিক বিন্যাস বিজেপির পক্ষে কিছুটা সুবিধাজনক বলে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মত। পাশাপাশি, বাম শিবিরের একাংশ ভোট 'নষ্ট' না করে বিজেপিকে কৌশলগত সমর্থন করছে বলেও স্থানীয় রাজনৈতিক মহলে জোর চর্চা রয়েছে।

অন্যদিকে, তৃণমূল শিবিরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, দুর্নীতির অভিযোগ এবং পুরনো নেতৃত্বের নিষ্ক্রিয়তা দলকে কিছুটা ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। ফলে আপাতদৃষ্টিতে বিজেপি 'সেফ জোন'-এ রয়েছে বলেই মনে করা হচ্ছিল। তবে বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ততটা সরল নয়। স্থানীয় স্তরে অভিযোগ, বর্তমান বিজেপি বিধায়ক বিশ্বনাথ কারক এলাকায় তেমন সক্রিয় নন। নিচুতলার কর্মীদের একাংশ ইতিমধ্যেই নতুন মুখের দাবি তুলেছে দলের উচ্চ নেতৃত্বের কাছে। এমনকি সূত্রের খবর, পুরনো মুখকে পুনরায় টিকিট দেওয়া হলে দলের একাংশ নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াতেও পারে। এই অভ্যন্তরীণ অস্বস্তিই বিজেপির সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে। কারণ, সংরক্ষিত আসনে সংগঠনের ভিত মজবুত না থাকলে শুধু ভোট সমীকরণ দিয়ে জয় ধরে রাখা কঠিন। এই পরিস্থিতিতে তৃণমূল যদি দক্ষ, পরিচ্ছন্ন ভাবমূর্তির এবং গ্রহণযোগ্য কোনও প্রার্থীকে সামনে আনে, তাহলে লড়াই জমে উঠবে বলেই মত রাজনৈতিক মহলের। গোঘাটে স্থানীয় ইস্যু, কৃষকদের ন্যায্য দাম, সেচ সমস্যা, রাস্তা-পরিকাঠামো, কর্মসংস্থান এসব প্রশ্নে যদি জোরালো প্রচার গড়ে তোলা যায়, তাহলে ভোটের অঙ্কে বড় পরিবর্তন আসতে পারে। গোঘাট বিধানসভা এখন আর একপাক্ষিক নয়। এটি হয়ে উঠেছে মর্যাদার লড়াই। একদিকে বিজেপির 'দখল ধরে রাখার' চ্যালেঞ্জ, অন্যদিকে তৃণমূলের 'ঘর ফেরার' লড়াই। ২০২৬ সালের ভোটে এই কেন্দ্রের ফল শুধু একটি আসনের জয়-পরাজয় নির্ধারণ করবে না, বরং আরামবাগ মহকুমার বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তাও স্পষ্ট করে দেবে। ফলে এখন থেকেই গোঘাটে শুরু হয়ে গেছে কৌশল, সমীকরণ আর সম্ভাবনার অঙ্ক কষা। ভোটের দিন যত এগোবে, এই কেন্দ্রের উত্তাপ ততই বাড়বে, এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

জিতেনের দরজা বন্ধ, নরেনের জন্য পুষ্পবৃষ্টি চন্দ্র ডাঙা গ্রামে

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোগলা: 'কন হে গব্বর, কন হে বিরু'- আজ স্বচক্ষে প্রমাণ করলেন পাণ্ডুবেশ্বর বিধানসভার চন্দ্রডাঙা গ্রামের মানুষ। বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি ১৮ ফেব্রুয়ারি জনসংযোগে যেতেই দরজা বন্ধ করেছিল পাণ্ডুবেশ্বরের চন্দ্রডাঙা এলাকার মানুষ। কিন্তু তৃণমূল বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী এলাকায় যেতেই বাড়তি উৎসাহ এলাকার মানুষের মধ্যে। নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর সঙ্গে জনসংযোগে যোগ দিলেন গোটা এলাকার কয়েকশো মানুষ।

জেলা তৃণমূলের সভাপতি তথা বিধায়ক নরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী বলেন, 'যিনি খারাপ ব্যবহার করেছিলেন মানুষের সঙ্গে তিনি ফলও পেয়েছেন। কিন্তু আমি যতবারই আসি, ততবারই মানুষের ভালোবাসা পেয়েছি। আবার মানুষের আমন্ত্রণে আমি সাড়া দিয়েছি। আজও বহু মানুষের সমাগম হয়েছে। পুজো দিলাম। গোটা এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বললাম। অভাব অভিযোগের কথা শুনলাম। সকলেই অত্যন্ত খুশি।'

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প নিয়ে সাধারণ মানুষের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করেন বিধায়ক। অনেকেই নিজেদের ব্যক্তিগত সমস্যার কথাও তুলে ধরেন তাঁর সামনে। বিধায়ক আশ্বাস দেন, দ্রুত সংশ্লিষ্ট দপ্তরের সঙ্গে কথা বলে সমস্যার সমাধানের উদ্যোগ নেওয়া হবে। সব মিলিয়ে চন্দ্রডাঙা এলাকায় দুই রাজনৈতিক শিবিরের জনসংযোগ কর্মসূচিকে ঘিরে যে ভিন্ন প্রতিক্রিয়া দেখা গেল, তা আসন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে করছেন স্থানীয় রাজনৈতিক মহল।

আসন্ন ভোটে এককভাবে লড়বে কংগ্রেস। প্রার্থীর নাম ঘোষণা না হলেও, বীরভূমের সিউড়ির ১০ নম্বর ওয়ার্ডে দেওয়াল জুড়ে প্রতীক চিহ্ন আঁকছেন রাজ্য কংগ্রেসের সাংগঠনিক কমিটির ওয়ার্কিং প্রেসিডেন্ট সঞ্জয় অধিকারী।

ফর্ম নং আইএনসি- ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
এক রাজ্য থেকে অন্য রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস পরিবর্তনের জন্য সংবাদপত্রে প্রকাশক বিজ্ঞাপন
রিজিওনাল ডিরেক্টর ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপ ধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি আইনের (ইনকর্পোরেশন) রুলস এর রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
মেসার্স অপূর্ব রিয়েল এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড (CIN : U45209WB2000PTC091428) রেজিস্টার্ড অফিস : ২৪ আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০১ বিষয় সম্পর্কিত
..... আবেদনকারী
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **বৃহস্পতিবার ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''হরিয়ানা রাজ্যে''** রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নির্ধারণের জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধার ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে এমসিএ-২১ পোর্টাল **(www.mca.gov.in)** বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ করে বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে তার আপত্তি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ কোম্পানি রেজিস্ট্রার **কর্পোরেট ভবন, ৫ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫** ঠিকানায় এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নোটিশ প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে উপরে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
আবেদনকারীর পক্ষে
অপূর্ব রিয়েল এস্টেটস প্রাইভেট লিমিটেড
স্বা/-
অরুন কাপুর
ডিরেক্টর
তারিখ : ২৮.০২.২০২৬
স্থান : কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ (**ডিন :** ০০২৯৫৯১৬)

ফর্ম নং আইএনসি- ২৬
(২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ অধীনে)
কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন সমীপে
২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ১৩ এর উপধারা (৪) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি আইনের (ইনকর্পোরেশন) রুলস এর রুল ৩০ এর সাব রুল (৫) এর ক্লজ (এ) বিষয় সম্পর্কিত
এবং
বি. ডি. সারিস প্রাইভেট লিমিটেড (পূর্বতন আগরওয়াল অ্যালুমিনিয়ামস প্রাইভেট লিমিটেড) রেজিস্টার্ড অফিস : **২২, স্ট্র্যান্ড রোড, ৩য় তল, থানা স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০১ ভারত সম্পর্কিত**
..... **আবেদনকারী**
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **২৭.০২.২০২৬ তারিখে** কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য'' থেকে ''উত্তরপ্রদেশ রাজ্যে''** রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নির্ধারণের জন্য ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধার ১৩ অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
কোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের ফলে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে **এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)** বিনিয়োগকারীর অভিযোগের ফর্ম পূরণ করে বা হাতে হাতে বা রেজিস্টার্ড ডাকে তার আপত্তি হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে স্বার্থের ধরন এবং আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ **রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন বেঞ্চ, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং ৩এফ/১৬, এএ-৩এফ, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫** ঠিকানায় এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নোটিশ প্রকাশের চৌদ্দ দিনের মধ্যে এবং একটি কপি আবেদনকারী কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে নিম্নে উল্লিখিত ঠিকানায় পাঠাতে হবে :
২২, স্ট্র্যান্ড রোড, ৩য় তল, থানা স্ট্র্যান্ড রোড, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০০০১
আবেদনকারীর পক্ষে
বি. ডি. সারিস প্রাইভেট লিমিটেড
(পূর্বতন আগরওয়াল অ্যালুমিনিয়ামস প্রাইভেট লিমিটেড নামে পরিচিত)
স্থান : কলকাতা **(রবি আগরওয়াল) ডিরেক্টর**
তারিখ : ২৮.০২.২০২৬ **ডিন : ০০৮৯৪৯১১**

''ফর্ম নং ইউআরসি-২''
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)
১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে **'রোসমাউন্ট সেলস এলএলপি'** এক ব্যবসায়িক সংস্থা শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য ১৫ (পনেরো) দিন পর কিন্তু ৩০ (ত্রিশ) দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে :
ক) ক্রেতা, বিক্রেতা, ব্যবসায়ী, ব্যবসায়ী, আমদানিকারক, রপ্তানিকারক, ইন্ডেন্টার, দালাল, কমিশন এজেন্ট, পরিবেশক, মজুদদার, প্রতিনিধি এবং ডিলার হিসেবে সকল ধরণের পণ্য, পণ্য এবং সকল ধরণের পণ্যদ্রব্যের ব্যবসা পরিচালনা করা, যার মধ্যে রয়েছে কিন্তু সীমাবদ্ধ নয় শাড়ি, পোশাক সামগ্রী, তুলা, সিল্ক, উল, সুতা, সিন্থেটিক ফাইবার, তৈরি পোশাক, হস্তশিল্প এবং টেক্সটাইল পণ্য সহ সকল ধরণের টেক্সটাইল; কাঠ, কাঠ এবং কাঠের পণ্য; নকল অলংকার সহ রত্ন এবং অলংকার; প্লাস্টিক এবং প্লাস্টিক পণ্য, রাবার এবং রাবার পণ্য; চামড়া, চামড়ার পোশাক এবং তৈরি চামড়ার পণ্য; লোহা ও ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টিল, অ্যালুমিনিয়াম, লৌহঘটিত ও অলৌহঘটিত ধাতু, খনিজ ও ধাতব পণ্য; পাট ও পাটজাত পণ্য; খাদ্যশস্য, ডাল, মশলা, চা, কফি, চিনি, দুগ্ধজাত পণ্য, ভোজ্য ও অ-ভোজ্য তেল এবং কৃষি পণ্য; সাবান, ডিটারজেন্ট, প্রসাধনী, রাসায়নিক, সার, রঙ এবং শিল্প গ্যাস; সিমেন্ট, নির্মাণ সামগ্রী, নির্মাণ সামগ্রী এবং গৃহ সরঞ্জাম; কয়লা, কোক, কয়লা আলকাতরা, অভ্র এবং খনিজ পণ্য; কাগজ, প্যাকেজিং উপকরণ এবং স্টেশনারি; ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, যন্ত্রপাতি, সরঞ্জাম এবং হার্ডওয়্যার; বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক পণ্য এবং উপাদান, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার, সফ্টওয়্যার এবং ডেটা উপকরণ; অটোমোবাইল এবং অটোমোবাইল যন্ত্রাংশ; চিকিৎসা, অস্ত্রোপচার এবং ডায়াগনস্টিক সরঞ্জাম এবং ওষুধ; ভোগ্যপণ্য, ভোগ্যপণ্য, খেলনা, কৃষি পণ্য, শুকনো ফুল এবং সংশ্লিষ্ট পণ্য; এবং অন্যান্য সমস্ত পণ্য, জিনিসপত্র এবং পণ্যদ্রব্য, তা ভারতে হোক বা বিদেশে।
খ) বস্ত্র, পোশাক, চামড়াজাত পণ্য, প্লাস্টিক পণ্য, রাবার পণ্য, রাসায়নিক, সার, ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, যন্ত্রপাতি, নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য পণ্য, কৃষি পণ্য, খনিজ, ধাতু, বৈদ্যুতিক এবং ইলেকট্রনিক পণ্য, ভোগ্যপণ্য এবং কোম্পানির দ্বারা সুবিধাজনকভাবে তৈরি বা পরিচালনা করা যেতে পারে এমন অন্যান্য পণ্য সহ সকল ধরণের পণ্য ও উপকরণের নির্মাতা, প্রক্রিয়াজাতকারী, সংযোজনকারী, পরিশোধক, চাষী, খনি শ্রমিক, প্যাকার এবং উৎপাদকদের ব্যবসা পরিচালনা করা।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন ৮, গিরিশ চন্দ্র ঘোষ রোড পাতিপুকুর, কলকাতা - ৭০০০৪৮ অফিস ঠিকানায় কাজের দিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোন্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে লিখিত আকারে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড - ১২২০৫০ এর নিকট এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাত হবে।
রোসমাউন্ট সেলস এলএলপি এর পক্ষে
স্বা/-
সৌরভ সারোগি
তারিখ : ২৮.০২.২০২৬ (ডেজিগনেটেড পার্টনার)
স্থান : কলকাতা ডিপিআইএন : ০১৫৭২৯৫০

''ফর্ম নং ইউআরসি-২''
অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তি সম্পর্কিত নোটিশ এর বিজ্ঞাপন
(২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৭৪(বি) এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলসের রুল ৪(১) অনুযায়ী)
১. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ধারা ৩৬৬ এর উপ ধারা (২) অধীনে **'আনন্দিরাম হোল্ডিংস'** এক ব্যবসায়িক সংস্থা শেয়ার দ্বারা লিমিটেড কোম্পানি হিসেবে ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের অধ্যায় ২১ এর অংশ ১ অধীনে নথিভুক্তির জন্য পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পূর্বে রেজিস্ট্রার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করছে।
২. কোম্পানির মূল উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নোক্ত মতে
ক) আধিগ্রহন, গ্রাহকীকরণ, বিনিয়োগ, অধিগ্রহণ, মালিকানাধীন, ক্রয়, বিক্রয়, হস্তান্তর, দায়বদ্ধ ব্যবসায় নিযুক্ত বা অন্যভাবে শেয়ার, স্টক, ডিবেঞ্চার, ডিবেঞ্চার স্টক, বন্ড, ইউনিট, সিকিউরিটিজ, ডেরিভেটিভ, এবং অন্যান্য আর্থিক ব্যবস্থা লেনদেন ইস্যু বা নিশ্চিতকরণ কোম্পানি, কর্পোরেশণ, সরকার, বিধিবদ্ধ সংস্থা, কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাইরে।
খ) বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায় লেনদেন ডেরিভেটিভ ব্যবস্থা যা ভবিষ্যতে, বিকল্প, সোয়াপ, ফরোয়ার্ড, পার্থক্য চুক্তি, এবং অন্যান্য গঠনতান্ত্রিক আর্থিক পণ্য, লেনদেন কৃত স্বীকৃত বিনিময়ে বা কাউন্টার মার্কেট, প্রযোজ্য আইন এবং বিধি অধীন সাপেক্ষে।
৩. প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরান্ডাম অ্যান্ড আর্টিকেলস অব অ্যাসোসিয়েশন সিটি সেন্টার, অফিস ব্লক, ইউনিট নং CGSGG0214, ৩য় তল, মাটিগারা, শিলিগুড়ি ৭৩৪০১০ অফিস ঠিকানায় কাজের দিন সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ২ টার মধ্যে পর্যবেক্ষণ করা যাবে।
৪. এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে কোন্য ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট আবেদনের বিরোধিতা করতে চাইলে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে লিখিত আকারে রেজিস্ট্রার, সেন্ট্রাল রেজিস্ট্রেশন সেন্টার (সিআরসি), ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স (আইআইসিএ), প্লট নং ৬, ৭, ৮, সেক্টর ৫, আইএমটি মানেসর, জেলা গুরগাঁও (হরিয়ানা), পিন কোড - ১২২০৫০ এর নিকট এবং একটি কপি কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাত হবে।
আনন্দিরাম হোল্ডিংস এর পক্ষে
তারিখ : ২৮.০২.২০২৬ স্বা/-
স্থান : শিলিগুড়ি **সন্দীপ গয়াল**

বিক্রয়/ নিলাম নোটিশ
হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)
CIN : U15490UP2014PTC065749
রেজিস্টার্ড অফিস : সি-২৩, ৩য় তল, স্বস্তিক গার্ডেনিয়া শিবপুর বারাণসী ইউপি ২২১০০৩
ফ্যাক্টরি প্রেমিসেস : বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ - ৭৩৫১২১

কর্পোরেট ডেটর এর সম্পদ একলপ্তে ভিত্তিতে বিক্রয়
(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি কোড অধীনে দেউলিয়াগ্রস্ত)
আগ্রহ প্রকাশক আবেদন দাখিলের শেষ তারিখ (ইওআই) : ১৫ মার্চ ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে
বায়না জমা (ইএমডি) দাখিলের শেষ তারিখ : ২৮ মার্চ ২০২৬ বিকেল ৫টার মধ্যে
নিলামের তারিখ এবং সময় : ৩১ মার্চ ২০২৬ দুপুর ৩টা থেকে বিকেল ৫টার মধ্যে
(৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ)
এতদ্বারা সাধারণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেড (দেউলিয়াগ্রস্ত)** (কোম্পানি) এর সম্পদ লিকুইডেটর কর্তৃক প্রস্তাবিত (মহামান্য এনসিএলটি এলাহাবাদ বেঞ্চ কর্তৃক নিযুক্ত) ই-নিলাম মাধ্যমে নিম্নোক্ত টেবিলে বিস্তারিত মতে বিক্রির জন্য আগ্রহ প্রকাশক আবেদন আহ্বান করা হচ্ছে :-
কর্পোরেট ডেটরের সম্পদসমূহ একলপ্তে বিক্রির প্রস্তাব করা হচ্ছে ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩২(বি) অধীনে **''যেখানে যেমন আছে'', ''যেখানে যা আছে'', ''যে অবস্থায় আছে'' এবং ''কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত''** এবং সংশ্লিষ্ট প্রস্তাব কোনও প্রতিশ্রুতি বা নিশ্চিন্ততা ব্যতীতই বিক্রি করা হবে।
কোম্পানির সম্পদ একলপ্তে বিক্রি করা হবে ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম : **https://www.nesl.co.in** (অসীমায়িত ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে প্রতিটির ক্ষেত্রে) মাধ্যমে।

ক্রম নং	সম্পদের বিবরণ	সংরক্ষিত মূল্য (আইএনআর)	ইএমডি (আইএনআর)	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য (আইএনআর)
১	কর্পোরেট ডেটরের জমি ভবন এবং প্ল্যান্ট এবং মেশিনারি সম্পদ বিক্রি - অবস্থিত বাহাদুর কলোনি, তালমা, জলপাইগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ -৭৩৫১২১, ২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপসি বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিকুইডেশন প্রসেস), এর রেগুলেশন ৩২(বি) অনুযায়ী এক লপ্তে বিক্রি।	৬,২৫,০০,০০০ টাকা	৫০,০০,০০০ টাকা	৫,০০,০০০ টাকা

সাইট পরিদর্শন এবং পর্যবেক্ষণ : ১৭.০৩.২০২৬ থেকে ২৪.০৩.২০২৬ (সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত) (আগাম অনুমতি সাপেক্ষে)
১. আগ্রহী আবেদনকারীরা **https://www.nesl.co.in** এবং **https://hansrajagrofresh.com**-এ উপলব্ধ অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলামের দরপত্র ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, দরদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সম্পূর্ণ **ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি** দেখতে পারেন।
২. লিকুইডেটরের যেকোনো সময় ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ বা বাতিল, সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন ইত্যাদি করার অধিকার রয়েছে। কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনো দরপত্র প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার রয়েছে।
৩. বিক্রয়ের জন্য সংরক্ষিত মূল্য সমস্ত প্রযোজ্য কর এবং শুল্ক ব্যতীত থাকবে এবং সফল দরদাতাকে প্রযোজ্য সমস্ত কর এবং শুল্ক বহন করতে হবে। এটি স্পষ্ট করা হচ্ছে যে কর্পোরেট ঋণগ্রহীতার উপর কোনও হার বা অন্যান্য কর প্রযোজ্য হবে না বা বহন করা হবে না।
৪. নথি জমা দেওয়ার শেষ তারিখ **১৫.০৩.২০২৬ এবং ই-নিলাম ৩১.০৩.২০২৬ তারিখে দুপুর ৩টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।**
৫. সম্ভাব্য দরদাতাদের ইওআই-এর সাথে একটি অঙ্গীকারপত্র জমা দিতে হবে যে তারা প্রযোজ্য পরিমাণে কোডের ধারা ২৯এ এর অধীনে কোনও অযোগ্যতার শিকার নন এবং উল্লেখ করতে পারেন যে যদি কোনও পর্যায়ে অযোগ্য প্রমাণিত হয়, তাহলে তাদের জমা করা জামানত বাজেয়াপ্ত করা হবে।
স্বা/-
দেব ব্রত রানা
লিকুইডেটর : হংসরাজ অ্যাগ্রোফ্রেস প্রাইভেট লিমিটেডের বিষয়ে
রেজিস্ট্রেশন নং : IBBI/IPA-001/IP-P-02567/2021-2022/13936
লিকুইডেটরের ঠিকানা : শপ নং ৫, বি এস এম তিরাহা, রুরকি
তারিখ : ২৮.০২.২০২৬ হরি সিং মার্কেট, হরদ্বোয়ার, উত্তরাখণ্ড- ২৪৭৬৬৭
স্থান : রুরকি **ইমেল :** cirp.hapl@gmail.com **মোবাইল :** ৭৫৩৫৮২৮৬৭৩

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
Securities and Exchange Board of India
অর্ডার পাস হওয়ার নোটিশ
বিএসই -তে ইন-লিকুইড স্টক অপশনস লেনদেন সংক্রান্ত বিষয়ে রমেশ কুমার দেওসারিয়ার বিপক্ষে ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে একটি আদেশ নং Order/JS/YK/2025-26/31975 পাস করা হয়েছে।
নিচে উল্লিখিত সারণীতে বর্ণিত এনটিটির শেষ পরিচিত ঠিকানায় আদেশটি পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হয়নি।

এনটিটির নাম	এনটিটির প্যান	এনটিটির ঠিকানা
রমেশ কুমার দেওসারিয়া	AIBPD5871D	পরিতোষ কোং, পি-১০, নিউ হাওড়া ব্রিজ, অ্যাপ্রোচ রোড দোকান নং ২, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০০০১।

উপরোক্ত এনটিটিকে সেবি -র এনকোয়ারি অ্যান্ড অ্যাডজুডিকেশন ডিপার্টমেন্ট- ২, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া, সেবি ভবন II, প্লট সি-৭, 'জি' ব্লক, বান্দ্রা কুরলা কমপ্লেক্স, বান্দ্রা (ইস্ট), মুম্বাই - ৪০০০৫১ থেকে আদেশটি সংগ্রহ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। এনটিটিকে সেবি-র অফিসিয়াল ওয়েবসাইট (www.sebi.gov.in) থেকে "Enforcement >> Orders" শীর্ষক বিভাগের অধীনে আদেশের একটি অনুলিপি ডাউনলোড করার অথবা jais@sebi.gov.in/yashk@sebi.gov.in ইমেল আইডিতে অনুরোধ পাঠিয়ে আদেশের অনুলিপি সংগ্রহ করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।
তারিখ: ২০.০২.২০২৬ **জয় সেবাস্টিয়ান**
স্থান- মুম্বাই CBC 15204/11/0249/2526 চিফ জেনারেল ম্যানেজার

ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র
অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ, কলকাতা
৩ এন.এস. রোড, ম্যাকলিয়ড হাউস, কলকাতা - ৭০০০০১,
ইমেল আইডি : bom1458@mahabank.co.in/ brmgr1458@mahabank.co.in
[রুল - ৮(১)] দখল নোটিশ
যেহেতু, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা জোন, অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার (১২) উপধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে **২৭.১১.২০২৫** তারিখে ঋণগ্রহীতা **মেসার্স হীরন এন্টারপ্রাইজ** এবং এর স্বত্বাধিকারী **শ্রীমতী মেনকা হালদার** এবং জামিনদাতা শ্রী অশোক হালদার নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩১,৭৩,১৬৫ টাকা (একত্রিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার একশ পঁয়ষট্টি টাকা) টাকা** ২৮.১১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে অধার্য সুদ প্রযোজ্য হারে মাস অন্তর অন্যান্য চার্জ সহ ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) ধারা এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেসট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬** তারিখে নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র,** নিকট বকেয়া **৩১,৭৩,১৬৫ টাকা (একত্রিশ লাখ তিয়াত্তর হাজার একশ পঁয়ষট্টি টাকা) টাকা** ২৮.১১.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে অধার্য সুদ প্রযোজ্য হারে মাস অন্তর।
ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত একতলা বাণিজ্যিক ভবন -গ্রাম রায়নগর, দক্ষিণ বারাসত, থানা জয়নগর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৭২, দাগ নং ৮১৮ , খতিয়ান নং ৩৭৩৭, জেএল নং ০৪৯, মৌজা - রায়নগর, পরিমাপ ২২৮৭ বর্গফুট বিক্রয় দলিল নং ১৬২০০৪৬০৩, তারিখ ২৬ নভেম্বর ২০২১। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** ১৮ ফুট চওড়া পিডব্লুডি রোড। **পূর্বে :** ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** তপতী পুরকাইত এর জমি। **দক্ষিণে :** বাবলু নস্কর এর জমি।
তারিখ : ২৬.০২.২০২৬, স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্র, কলকাতা

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক
৩য় এবং ৪র্থ তল
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস
কলকাতা - ৭০০০০১
পরিশিষ্ট ৪ রুল ৮(১)
দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)
যেহেতু
নিম্নস্বাক্ষরকারী অনুমোদিত অফিসার ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক, ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা অধীন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে **২৩.১২.২০২৫** তারিখে **মেসার্স ফার্মা ট্রেডার্স** (ঋণগ্রহীতা) **শ্রী সান্তনু রায়** (স্বত্বাধিকারী/জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) **শ্রী অমল কুমার রায়** (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) **শ্রীমতী শেফালি রায়** (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) এবং **শ্রীমতী পাপিয়া রায়** (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) ১৮এ, পূর্বাচল বিধান লেন, পো - গরফা, থানা - হালতু, কলকাতা - ৭০০০৭৮ কসবা শাখা নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৬,৭২,৮৬, ০৯০.০০ টাকা (ছয় কোটি বাহাত্তর লাখ ছিয়াশি হাজার নব্বই টাকা)** নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতা বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা এবং উক্ত রুলসের রুল ৮ এবং ৯ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির দখল করেছেন **২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক নিকট বকেয়া **৬,৯১,৪৯,৮৮৩.০০ টাকা (ছয় কোটি একানব্বই লাখ উনপঞ্চাশ হাজার আটশ তিরাশি টাকা) ২৬.০২.২০২৬ অনুযায়ী** এবং পরবর্তী সুদ সহ। এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে সারফেসি আইনের ১৩(৮) ধারা এবং রুল সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায়দান সাপেক্ষে জামিনদত্ত সম্পদ উদ্ধার করতে পারেন।
স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
বন্ধকদত্ত সম্পদসমূহ :

স্বত্বাধিকারী	জমির এরিয়া	দলিলের বিস্তারিত
১. শ্রীমতি শেফালী রায়	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা কমবেশি ১০ ফুট সকলের ব্যবহারের চলার পথ সহ ভোগ দখলের অধিকার মৌজা : কামরাবাদ, জেএল নং ৪১, আরএস নং ২, তৌজি নং ১০৯, সিএস খতিয়ান নং ১২০৯, সিএস দাগ নং ৩৪৭৪, হাল খতিয়ান নং ১৪১২, আরএস দাগ নং ৩৫৬৮, ওয়ার্ড নং ৪, রাজপুর সোনারপুর পুরসভা, থানা : সোনারপুর, পব- ৭০০১৫০, সম্পত্তি শেফালী রায় এর নামে (বিক্রয় দলিল নং ৪৭১৬-২০০২ সালের যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিশ এডিএসআর সোনারপুর নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭৭, ২৭১ থেকে ২৭৯)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট এইচ। **দক্ষিণে :** প্লট জে। **পূর্বে :** অংশ দাগ নং ৩৫৬৪। **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	দলিল নং আই-৪৭১৬ -২০০২ সালের
২. শ্রী শান্তনু রায়	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি জমি পরিমাপ এরিয়া ৩ কাঠা ৪৩ বর্গফুট কমবেশি মৌজা : কামরাবাদ, জেএল নং ৪১, আরএস নং ২, তৌজি নং ১০৯, সিএস খতিয়ান নং ১২০৯, হাল খতিয়ান নং ১৪১২, ৩৫৬৪, খাদা খতিয়ান -২২১৭, ২২১৮, ২৩৫৯,সিএস দাগ নং ৩৪৭৪, হাল দাগ নং ৩৫৬৪, প্লট নং জি, এলআর খতিয়ান নং ১৪৫২২, এলআর দাগ নং ৩৫৬৮, ওয়ার্ড নং ৪ রাজপুর সোনারপুর পুরসভা অধীন, থানা : সোনারপুর, পব -৭০০১৫০, সম্পত্তি শান্তনু রায় (বিক্রয় দলিল নং ৪৭১৪-২০০২ যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর সোনারপুর নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ৭৭, পৃষ্ঠা ২৫২ থেকে ২৬০)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট আই। **দক্ষিণে :** প্লট কে। **পূর্বে :** দাগ নং ৩৫৬৪। **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	দলিল নং আই-৪৭১৪ -২০০২ সালের
৩. পাপিয়া রায়	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ খালি বাস্তু জমি পরিমাপ কমবেশি ২ কাঠা ০১ ছটাক ২৩ বর্গফুট চিহ্নিত প্লট এফ হিসেবে, - ৩৭.৬৬ শতক জমি থেকে এবং ১০ ফুট চওড়া সকলের ব্যবহারের চলার পথ সহ এবং সুবিধা এবং পরিষেবা সহ অবস্থিত মৌজা- কামরাবাদ, জেএল নং ৪১,আরএস খতিয়ান নং ১৪১২, ২২১৭, ২২১৮, ২৩৫৯, সিএস খতিয়ান নং ১২০৯, এলআর খতিয়ান নং ৬৭৮৭, আরএস দাগ নং ৩৫৬৪, এলআর দাগ নং ৩৫৬৮,রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, নতুন দিয়ারা রোড,কলকাতা - ৭০০১৫০, থানা - সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এডিএসআর গড়িয়া,সম্পত্তি পাপিয়া রায় এর নামে, (দান দলিল নং ১৬০৪০৭৭৬০-২০২১, সালের যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর-৪, নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৬০৪-২০২১, পৃষ্ঠা ৩৪০৭৪৩ থেকে ৩৪০৭৬২)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট ই। **দক্ষিণে :** জমি এলআর দাগ নং ৩৫৬৮। **পূর্বে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** জমি এলআর দাগ নং ৩৫৬৮।	দান দলিল নং ১৬০৪০৭৭৬০ - ২০২১ সালের
৪. অমল কুমার রায়	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ , অবস্থিত মৌজা - গরফা ডাক পূর্বাচল, জেএল নং ১৯, আরএস নং ২, সিএস খতিয়ান নং ৪৭২, সিএস দাগ নং ১৪৬১, আরএস খতিয়ান নং ১১৩২, আরএস দাগ নং ১৭৬১/২৪৩১, স্থানীয় কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১০৬ অধীন, সংলগ্ন ১৮ বিধান লেন, অ্যাসেসি নং ৩১১০৬১৬০৯১৯৬, প্রেমিসেস নং ৯১৯,পূর্বাচল মেন রোড, তৌজি নং ১২, ১৩, ১০, থানা : টালিগঞ্জ বর্তমানে কসবা, পরগনা : খাসপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সাব রেজিস্ট্রি অফিস শিয়ালদহ, স্বত্বাধিকারী শ্রী অমল কুমার রায় (বিক্রয় দলিল নং ২৯০৩ -১৯৯৩ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস ডিএসআর আলিপুর)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** জমি দাগ নং ১৭৬৩। **দক্ষিণে :** জমি দাগ নং ১৭৬১/২৪৩০ (ভবন সম্পত্তি)। **পূর্বে :** জমি দাগ নং ১৭৬১। **পশ্চিমে :** ১০ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং জমি দাগ নং ১৭৫২ এবং ১৫ ফুট চওড়া পূর্বাচল পার্ক রোড।	বিক্রয় দলিল নং ২৯০৩ - ১৯৯৩ সালের
৫. অমল কুমার রায়	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৩ কাঠা কমবেশি চিহ্নিত প্লট ৪ হিসেবে এবং ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং অন্যান্য সুবিধা পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ মৌজা - কামরাবাদ, জেএল নং ৪১, আরএস নং ২, ২২৬, ২২৭, তৌজি নং ১০৯, হাল খতিয়ান নং ১৪১২, খণ্ড খতিয়ান নং ২২১৮,হাল দাগ নং ৩৫৬৪, রাজপুর সোনারপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ৪ অধীন, থানা : সোনারপুর, পব - ৭০০১৫০, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, স্বত্বাধিকারী অমল কুমার রায়। (বিক্রয় দলিলনং ০০৮২১-২০০৯ সালের,যথাযথভাবে রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর -সোনারপুর এবং নথিভুক্ত বুক নং ১, সিডি ভল্যুম নং ৩, পৃষ্ঠা ১৭০৮ থেকে ১৭২০)। **সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে :** প্লট নং ৩। **দক্ষিণে :** প্লট নং ৫। **পূর্বে :** ১২ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ। **পশ্চিমে :** আরএস দাগ নং ৩৫৬৬।	বিক্রয় দলিল নং ০০৮২১ - ২০০৯ সালের

তারিখ : ২৬.০২.২০২৬ স্বা/-
স্থান : কলকাতা অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

মালদা কলেজ চত্বরে বহিরাগতদের তাণ্ডব, তছনছ কলেজ উদ্যান, ভাঙা হল বসার জায়গা

পুলিশ-প্রশাসনের দ্বারস্থ অধ্যক্ষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: কলেজ চত্বরে বহিরাগতদের উৎপাতের অভিযোগ পুলিশ সুপারকে জানিয়েছিলেন মালদা কলেজ কর্তৃপক্ষ। আর এই ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই একদল বহিরাগতেরা গভীর রাতে মালদা কলেজ চত্বরের বিভিন্ন অংশে চারা গাছ উপড়ে ফেললো বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট কলেজের উদ্যান চত্বরে ভাঙা হলো কয়েকটি বসার জায়গাও। বৃহস্পতিবার গভীর রাতে এই ঘটনার পর শুক্রবার সকাল থেকে কার্যত নতুন করে আতঙ্ক ছড়িয়েছে মালদা কলেজের একাংশ পড়ুয়া থেকে শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মীদের মধ্যেই। এদিন বিষয়টি জানতে পেরেই সংশ্লিষ্ট কলেজের প্রিন্সিপাল মানস বৈদ্য আবারও ইংরেজবাজায় থানার লিখিত অভিযোগ জানানোর পাশাপাশি পুলিশ সুপারকে ফোন করে বিষয়টি জানিয়েছেন। সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, আশেপাশের একদল নেশাগ্রস্তরাই এদিন গভীর রাতে কলেজের ফাঁকা সীমানা দিয়ে ভেতরে ঢুকেই উদ্যান চত্বরে এই ঘটনা ঘটিয়েছে। যেহেতু এই কলেজে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মী নেই। তার ফলেই সন্ধ্যা নামতেই বহিরাগতদের নেশার আড্ডা বাড়ছে। তারাই এদিন এভাবেই কলেজ চত্বরে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে।

মালদার পুলিশ সুপার অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই কলেজের সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে এই ঘটনা সঙ্গে যুক্ত কারা রয়েছে তাদের সন্ধান চালানো হচ্ছে। উল্লেখ্য, গৌড়বঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত রয়েছে মালদা কলেজ। কলেজে প্রায় ছয় হাজার ছাত্রছাত্রী রয়েছেন। ১৫ একর জমিতে ইংরেজবাজার শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত এই মালদা কলেজ। আন্ডার গ্রেজুয়েট ও পোস্ট গ্রেজুয়েট মিলিয়ে প্রায় ২১টি বিভাগ রয়েছে। কলেজের ভেতরে রয়েছে হোস্টেল। যেমন রয়েছে পুরুষ হোস্টেল তেমনি রয়েছে মহিলা হোস্টেল। পৃথক দুটি হোস্টেলে ছাত্র-ছাত্রী মিলিয়ে প্রায় ১৭২ জন আবাসিক থাকে। কলেজের প্রবেশ করার জন্য মোট তিনটি গেট রয়েছে। কলেজের একাংশের উন্মুক্ত সীমানা পাঁচিল এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা কর্মীর অভাবের কারণে সন্ধ্যায় নামতেই যখন তখন বহিরাগতরা অনুপ্রবেশ করে বলে অভিযোগ। এরফলেই বিঘ্নিত হচ্ছে কলেজের ছাত্র-ছাত্রী অধ্যাপকদের নিরাপত্তা। কলেজে মোট তিনজন নিরাপত্তা রক্ষী থাকেন। এর মধ্যে দুটি গেটে দুজন ও মহিলা হোস্টেলে একজন। কিন্তু তা পর্যাপ্ত নয়। বাধ্য হয়ে জেলার পুলিশ সুপারের কাছে লিখিতভাবে নিরাপত্তা চেয়ে আবেদন করেছেন কলেজের অধ্যক্ষ মানস বৈদ্য। গত বুধবার কলেজ কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে পুলিশ সুপারের কাছে এই আবেদন জানানো হয়। আর তার ঠিক ২৪ ঘণ্টা পর বৃহস্পতিবার গভীর রাতেই একদল বহিরাগতেরা পাল্টা কলেজ ক্যাম্পাসের উদ্যান এলাকায় ঢুকে তাণ্ডব চালায় বলে অভিযোগ। যদিও গভীর রাতে বহিরাগতদের কলেজে এমন তাণ্ডব চালানোর বিষয়ে আঁচ করতে পারে নি হোস্টেলে থাকা পড়ুয়ারা। মহিলা হোস্টেলের প্রথম ও দ্বিতীয় সেমিস্টারের ছাত্রী সংগীতা দাস, অনন্যা চক্রবর্তী বলেন, কলেজ ক্যাম্পাসের উদ্যান এলাকাটি হোস্টেল থেকে কয়েকশো মিটার দূরে। ফলে রাতে তেমন আওয়াজ পাওয়া যায় নি। যদিও বা কোনও আওয়াজ পাওয়া যেত, আতঙ্কের পরিবেশে হোস্টেলের ঘর থেকে কে বেড়ানোর সাহস দেখাতো। কারণ এই কলেজে কোনও নিরাপত্তারক্ষী নেই। এমনকি সিসি ক্যামেরাও পর্যাপ্ত পথবাতির অভাব রয়েছে।

মালদা কলেজের প্রিন্সিপাল মানস বৈদ্য জানিয়েছেন, নিরাপত্তা অভাব বোধ করেই পুলিশ সুপারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। আর তারপরেই এদিন সকালে কলেজ এসে জানতে পারি বহিরাগতেরা উদ্যান চত্বরে তাণ্ডব চালিয়েছে। এতেই আবারও আতঙ্ক ছড়িয়েছে। বিষয়টি ইতিমধ্যেই পুলিশ সুপারকে জানানোর পাশাপাশি ইংরেজবাজার থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, ওই কলেজের যেসব চত্বরে সিসি ক্যামেরা রয়েছে সেগুলো অবশ্যই তদারকি করে দেখা হচ্ছে।

জামালপুরে বালি উত্তোলনের নামে প্রকৃতি ধ্বংসের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত দামোদর নদের জামুদহ (জামদো) মৌজায় এক চাঞ্চল্যকর বেআইনি বালি উত্তোলনের অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নির্দিষ্ট এলাকা বালি তোলার জন্য নির্ধারণ করে দেওয়া হলেও, অভিযোগ উঠেছে যে জনৈক ইজারাদার সিন্ডিকেট সেই শর্তের তোয়াক্কা করছে না। নির্ধারিত সীমানা অতিক্রম করে প্রায় ১০০ একর এলাকা জুড়ে অবৈজ্ঞানিক ও অবৈধভাবে বালি খনন চালানো হচ্ছে বলে দাবি করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা ও পার্শ্ববর্তী ইজারাদাররা। বর্তমানে জামদো মৌজা ছাড়িয়ে এই বালি কারবারিদের দল কয়েক কিলোমিটার দূরে চক্ষণজাদি মৌজায় পৌঁছে গিয়েছে। সেখানে নদের বুকে রীতিমত বিনা অনুমতিতে দু-তিনটি মেসিন নামিয়ে, নৌকা করে বালি তুলে শতাধিক ট্রাকে বালি বোঝাই করে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে। ফলে যে পরিমাণ ই-চালান সংশ্লিষ্ট দপ্তর থেকে ইস্যু করা হচ্ছে বালি তোলা ও পরিবহনের জন্য, সেই চালান কয়েকদিনেই শেষ হয়ে যাচ্ছে। অনেকেরই অভিযোগ, এই বেআইনি বালি কারবারিদের সঙ্গে পুলিশ ও প্রশাসনের একাংশের অসাধু সমঝোতা থাকতে পারে বলে অনুমান এলাকাবাসীর। এর ফলে নদের গতিপথ পরিবর্তন ও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার প্রবল আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। অভিযোগের তির মূলত একটি শক্তিশালী সিন্ডিকেটের দিকে, যারা দামোদর নদকে কার্যত ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত করেছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, এই বেআইনি কারবারের নেপথ্যে শাসক দলের এক প্রভাবশালী স্থানীয় নেতার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদত রয়েছে। দিনের আলোয় প্রকাশ্যেই বিশাল এলাকা জুড়ে বালি কেটে সাফ করে দেওয়া হলেও জামালপুর ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর এবং স্থানীয় পুলিশ প্রশাসন কোনও ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। প্রশাসনের এই নীরবতাকে কেন্দ্র করে জনমনে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে এবং দপ্তরের ভূমিকা নিয়ে একাধিক প্রশ্ন উঠছে। বর্তমানে বিষয়টি অত্যন্ত উদ্বেগজনক পর্যায়ে পৌঁছেছে কারণ বেআইনি বালি পাচারের ফলে সরকারের রাজস্ব ক্ষতির পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে আসছে। যদিও অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি, তবে গোটা বিষয়টি এখন তদন্তাধীন বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয়দের দাবি, অবিলম্বে ড্রোন সার্ভে করে অবৈধ খনন চিহ্নিত করা হোক এবং দোষীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করুক প্রশাসন। পরিস্থিতির ভয়াবহতা বিচার করে দ্রুত হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন সচেতন নাগরিক সমাজ।

ভূমিকম্পে কাঁপল উত্তর ২৪ পরগনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: উত্তর ২৪ পরগনার জেলার বিভিন্ন স্থানে কমবেশি ভূমিকম্পের অনুভূতি হল শুক্রবার। স্কুল, অফিস আদালতের ভূমিকম্পের আতঙ্কে ছাত্রীরা থেকে কর্মীরা বাইরে বেড়িয়ে আসেন। এদিন বেলা একটা বাইশ মিনিটে, উত্তর ২৪ পরগনা -সহ গোটা এলাকা ভূমিকম্পে কেঁপে উঠে। রিক্টার স্কেলে ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৯। মিনাখাঁর মালঞ্চ এলাকার ঘটনা ভূমিকম্পে ভেঙে পড়ল বাড়ি পাশাপাশি বিভিন্ন জায়গায় স্কুল থেকে শুরু করে মসজিদ ও বিভিন্ন বাড়ি, ঘর বিশাল আকারের ফাটল ধরতে দেখা গেছে এখনো পর্যন্ত কোনো হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি।

ব্রিজের শিলান্যাস, উপকৃত হবেন হাজার-হাজার মানুষ

নিজস্ব প্রতিবেদন, দেগঙ্গা: মানুষের চাহিদাকে প্রাধান্য দিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে বাংলা জুড়ে উন্নয়নের কাজ চলছে। সেই ধারা মেনেই ভেঙে পড়া ব্রিজের পুনঃনির্মাণের সূচনার শিলান্যাস হল বৃহস্পতিবার। শিলান্যাস করলেন দেগঙ্গা ১ নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি আনিসুর রহমান ওরফে বিদেশ। এই প্রসঙ্গে বিদেশ জানান, 'দেগঙ্গা ব্লকের চৌরাশি পঞ্চায়েতের চৌরাশি মল্লিক পাড়া এলাকা পদ্মা খালের উপর ভেঙে পড়েছিল সেতু। যাতায়াতের সমস্যা হচ্ছিল বাদুড়িয়া ও দেগঙ্গা দুই ব্লকের হাজার হাজার মানুষে। বাঁশের সাঁকো দিয়ে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করছিলেন তাঁরা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে অবশেষে দেগঙ্গা পঞ্চায়েত সমিতি ও চৌরাশি পঞ্চায়েতের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ১৩ লাখ টাকা ব্যয়ে নতুন সেতুর শিলান্যাস করা হল। কাজা শেষ হলে হাজার হাজার মানুষের যাতায়াত সমস্যার সমাধান হবে।' সেতুর শিলান্যাস হতেই এলাকায় খুশির হাওয়া। তারা ধন্যবাদ জানিয়েছে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ও পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতিকে।

স্ত্রীকে কোপ ধৃত স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, গোপালনগর: স্ত্রীকে কোপানোর ঘটনায় গ্রেপ্তার হলেন মূল অভিযুক্ত স্বামী। বুধবার সকালে গোপালনগর থানার বেলতা ব্রিজের ওপর নিজের স্ত্রীকে কোপানোর অভিযোগ ওঠে স্বামীর বিরুদ্ধে। ঘটনার পর থেকেই পলাতক ছিলেন অভিযুক্ত স্বামী সুকদেব সিকদার। অবশেষে অভিযুক্ত সুকদেব সিকদারকে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার করে গোপালনগর থানার পুলিশ। অভিযুক্ত সুকদেব সিকদারকে শুক্রবার বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে গোপালনগর থানার পুলিশ।

রাজ্য বার কাউন্সিল নির্বাচনের প্রচারে দুর্গাপুরে মন্ত্রী মলয় ঘটক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: রাজ্য বার কাউন্সিল নির্বাচনের প্রচারে শিল্পাঞ্চল দুর্গাপুর-এ এলেন রাজ্যের আইন, বিচার ও শ্রম মন্ত্রী মলয় ঘটক। শুক্রবার তিনি দুর্গাপুর মহকুমা আদালত প্রাঙ্গণে বার অ্যাসোসিয়েশনে উপস্থিত হয়ে ওয়েস্টবেঙ্গল বার কাউন্সিল নির্বাচনের প্রচার করেন। আগামী ৯ ও ১০ মার্চ দু'দিন ধরে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। সেই উপলক্ষে আইনজীবীদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন মন্ত্রী এবং তৃণমূলপন্থী প্রার্থীদের সমর্থনে ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান।

প্রচার সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ঘুরে ঘুরে আইনজীবীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে এবং সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করার বার্তা দেওয়া হচ্ছে। দুর্গাপুর বার অ্যাসোসিয়েশনের আমন্ত্রণেই আমি এই কর্মসূচিতে অংশ নি।' মন্ত্রী আরও বলেন, 'বার কাউন্সিল নির্বাচন শুধু একটি সাংগঠনিক প্রক্রিয়া নয়, এটি আইনজীবীদের অধিকার ও স্বার্থ রক্ষার ক্ষেত্রেও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।' এদিন তিনি দুর্গাপুর মহকুমার নতুন আদালত ভবনে আইনজীবীদের বসার জায়গা সংক্রান্ত সমস্যার বিষয়টি উল্লেখ করেন এবং আশ্বাস দেন যে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে। আদালত চত্বরে পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও প্রয়োজনীয় সুবিধা বৃদ্ধির ব্যাপারে ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়ার কথাও জানান তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে আসে, রাজ্য সরকার আইনজীবীদের পাশে রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও তাদের কাজের পরিবেশ উন্নত করতে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। নির্বাচনের আগে এই প্রচারপর্ব আইনজীবী মহলে যথেষ্ট সাড়া ফেলেছে বলে জানা গেছে।

প্রথম পর্যায়ে ভোটার লিস্ট প্রকাশের আগে সর্বদলীয় বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর: প্রথম পর্যায়ে ভোটার লিস্ট প্রকাশ হতে চলেছে শনিবার। তার আগে রাজ্যের প্রতিটি প্রান্তে সর্বদলীয় বৈঠক। দুর্গাপুরের মহকুমা শাসক দপ্তরেও মহকুমা শাসকের উপস্থিতিতে বৈঠক। তৃণমূলের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বিজেপির পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলা সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত, সিপিএমের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন জেলা কমিটির সদস্য সিদ্ধার্থ বসু প্রমুখ। তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি উত্তম মুখোপাধ্যায় বলেন, 'বহু মানুষের নাম বাদ যাবে। তাদের সমস্যার মুখে পড়তে হবে। তবে আমাদের কোনও চাপের বিষয় নেই। মানুষের আবেগে আছে মা মাটি মানুষ।' অন্যদিকে জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অভিজিৎ দত্ত বলেন, 'রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যাচ্ছে একজন বাবার ৪০টা ছেলে কোথাও দেখা যাচ্ছে বয়সে পার্থক্য মাত্র ৩, ৪ মাসের। সেই জন্য এখন আদালতকে পর্যন্ত হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

রঘুনাথগঞ্জ শাখা
রঘুনাথগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড
রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ
পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২ ২২৫

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট - IV-A [দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং ৯(১)]

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্দারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে", "যেমন অবস্থায় আছে" ভিত্তিতে** ২৫.০৩.২০২৬ বিক্রি করা হবে **ইন্ডিয়ান ব্যাংক (সুরক্ষিত পাওনাদার)** কর্তৃক নিম্নে বর্ণিত সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ) এর কাছ থেকে বকেয়া আদায়ের জন্য।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির নির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল :

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) ১. ঋণগ্রহীতা তথা বন্ধকদাতা : **শ্রীমতি সঞ্জু রায়,** স্বামী নিখিল চন্দ্র রায় গ্রাম এবং পো : সম্মতিনগর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২১৩। ২. জামিনদাতা : শ্রী নিখিল চন্দ্র রায়, পিতা সুরেশ চন্দ্র রায়, গ্রাম এবং পো : সম্মতিনগর, রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২২১৩। খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৪.২৫ ডেসিমেল এবং তদস্থিত ভবন, **সম্পত্তি শ্রীমতি সঞ্জু রায়** এর নামে উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১১৬, তারিখ ০৭.০১.১৯৯৭, মৌজা- শ্রীকান্তবাটী, থানা : রঘুনাথগঞ্জ, আরএস খতিয়ান নং ৪২৮১, জেএল নং ১১৪, প্লট নং ৪৭৪,৪৭৫, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : মেটাল রোড। দক্ষিণে : দিলীপ সাহা এর সম্পত্তি। পূর্বে : অখিল সাহা এর সম্পত্তি। পশ্চিমে : বিশ্বনাথ সাহা এর সম্পত্তি।	৪৭,৪৩,০৮৯.০০ টাকা (সাতচল্লিশ লাখ তেতাল্লিশ হাজার উননব্বই টাকা) ২৬.০২.২০২৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য খরচ সহ	ক) ৩৭.৮৪ লাখ টাকা (*) (সাঁয়ত্রিশ লাখ চুরাশি হাজার টাকা) খ) ৩.৭৮৪ লাখ টাকা (তিন লাখ আটাত্তর হাজার চারশ টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30076363600 ঙ) ব্যাঙ্কের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত
২	ক) ১. মেসার্স মা অম্বিকা কনস্ট্রাকশন (ঋণগ্রহীতা) গ্রাম : কাঠেরপাড়া, পো : আহেরীপাড়া, থানা সাগরদিঘি,জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন- ৭৪২১০৩। ২. শ্রী সৌমেন বিশ্বাস (সহ ঋণগ্রহীতা তথা অংশীদার) পিতা শিবনাথ বিশ্বাস, নং ২৮, গঙ্গাধর কবিরাজ লেন,পো খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১০৩। ৩. শ্রী রাকেশ সরকার (সহ ঋণগ্রহীতা তথা অংশীদার) পিতা রঞ্জিত সরকার, নং ৬২/১, কুমার দুর্গানাথ লেন, সৈদাবাদ, পো খাগড়া, থানা বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন ৭৪২১০৩। ৪. শ্রী সুদীপ বিশ্বাস (বন্ধকদাতা তথা জামিনদাতা), পিতা সৌমেন বিশ্বাস, নং ২৮, গঙ্গাধর কবিরাজ লেন,পো খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেলা মুর্শিদাবাদ, পব, পিন- ৭৪২১০৩। খ) রঘুনাথগঞ্জ শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ এরিয়া ৭.০০ ডেসিমেল জমি এবং তদস্থিত ভবন **সম্পত্তি শ্রী সুদীপ বিশ্বাস** এর নামে। উল্লেখ্য বিক্রয় দলিল নং ১-১০৯৩৪/০৯ তারিখ ১৫.১২.২০০৯, মৌজা - সৈদাবাদ, পো : খাগড়া, থানা বহরমপুর,এলআর খতিয়ান নং ১০৯৩৯, এলআর প্লট নং ১৯৩৮, জেএল নং ১০০, রেজিস্ট্রিকৃত এডিএসআর বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : উত্তম দাসের সম্পত্তি। দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক। পূর্বে : সাবিত্রী ঘোষের সম্পত্তি। পশ্চিমে : সন্তোষ ঘোষের সম্পত্তি।	৭৪,৫৮,৩৫০.০০ টাকা (চুয়াত্তর লাখ আটান্ন হাজার তিনশ পঞ্চাশ টাকা) ২৬.০২.২০২৬ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য খরচ সহ	ক) ৩৪.০২ লাখ টাকা (*) (চৌত্রিশ লাখ দুই হাজার টাকা) খ) ৩.৪০২ লাখ টাকা (তিন লাখ চল্লিশ হাজার দুশো টাকা) গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) IDIB30094387766 ঙ) আমাদের জ্ঞাত নয় চ) প্রতীকী দখলীকৃত

(*) সংরক্ষিত মূল্যের উপরে বিক্রয় মূল্য হতে হবে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬ সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

দরদাতাদের অনলাইন বিডে অংশ নিতে আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি.**-এর ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন **পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রা. লি. হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ ইমেল আইডি : support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারীর হেল্পলাইন নম্বরে। রেজিস্ট্রেশন স্ট্যাটাস এবং ইএমডি স্ট্যাটাসের জন্য মেল করুন **support.BAANKNET@psballiance.com**

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ এবং সম্পত্তির ফটোগ্রাফ এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন **https://baanknet.com** এই পোর্টাল সম্পর্কিত ব্যাখ্যার জন্য, অনুগ্রহ করে **যোগাযোগ নং ৮২৯১২২০২২০**-এ যোগাযোগ করুন।

দরদাতাদের https://baanknet.com-এর সাথে ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ - ২৬.০২.২০২৬
স্থান- রঘুনাথগঞ্জ

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সেন্ট্রাল
১৪ ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস,
৩য় এবং ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০০০১

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় নিমিত্ত বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট ৪এ, রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ স্থাবর সম্পদের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্টর অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং ৯(১) সংস্থান অধীনে

এতদ্দারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার **প্রতীকী দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা (সুরক্ষিত পাওনাদার)** অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক **২৫.০৩.২০২৬ তারিখে "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"** ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে, **১,৮৩,৬১,৮৭৭.০০ টাকা** (এক কোটি তিরাশি লাখ একষট্টি হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) **১৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক, এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা (সুরক্ষিত পাওনাদার) শ্রী অচিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী,** পিতা প্রয়াত অতিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী, ৪৩১/১, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পো : শিবপুর বাতাইতলা, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১১০৩। **আরও ঠিকানা :** ষষ্ঠতল, হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন,হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা : চ্যাটার্জিহাট পূর্বতন শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪, **আরও ঠিকানা :** একতলা, ৪৪/৫, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৪৪ অধীন,থানা চ্যাটার্জিহাট পূর্বতন শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৪। **আরও ঠিকানা :** একতলা, হোল্ডিং নং ৫৬/২/১, দেশপ্রাণ সাসমল রোড, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা হাওড়া, পিন - ৭১১১০১। **আরও ঠিকানা :** ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২,বরো নং ১৩, থানা হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা,কেএমসি অধীন, পিন - ৭০০০০৮। **আরও ঠিকানা :** ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ৪ই, প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, বোরো নং ১৩, থানা হরিদেবপুর, দগিক্ষণ ২৪ পরগনা, কেএমসি অধীন, পিন - ৭০০০০৮ **আরও ঠিকানা :** ৪র্থতল, হোল্ডিং নং ৪৪/৪ চৌধুরী পাড়া লেন,হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা : চ্যাটার্জিহাট পূর্বতন শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪ কাছ থেকে আদায় করা হবে।

ই-নিলাম মোডের মাধ্যমে বিক্রয়ের জন্য আনার উদ্দেশ্যে সম্পত্তির সুনির্দিষ্ট বিবরণ নীচে তালিকাভুক্ত করা হল

ক্রম নং.	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) সম্পত্তির দায়বদ্ধতা চ) দখলের ধরন
১	ক) শ্রী অচিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী পিতা প্রয়াত অতিন্দ্র সুন্দর দীর্ঘাঙ্গী, ৪৩১/১, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পো : শিবপুর বাতাইতলা, থানা : শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১১০৩। **আরও ঠিকানা :** ষষ্ঠতল, হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন,হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা : চ্যাটার্জিহাট পূর্বতন শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪, **আরও ঠিকানা :** একতলা, ৪৪/৫, চৌধুরী পাড়া লেন, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৪৪ অধীন, থানা চ্যাটার্জিহাট পূর্বতন শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন : ৭১১১০৪। **আরও ঠিকানা :** একতলা, হোল্ডিং নং ৫৬/২/১, দেশপ্রাণ সাসমল রোড, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ২৩, থানা : ব্যাঁটরা, জেলা হাওড়া, পিন - ৭১১১০১। **আরও ঠিকানা :** ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ৪ডি, উত্তর দিকে প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, বরো নং ১৩, থানা হরিদেবপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কেএমসি অধীন, পিন - ৭০০০০৮। **আরও ঠিকানা :** ৫মতল, ফ্ল্যাট নং ৪ই, প্রেমিসেস নং ৫১, কালীপদ মুখার্জি রোড, ওয়ার্ড নং ১২২, বোরো নং ১৩, থানা হরিদেবপুর, দগিক্ষণ ২৪ পরগনা, কেএমসি অধীন, পিন - ৭০০০০৮ **আরও ঠিকানা :** ৪র্থতল, হোল্ডিং নং ৪৪/৪ চৌধুরী পাড়া লেন,হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন, ওয়ার্ড নং ৪৪, থানা : চ্যাটার্জিহাট পূর্বতন শিবপুর, জেলা : হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪। খ) এসএমই ফিনান্স শাখা, কলকাতা।	**সম্পত্তি ১:** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৫০২ পরিমাপ ১০৩৫ বর্গফুট কমবেশি সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে সহ অবস্থিত ষষ্ঠতলে, জি-৫ তলা ভবনে , ২ বেড রুম, ২ টয়লেট, ১ কিচেন,১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম, ২ ব্যালকনি অবস্থিত হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৪৪, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধীন, পো : সাঁতরাগাছি, চ্যাটার্জিহাট থানা অধিক্ষেত্রে (পুরানো থানা শিবপুর), হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪, সাব রেজিস্ট্রি অফিস এবং অতিরিক্ত জেলা সাব রেজিস্ট্রি অফিস হাওড়া এবং আরও অবস্থিত জেলা হাওড়া , মৌজা- শিবপুর সিট নং ০০৮ , নথিভুক্ত আরএস খতিয়ান নং ১৮১ এবং এলআর প্লট নং ১২৬ এবং ১৮৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৩, ১২৪, ১৮১, ২৪২,২২৪ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ স্বার্থ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখল সহ। **সম্পত্তি ২ :** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩০৪ পরিমাপ আনুমানিক ৭৭৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া মার্বেল মেঝে অবস্থিত ৪র্থতলে উক্ত ভবনে (বাস্তু জমি পরিমাপ ০৫ কাঠা ১০ ছটাক ৩৪ বর্গফুট) , ২ বেড রুম, ১ টয়লেট, ১ কিচেন, ১ লিভিং তথা ডাইনিং রুম এবং ১ ব্যালকনি, অবস্থিত মৌজা-শিবপুর,সিট নং ০০৮, আরএস খতিয়ান নং ১৮১, এলআর প্লট নং ১২৬ এবং ১৮৮, এলআর খতিয়ান নং ১১৩, ১২৪, ১৮১, ২৪২, ২২৪, প্রেমিসেস/হোল্ডিং নং ৪৪/৪, চৌধুরী পাড়া লেন, ওয়ার্ড নং ৪৪, হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন অধীন, থানা : চ্যাটার্জিহাট (বর্তমানে) পূর্বে শিবপুর, পো : সাঁতরাগাছি, জেলা হাওড়া, পিন - ৭১১১০৪।	১,৮৩,৬১,৮৭৭.০০ টাকা (এক কোটি তিরাশি লাখ একষট্টি হাজার আটশ সাতাত্তর টাকা) **১৫.০৯.২০২৫ অনুযায়ী** এবং ১৬.০৯.২০২৫ থেকে কার্যকর মতে পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং খরচ সহ	ক) সম্পত্তি ১ - ২৭,৯৫,০০০.০০ টাকা (*) (সাতাশ লাখ পঁচানব্বই হাজার টাকা) সম্পত্তি ২ - ২১,০০,০০০.০০ টাকা (*) (একুশ লাখ টাকা) খ) সম্পত্তি ১ - ২,৭৯,৫০০.০০ টাকা (দুই লাখ উনআশি হাজার পাঁচশ টাকা) সম্পত্তি ২ - ২,১০,০০০.০০ টাকা (দুই লাখ দশ হাজার টাকা) ই-নিলাম তারিখে এবং সময়ে বা তার আগে পোর্টালে জমা করতে হবে। গ) ১০,০০০.০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) ঘ) সম্পত্তি ১ - IDIB07555751375 ঘ) সম্পত্তি ২ - IDIB07555751375B ঙ) ব্যাঙ্কের জানা নেই চ) প্রতীকী দখলীকৃত

যোগাযোগের বিস্তারিত : ৭০০৩৩ ১৫২২৩

(*) বিক্রয় মূল্য সংরক্ষিত মূল্যের অধিক হতে হবে

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ০৫.০৩.২০২৬ থেকে ২৪.০৩.২০২৬ সময় : সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত
ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ২৫.০৩.২০২৬, সময় - সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত
ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারীর প্ল্যাটফর্ম https://baanknet.com

অনলাইন বিডে অংশগ্রহণের জন্য দরদাতাদের আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদানকারী **PSB Alliance Pvt. Ltd** এর ওয়েবসাইট **(https://baanknet.com)** দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। **কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে PSB Alliance Pvt. Ltd এর হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০, ইমেল আইডি support.BAANKNET@psballiance.com** এবং পরিষেবা প্রদানকারী হেল্পডেস্কে উপলব্ধ অন্যান্য হেল্প লাইন নম্বরে কল করুন। নিবন্ধন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য, অনুগ্রহ করে **support.BAANKNET@psballiance.com** এ ইমেল করুন।

সম্পত্তির বিবরণ এবং সম্পত্তির ছবি এবং নিলামের শর্তাবলীর জন্য অনুগ্রহ করে **https//baanknet.com** দেখুন এবং এই পোর্টাল সম্পর্কিত স্পষ্টীকরণের জন্য, অনুগ্রহ করে হেল্পডেস্ক নং ৮২৯১২ ২০২২০ এ যোগাযোগ করুন।

https://baanknet.com ওয়েবসাইটে সম্পত্তি অনুসন্ধান করার সময় দরদাতাদের উপরে উল্লিখিত সম্পত্তি আইডি নম্বর ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ -২৫.০২.২০২৬
স্থান- কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া Bank of India BOI
Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি ব্রাঞ্চ
কলকাতা জোন
৫ বিটিএম সরণি, ৩য় তল, কলকাতা - ৭০০০০১

ই-নিলাম অনুষ্ঠিত হবে ১৬.০৩.২০২৬ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিশ

যেহেতু, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, আর্থিক সম্পদের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ সালের ৫৪) এর অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৮ ও ৯ ধারার সাথে পঠিত ধারা ১৩(১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করে ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের কাছে দাবি নোটিশ জারি করেছেন এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক উল্লিখিত তারিখ, স্থান এবং সময়ে ই-নিলাম আয়োজনের মাধ্যমে উক্ত আইনের ৮ নং নিয়মের ৫ ও ৬ ই-নিলামের অধীনে প্রস্তাব আহ্বান করা হচ্ছে। জনসাধারণ এবং সাধারণ ঋণগ্রহীতা এবং গ্যারান্টারদের এতদ্বারা অবহিত করা হচ্ছে যে, সারফেসি আইনের অধীনে ই-নিলাম, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২ এ উপস্থাপিত শর্তাবলী এবং ব্যাংকের কাছে পাওনা ঋণ আদায়ের জন্য নিম্নলিখিত শর্তাবলী অনুসারে বিক্রয়ের জন্য পরিচালিত হবে।

ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা, শাখার নাম সহ	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : মেসার্স সৃষ্টি অ্যাগ্রো বায়োটেক প্রা লি., ডিরেক্টরগণ : ১. মদন মোহন কোলে,২. স্নেহাশীষ কোলে, ৩. দেবাশিস কোলে, ৪. অনিতা কোলে,** **ঠিকানা :** প্রযত্নে : মদন মোহন কোলে, উৎসব হোটেল, এনএইচ-৬, ধুলাগড়ি চৌরাস্তা, হাওড়া- ৭১১৩০২, **আরও ঠিকানা :** গ্রাম : দক্ষিণ মোহিয়ারি, পো আন্দুল মৌরী, থানা : ডোমজুড়, হাওড়া- ৭১১৩০২	সমপরিমাণ বন্ধকদাত্ত সম্পত্তি জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা-মোহিয়ারি, জেএল নং ২৮, আরএস দাগ নং ১৫৯, এলআর দাগ নং ১৬২, এলআর খতিয়ান নং ৪৫৩৪, এনএইচ-৬ এর নিকট, মোহিয়ারি চন্দনিবাগান পো: আন্দুল মৌরী, থানা ডোমজুড়,জেলা হাওড়া -৭১১৩০২, এরিয়া -৯৮ ডেসিমেল-মোট সম্পত্তি ১২৮ ডেসিমেল বিক্রয় দলিল নং ২৩৩৪ তাং ৩০.০৩.২০০৭ অনুযায়ী, সম্পত্তি মেসার্স সৃষ্টি অ্যাগ্রো বায়োটেক প্রা লি. এর নামে। **জমির চৌহদ্দি : উত্তরে** : সরকারি খাল। **দক্ষিণে :** পঞ্চায়েত নিকাশি। **পূর্বে :** অন্যান্যর সম্পত্তি। **পশ্চিমে :** পঞ্চায়েত নিকাশি।	১,৬৭,৫০,৯৮০.১২ টাকা ০৪.০৮.২০১৮ থেকে কার্যকর মতে অধার্য সুদ এবং অন্যান্য চার্জ সহ	১৬.০৮.২০১৮ এবং ০৮.০১.২০২৫ (স্বত্ব দখলীকৃত)	২,৩৭,৩৯,০০০ টাকা এবং ২৩,৭৩,৯০০ টাকা
কলকাতা অ্যাসেট রিকভারি শাখা **অ্যাকাউন্ট নাম : প্রতিভা সরদার এবং সুব্রত সরদার ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা : প্রতিভা সরদার এবং সুব্রত সরদার** **ঠিকানা :** কাঠপুল বিদ্যাধরপুর ক্যানেল সাইড রোড, জোড়া শিব মন্দির, পো এবং থানা : সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা- ৭০০১৫০, সোনারপুর-২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত বাস্তু জমি পরিমাপ কমবেশি ০৩ কাঠা ১০ ছটাক তদস্থিত দোতলা ভবন পরিমাপ একতলা ৯৪৩ বর্গফুট এবং ২য়তল ৯৪৩ বর্গফুট অবস্থিত আরএস দাগ নং ২৮৬/৮১৪, এলআর দাগ নং ৩০৬, আরএস খতিয়ান নং ২৪২, এলআর খতিয়ান নং ১১০৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৮৮৬ এবং ৩৮৮৪, মৌজা- মালিপুকুরিয়া, জেএল নং ২৪, আরএস নং ১৯৩, তৌজি নং ২৫০, সোনারপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, এডিএসআরও এবং থানা : সোনারপুর, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা,পশ্চিমবঙ্গ সম্পত্তি শ্রীমতি প্রতিভা সরদার এবং শ্রী সুব্রত সরদার এর নামে।	৫৬,৬৩,০০০ টাকা ৩০.০৬.২০২৪ থেকে পরবর্তী সুদ এবং চার্জ সহ	১৪.০৮.২০২৪ এবং ০২.১১.২০২৪ (প্রতীকী দখলীকৃত)	৩১,৬৮,০০০ টাকা এবং ৩,১৬,৮০০ টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল **"অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং"** প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট https://baanknet.com -এর মাধ্যমে হবে।

(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ১৬.০৩.২০২৬ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে।** এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। **ডাকদাতারা তাদের দর ১০,০০০ টাকা (দশ হাজার টাকা) গুণিতকে বাড়াতে পারেন। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ১০.০৩.২০২৬ এবং ১১.০৩.২০২৬ তারিখ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত দেখতে পারেন।**

(৩) **আগ্রহী দরদাতাদের https//baanknet.com/ পোর্টালে তাদের নাম নিবন্ধন করতে হবে এবং তাদের ব্যবহারকারী আইডি এবং পাসওয়ার্ড পেতে হবে। সম্ভাব্য দরদাতারা নিলামের জন্য নিবন্ধন করার পদ্ধতি, নিলামের পদ্ধতি এবং অনুসরণীয় অন্যান্য প্রক্রিয়াগুলি উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে জানতে পারবেন। আগ্রহী দরদাতারা যেকোনো প্রশ্নের জন্য ০৩৩-২২৩১-৪০৯৪/ ০৩৩-২২১০-৭৪৪৮, শ্রী সুরেশ কুমার (+৯১-৯২০৪৮৮২৩০০) অথবা শ্রীমতি প্রিয়াঙ্কা কুমারী (+৯১-৯১৯১৩২৮৩২) এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।**

(৪) উপরের সম্পত্তি/সম্পদ "যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "কোনও পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত" বিক্রি করা হবে। ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের দরপত্র জমা দেওয়ার আগে নিলামে তোলা সম্পত্তির দায়, মালিকানা এবং সম্পত্তির উপর প্রভাব ফেলতে পারে এমন দাবি/অধিকার/পাওনা, ভৌত দখল (প্রতীকী দখলাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে) গ্রহণের সময় এবং খরচ সম্পর্কে নিজস্ব অনুসন্ধান করতে হবে। সম্পত্তি কর, জ্বালানি চার্জ ইত্যাদি সহ সমস্ত সংগৃহীত আইনগত পাওনা সফল দরদাতা বহন করবেন। অনুমোদিত কর্মকর্তা/সুরক্ষিত পাওনাদার কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য এবং ভৌত দখল (প্রতীকী দখলাধীন সম্পত্তির ক্ষেত্রে) গ্রহণের ক্ষেত্রে জড়িত বিলম্ব, খরচ এবং/অথবা আইনি সমস্যার জন্য কোনওভাবেই দায়ী থাকবেন না।

(৫) উপরের তফসিলে উল্লেখিত বিশদগুলি অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংকের সর্বোত্তম তথ্য অনুসারে উল্লেখ করা হয়েছে। এই পাবলিক নোটিশে কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা এবং/অথবা ব্যাংক জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবে না।

(৬) উপরে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি উপরে উল্লিখিত সংরক্ষিত মূল্যের নিচে বিক্রি করা হবে না। আগ্রহী দরদাতাদের https//baanknet.com/ পোর্টালে প্রদত্ত ওয়ালেটে উপরে উল্লিখিত আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট (ইএমডি) জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য উপরে উল্লিখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৭) **আগ্রহী দরদাতাদের নিলামের তারিখের অনেক আগে, যেকোনো ক্ষেত্রে ১৫.০৩.২০২৬ তারিখের মধ্যে বিকাল ৪.০০ টা পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত পোর্টালে নিজেদের নিবন্ধন করতে হবে।**

(৮) **সর্বোচ্চ/সফল দরদাতাকে দরপত্রের পরিমাণের ২৫ শতাংশ জমা দিতে হবে, অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয়ের জন্য দরপত্র গ্রহণের পরপরই প্রদত্ত ইএমডি সমন্বয় করে, অন্যথায় ইএমডি বাজেয়াপ্ত করা হবে। সর্বোচ্চ দরদাতাকে এখানে উল্লিখিত সম্পত্তির সফল দরদাতা/ক্রেতা হিসেবে ঘোষণা করা হবে, যদি তিনি সর্বদা আইনত দরপত্র জমা দেওয়ার যোগ্য হন।**

(৯) **দরপত্র/ক্রয়ের বাকি ৭৫ শতাংশ অর্থ অনুমোদিত কর্মকর্তা কর্তৃক বিক্রয় নিশ্চিতকরণের ১৫ তম দিন (ব্যাংকিং চলাকালীন) বা তার আগে অথবা অনুমোদিত কর্মকর্তার বিবেচনার ভিত্তিতে লিখিতভাবে সম্মত বর্ধিত সময়ের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। সফল দরপত্রদাতা কর্তৃক পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে দরপত্রদাতার দ্বারা ইতিমধ্যে জমাকৃত অর্থ বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত কর্মকর্তা/ব্যাংক নিলাম বাতিল করে নতুন নিলাম পরিচালনা করতে স্বাধীন থাকবে।**

(১০) সম্পূর্ণ বিক্রয় মূল্য প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত কর্মকর্তা দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং বিক্রয়টি তখন সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাংক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।

(১১) অনুমোদিত কর্মকর্তা সর্বোচ্চ দরপত্র বা যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনো বা সমস্ত দরপত্র গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করেন এবং তার সম্পূর্ণ বিবেচনার ভিত্তিতে বিক্রয়ের যেকোনো শর্ত পরিবর্তন, সংশোধন এবং পরিত্যাগ করার অধিকার সংরক্ষণ করেন।

(১২) সফল দরদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিডের জন্য প্রদেয় সমস্ত চার্জ/ফি, পরিষেবা কর/টিডিএস (৫০ লক্ষ টাকা এবং তার বেশি মূল্যের সম্পত্তির জন্য ধারা ১৯৪ আইএ অনুসারে) সহ কর বহন করবেন।

(১৩) এই প্রকাশনাটি উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা/বন্ধকদাতাদের অগ্রিমের জন্য সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), রুলস ২০০২ এর নিয়ম ৮(৬) এর অধীনে পনেরো দিনের নোটিশ।

(১৪) আরও বিশদ, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী ডাউনলোড করার জন্য, অনুগ্রহ করে এখানে যান https//www.bankofindia.bank.in।

তারিখ: ২৮.০২.২০২৬
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

‘সুদর্শন চক্র’-র শক্তিপ্রদর্শন পোখরানে

পোখরান, ২৭ ফেব্রুয়ারি: শুক্রবার রাজস্থানের পোখরানে ‘বায়ু শক্তি ২০২৬’ সামরিক মহড়ায় আবার শক্তিপ্রদর্শন হল এস ৪০০-এর। সেই নিখুঁত নিশানার ভিডিয়ো প্রকাশ করল বায়ুসেনা। আর সেই ভিডিয়োর সঙ্গে লেখা, সেনার ইতিহাসে সবচেয়ে দূরের লক্ষ্যবস্তুকে নিশানা করার রেকর্ড তৈরি হল। দূরের লক্ষ্যবস্তুকে একেবারে নিখুঁত ভাবে নিশানা করে আবার তাক লাগিয়ে দিল সিঁদুর অভিযানে ব্যবহৃত ভারতের ‘সুদর্শন চক্র’ (এস ৪০০ ট্রায়াম্ফ)। ভিডিওর সঙ্গে আরও লেখা, ‘দৃষ্টির বাইরে যেতে পারে শত্রু, কিন্তু নাগালের বাইরে নয়।’

২০১৮ সালে মস্কোর থেকে পাওয়া এস-৪০০ ট্রায়াম্ফ আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রায় নির্ভুলভাবে বহুমুখী হামলার মোকাবিলায় সক্ষম। সুপারসনিক যুদ্ধবিমান, ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা ড্রোন থেকে শুরু করে শত্রুপক্ষের ছোড়া ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র ধ্বংস করতে সক্ষম। গত বছরের মে মাসে অপারেশন সিঁদুর-পর্বে সেই সক্ষমতার প্রমাণও দিয়েছে রাশিয়ার অস্ত্র। মস্কোর এই ‘সুদর্শন চক্র’র অ্যারে রেডার ৬০০ কিলোমিটার পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র, ড্রোন এবং যুদ্ধবিমানকে চিহ্নিত করতে সক্ষম। তবে এস ৪০০-এর ক্ষেপণাস্ত্রগুলির পাল্লা সর্বোচ্চ ৪০০ কিলোমিটার। নতুন ব্যবস্থায় ‘দিগন্তের বাইরে’ও শত্রুর গতিবিধি ঠাহর করে তা ধ্বংস করার পরিকল্পনা নিয়েছে ভারত।

প্রসঙ্গত, দেশের আকাশসীমাকে নিশ্ছিদ্র করতে রাশিয়ার থেকে এই ঘাতক অস্ত্র কেনে ভারত। আরও বেশ কয়েকটি এস ৪০০ কেনার কথা চলছে। দূরপাল্লার এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সিঁদুর অভিযানে সফল হয়েছে। দেশের আকাশসীমাকে দুর্ভেদ্য প্রহরীর মতো রক্ষা করেছে। পোখরানে সেই সুদর্শন চক্রের আরও এক বার শক্তিপরীক্ষা হয়ে গেল।

উজ্জয়নের আশ্রমে ১৭ প্রতিবন্ধী শিশুর মৃত্যু

স্বতঃপ্রণোদিত মামলা হাইকোর্টের

ভোপাল, ২৭ ফেব্রুয়ারি: মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়নের অঙ্কিত সেবাধাম আশ্রমে ১৭ প্রতিবন্ধী শিশুর মৃত্যুকে ঘিরে হুলস্থুল পড়ে গিয়েছে। বিষয়টি প্রকাশ্যে আসতেই জরুরি ভিত্তিতে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে হস্তক্ষেপ করল সে রাজ্যের হাইকোর্টের ইন্দোর বেঞ্চ। কী ভাবে এই ঘটনা, তার কারণ জানতে চেয়ে রাজ্যের কাছে দু'সপ্তাহের মধ্যে জবাব তলব করল আদালত।

সূত্রের খবর, এই মর্মে নোটিস জারি করে জবাব চাওয়া হয়েছে রাজ্যের মুখ্যসচিব, প্রধান সচিব, মহিলা ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের কমিশনার, উজ্জয়নের জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, জেলা শিশু ও নারীকল্যাণ আধিকারিক এবং সেবাধাম আশ্রম কর্তৃপক্ষকে। সূত্রের খবর, ২০২৫ সালের ২৫ ডিসেম্বর ৮৬ জন প্রতিবন্ধী শিশুকে ইন্দোরের যুগপুরুষ আশ্রম থেকে উজ্জয়নের সেবাধাম অঙ্কিত আশ্রমে নিয়ে আসা হয়। উজ্জয়ন শহর থেকে এই আশ্রমের দূরত্ব ২২ কিলোমিটার।

সূত্রের খবর, গত ১৪ মাসে ওই ৮৬ শিশুর মধ্যে ১৭ শিশুর মৃত্যু হয়। তাদের বয়স ১০ থেকে ১৮ বছরের মধ্যে। ঘটনা জানাজানি হতেই পুলিশ একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করে। কিন্তু বার বার কেন মৃত্যু হচ্ছে, এ বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মামলাটিতে জরুরি ভিত্তিতে হস্তক্ষেপ করে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্ট। নির্দেশ দেয়, এই মামলাটিকে যেন জনস্বার্থ মামলা হিসাবে দেখা হয়। ইন্দোরের যুগপুরুষ আশ্রমেও ১০ শিশুর মৃত্যু হয়। অসুস্থ হয়ে পড়ে ৬০ জন।

আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা পাকিস্তানের

কাবুল, ২৭ ফেব্রুয়ারি: আকাশপথে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে হানা দিল পাকিস্তান। তাদের হানায় ১৩৩ জন আফগান সেনা নিহত হয়েছেন বলে দাবি করেছেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মুখপাত্র মোশারফ জাইদি। সে দেশের সরকারি সংবাদমাধ্যম পাকিস্তান টিভি-র তরফে আফগানিস্তানের কোথায় কোথায় হানা দেওয়া হয়েছে, তার বিবরণ তুলে ধরা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দু'পক্ষকেই সংযত থাকার পরামর্শ দিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিয়ো গুতেরেস।

পাকিস্তানের তরফে হুঁশিয়ারির সুরে জানানো হয়েছে, আফগানিস্তান ‘আগ্রাসন’ বন্ধ না-করলে সামরিক অভিযান চলবে। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণমন্ত্রী মহসিন নকভি সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, ‘আক্রমণ করে আফগান তালিবান একটা ভয়ঙ্কর ভুল করে ফেলেছে। ওদের ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন হতে হবে। আমরা আমাদের নিরাপত্তার সঙ্গে আপস করব না।’

উল্লেখ্য, পাক সেনা কাবুল লক্ষ্য করে হামলা চালানোয় বহু সাধারণ মানুষও আহত হয়েছেন বলে খবর। সংবাদসংস্থা পিটিআই-এর তরফে প্রকাশিত ভিডিয়োয় দেখা গিয়েছে, কাবুলের একাধিক হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। এই সংঘাতের জন্য পাকিস্তানকেই দায়ী করেছে আফগানিস্তান। তালিবান সরকারের মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লিখেছেন, ‘ভীরু পাক সেনা কাবুল, কান্দাহার, পাকটিকার কিছু এলাকায় বিমানহানা চালিয়েছে। ভাগ্যক্রমে কোনও মৃত্যুর খবর নেই।’ কাবুলের দাবি, পাকিস্তানই প্রথমে আফগান সীমান্ত পেরিয়ে হামলা চালানো শুরু করে।

আফগানিস্তানের পাল্টা দাবি, তাদের প্রত্যাঘাতে ৫ জন পাক সেনার মৃত্যু হয়েছে। বেশ কয়েক জন পাক সেনাকে জীবিত অবস্থায় বন্দি করা হয়েছে বলেও দাবি করা হয়েছে। কাবুলের দাবি, পাক হানায় আট তালিব যোদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আহত হয়েছেন ১১ জন।

জানা গিয়েছে, শুক্রবারও কাবুল এবং কান্দাহারে হামলা চালানো হয়েছে। তারপরেই পাক প্রতিরক্ষামন্ত্রী খোয়াজা আসিফ ঘোষণা করেন, এবার আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তানের সরাসরি যুদ্ধ হবে।

শুক্রবার কাবুলে অন্তত তিনটি বিস্ফোরণের শধ শোনা গিয়েছে। আফগান প্রশাসন সূত্রে খবর, গত রবিবার পকিস্তানি হামলার পালটা দিতে বৃহস্পতিবার রাতে পাক সীমান্ত পেরিয়ে আক্রমণ করেছে আফগানিস্তান ফৌজ। পাকিস্তানের অন্তত ১২টি পোস্ট আফগানিস্তানের দখলে এসেছে বলেও দাবি তালিবান প্রশাসনের। সেই হামলার পালটা শুক্রবার আফগানিস্তানের একাধিক এলাকায় আক্রমণ করেছে পাকিস্তান। দু'পক্ষেই সেনার মৃত্যু হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে।

‘অসুস্থ ছিলাম না’

নয়াদিল্লি, ২৭ ফেব্রুয়ারি: গোটা দেশকে চমকে দিয়ে গত বছর জুলাই মাসে উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন জগদীপ ধনখড়। সেই ঘটনা সাড়া ফেলে দিয়েছিল জাতীয় রাজনীতিতে। শোনা যাচ্ছিল অসুস্থতার কারণে মেয়াদ শেষের আগেই ইস্তফা দিয়েছিলেন তিনি। তবে বৃহস্পতিবার এক জনসভায় উপস্থিত হয়ে নিজের অসুস্থতার তত্ত্ব পুরোপুরি খারিজ করলেন ধনখড়। স্পষ্ট জানালেন, তিনি অসুস্থতার কারণে ওই পদ থেকে ইস্তফা দেননি।

বৃহস্পতিবার রাজস্থানের চুরুতে এক জনসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন দেশের প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি। সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিরোধী শিবিরের জল্পনাকে ফুৎকারে উড়িয়ে ধনখড় বলেন, ‘বলা হয় স্বাস্থ্যই সম্পদ। আমি কখনও আমার স্বাস্থ্যের অবহেলা করিনি। তবে পদত্যাগের ঘোষণার সময় কোথাও বলিনি যে আমি অসুস্থ। আমার বক্তব্য ছিল, আমি আমার স্বাস্থ্যকে অগ্রাধিকার দিই। এবং সেটা সকলের জন্যই প্রযোজ্য হওয়া উচিত।’

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/৯৮৭৪০ ৯২২২০

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

e-TENDER NOTICE
e-TENDER invited by the undersigned forTender Notice No: CHOW-II/297/26. Dated: 24/02/2026. Last date of Bid submission: 05/03/2026. Technical Bid open: 09/03/2026 at 10.30 AM. Details on: https://wbtenders.gov.in.
Sd/- Prodhan
Chowberia-II Gram Panchayat, Nahata, Bongaon Block, North 24 Parganas.

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3860, Dt. 23/02/2026** for Restoration of Bituminous Road in Different Area under Jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2026_MAD_ 1015932_1 TO 3,** Last Date of Bid Submission **06/03/2026 at 11.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.E. ET. No. 158/PW/Eng/26 Dt. 27-02-26
N.I.E. ET. No. 159/PW/Eng/26 Dt. 27-02-26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
1st Call 4th Corrigendum Notice
N.I.E. ET. No. 66/WS/Eng/26 Dt. 07-01-26
2nd Call (Part-II)
3rd Corrigendum
N.I.E. ET. No. 44/WS/Eng/25 Dt. 02-09-25
Bid Submission period: 09.03.25 instead of 27.02.26
Visit to website **www.wbtenders.gov.in**
For details please contact to Tender Cell, AMC.
Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION
Notice For Inviting E-Tender
E-tenders are invited from Interested Bonafide Bidders/Govt. Contractors for APAS Scheme within Asansol Municipal Corporation.
NIT No.- WBMAD/19/E E/MED/ASAN/25-26 (2nd Call) Tender Id: 2026_MAD_5013094_1 to 2026_MAD_5013094_12 Last date of Submission: 07.03.2026 upto 4.00 P.M.
Interested Bonafide bidders are requested to visit **https://tenders.wb.gov.in/**
E.E., Asansol Division, M.E.Dte.

NOTICE INVITING TENDER FOR WORKS CONTRACT
Tender Notice No.: 14/2025-26, Date: 27.02.2026
Tender is invited through only only from the experienced and resourceful bidders for execution of the 11 (eleven) nos of work(s). Intending bidders may download tender documents from e-procurement portal of Government of West Bengal **(www.wbtenders.gov.in).** Bid Submission Start Date: **27.2.26.** Bid Submission End Date: **6.3.26 (Up to 2:00PM).** Bid Opening Date (Technical): **9.3.26 (11.00 AM)**
Sd/- **Prodhan**
Ichhapur-II Gram Panchayat
Gaighata, North 24 Paraganas

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Surface drain, in ward no.-05, within Bongaon Municipality, under AMADER PARA AMADER SAMADHAN scheme.
Tender reference: WBMAD/NIeT/277/BM/2025-26/APAS/A 3rd call
Date: 27.02.2026
TENDER ID: 2026_MAD_5013177_1
1. Bid Submission Start date- **27.02.2026 at 18.55**. 2. Prebid meeting date- **02.03.2026 at 14.00.** 3. End date- **06.03.2026 at 18.55.** 4. Bid opening date- **09.02.2026 at 10.00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. -15 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.
Tender reference: WBMAD/NIeT/271/BM/2025-26/APAS(3rd. Call)
Date: 27.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5013141_1, Bid Submission Start date- **27.02.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **02.03.2026 at 14:00.** 2. End date- **06.03.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **09.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

BONGAON MUNICIPALITY
Construction of Drain in Ward No. - 08 within Bongaon Municipality under the scheme of “AMADER PARA AMADER SAMADHAN(APAS)”.
Tender reference: WBMAD/NIeT/244/BM/2025-26/APAS(3rd. Call)
Date: 27.02.2026
Tender ID: 2026_MAD_5013140_1, Bid Submission Start date- **27.02.2026 at 18:55.** 1. Prebid meeting date- **02.03.2026 at 14:00.** 2. End date- **06.03.2026 at 18:55.** 3. Bid opening date- **09.03.2026 at 10:00.** All other information will be available in the office of the Bongaon Municipality.
Sd/- **Chairman**
Bongaon Municipality.

পূর্ব রেলওয়ে
টেন্ডার নোটিস নং ঃ ২২২-এস/১/ডব্লু-II, তারিখ ২৫.০২.২০২৬, ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৪ কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ **ক্র. নং ১, টেন্ডার নংঃ টিএন-১৮৫-২৫-২৬, কাজের নাম ঃ** অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের অধিক্ষেত্রে সিনিয়র সেকশন (পি.ওয়ে)/চিৎপুর এবং সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/বেলেঘাটার অধীনে ট্র্যাকে পর্যায়ক্রমিক সাফাই, রেলওয়ের জমি থেকে জঞ্জাল এবং বর্জ্য পদার্থ অপসৃত করে গাছ রোপণের জন্য স্থানটির উন্নয়ন এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৪৬,০৩,৮৬২.৬০ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ৯২,১০০ টাকা। **ক্র. নং ২, টেন্ডার নংঃ টিএন-১৮৮-২৫-২৬, কাজের নামঃ** ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার (এইচকিউ)/শিয়ালদহ-র অধীনে অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/বালিগঞ্জের আওতাধীনে সিনিয়র সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/বেলেঘাটার অধীনে বালিগঞ্জ ইয়ার্ড এবং বজবজ নতুন ও পুরোনো ইয়ার্ডের রেলসমূহ, ফিটিংস, এফএসটিও স্লিপারসমূহের নবীকরণ, টিটিআর, ব্যাপক ঝাড়াই বাছাই, প্যাকিং, এসকেভি ওয়েল্ডিং, রেল রঙ করা প্রভৃতি উন্নয়নমূলক এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৯০,৩৪,০৪০.২৯ টাকা। **প্রদেয় বায়না অর্থ ঃ** ১,৮০,৭০০ টাকা। **কাজ সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ১২ (বারো) মাস। ভারতীয় রেলওয়ের স্ট্যান্ডার্ড জেনারেশন কন্ডিশন অফ কন্ট্র্যাক্টস, ২০২২ অনুসারে, **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** প্রতিক্ষেত্রে ২৪.০৩.২০২৬ তারিখ বিকেল ৩টেয়। **টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ** ২৪.০৩.২০২৬ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট। টেন্ডার নথি এবং অন্যান্য বিশদ **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতিতে টেন্ডার দাখিল করতে হবে। হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব সরাসরি বাতিল করা হবে।
SDAH-423/2025-26
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

SHORT NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/2136/25-26 Dated 27.02.2026, E-Tenders are being Invited for : Installation OF 4 NOS OF 9 MTR OCTAGONAL MINI MAST STREET LIGHT. 1) Rabindrapally Taramamore 2) Rabindrapally jorapost 3) Natunpally purbapara 4) A.P nagar paschimpara.5) Natunpally Paschimpara at 12 no ward. E-office scan no 302217/2026/DPLO (proposal) **a)Date of uploadation: 28.02.2026 at 11-00 hrs. b) Tender Value: Rs.4,78,317.00/-, c) Documents download starting date & time: 28.02.2026 at 11-00 hrs. d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender: 07.03.2026 at 11-00 hrs. e) Date & Time for Opening of Technical Bid: 09.03.2026 at 11-05 hrs, f) Date & Time for Opening of Financial Bid: To be notified.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**
Sd/- Chairman
Rajpur-Sonarpur Municipality

NOTICE
PWD (GOVT OF WB) TENDER NOTICE
E.E Berhampore Division - I, PWD invites OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO. - 04 OF 2025-2026 for the work of-
Name of works -
1. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Raghunathganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
2. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Samserganj Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.
3. Emergent erection of temporary structure for providing logistic supports and accommodation of CAPF at several locations of Suti Police Station under Jangipur Police District in the district of Murshidabad in connection with ensuing West Bengal Legislative Assembly election 2026 under Berhampore Division - I, P.W.Dte.

OFF-LINE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO.- 04 OF 2025-2026
The detailed schedule of all items of works will be available in the office of the Executive Engineer, PWD, Berhampore Division -I.
1. Last date and time for receipt of application for Quotation documents on **28/02/2026** upto **01.00** PM.
2. Last date and time of issuance of Quotation documents on **28/02/2026** upto **02.00** PM.
3. Last date and time of receipt of Quotation in sealed envelope on **28/02/2026** upto **02.30** PM.
4. Opening of financial bid on **28/02/2026** at **03.00** PM.

Sd/-
Executive Engineer, P.W.D
Berhampore Division-I

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Construction of Water Canopy near Durgapur Abasan Sanskritik Mancha, Ward- 25, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-188/25-2
Tender ID : 2026_MAD_1016063_1 • Estimated Amount : 1,14,050/-
Last Date : 7th March 2026, up to 05:00 pm
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Babnan Gram Panchayat
Babnan, Dadpur, Hooghly
e-Tender Notice
e-Tenders are hereby invited by this office from the bonafied contractors vide **NIT No-23/BAB/CFC/2025-26, Dated: 24.02.2026.** Other details can be seen from the notice board of the undersigned or **wbtenders.gov.in**.
Sd/-
Prodhan,
Babnan Gram Panchayat

OFFICE OF THE LAKSHYA-II GRAM PANCHAYAT
KALIKAKUNDU, MAHISHADAL, PURBA MEDINIPUR
E-Tender Notice
16/LAK-II/15TH FC (TIED)/2025-26, DATE-27/02/2026. Notice inviting is hereby published by Pradhan, Lakshya-II Gram Panchayat. All eligible and bonafide contractors may download the tender document and participate the E- Tender. For further details the visit the website: **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
LAKSHYA-II GRAM PANCHAYAT

ASANSOL DURGAPUR DEVELOPMENT AUTHORITY
Asansol Office: Vivekananda Sarani, (Sen-Raliegh Road), Near Kalyanpur Housing Road, Asansol - 713305
E-NIT No.- ADDA/ASN/ED/N-79 of 2025-2026 Dated 26.02.2026
Executive Engineer (Civil), ADDA, Asansol invite Online percentage rate Tender (Two Bid System in two Parts) in Authority's Contract Form from reliable, resourceful and experienced eligible Contractors; for other details visit our website: **wbtenders.gov.in**, **www.addaonline.in** or ADDA office, Asansol.
Sd/- E.E.(Civil), ADDA, Asansol

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন
৪, মহাত্মা গান্ধি রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ফোন ০৩৩ ২৬৩৮ ৩২১১/১২/১৩ ফ্যাক্স ০৩৩ ২৬৪১ ০৮৩০ www.hmcgov.in
WB-HMC/NIT/ED/19/EE-II/BEUP/25-26 **তারিখ : ২৬.০২.২০২৬**
ই-টেন্ডার নোটিশ
এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস), এইচএমসি- বিইইউপি অধীন ওয়ার্ড নং ৩৯ অধীনে আন্দুল কবরিস্থানে সিমেন্ট কংক্রিট রোড নির্মাণ এর জন্য নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, সংশ্লিষ্ট একই ধরনের কাজে যথেষ্ট অভিজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত সঙ্গতিপন্ন এবং প্রখ্যাত ঠিকাদারদের কাছ থেকে। সংশ্লিষ্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যাদি পাওয়া যাবে ই-টেন্ডার নোটিশ এবং ইই-২ বিভাগীয় **https://wbtenders.gov.in** থেকে। (টেন্ডার আইডি : **2026_MAD_1015333**)। **ডাক দাখিলের (অনলাইন) শেষ তারিখ : ১৬.০৩.২০২৬ বিকেল ৫ টা পর্যন্ত।** এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ না দেখিয়েই যেকোনও আবেদন গ্রহণ বা বাতিলের অধিকার রাখেন।
৩১৫(৩)/২৫-২৬ **এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (রোডস)**
২৭.২.২৬ **হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন**

Office of the
Rasulpur Gram Panchayat
Rasulpur, Nabagram, Murshidabad
NIeT. No. 07/RGP/15th CFC/Tied & Untied/2025-26, Memo No. 265/RGP/ 2025-26, dated- 27/02/2026. Date of publishing: **28/02/2026 from 11.00 A.M** on **htpp://wbtenders.gov.in** Bid downloading starts from: **28/02/2026 from 11.00 A.M**. Bid Downloading ends : **03/03/2026 up to 16.30 P.M**. Last date of Bid submission: **03/03/2026 up to 16.30 P.M.** Technical Bid opening date: **05/03/2026 at 16.30 P.M.** For details logon to **htpp://wbtenders.gov.in** or contact with office of the undersign.
Sd/- Prodhan
Rasulpur G.P, Nabagram Block

Banashyamnagar Gram Panchayat
Patharpratima
email- gpbanashyamnagar@gmail.com
E-Tender Notice
Ref No- NIT No- 08(2025-26), 09(2025-26),10(2025-26) & 11 (2025-26) dated 26/02/2026 for 3 Nos scheme of road, 2 Nos scheme of culvert, 1 No scheme of building repairing, 3 Nos scheme of tubewell, 1 No scheme of Submersible with pipeline 2 Nos scheme of community latrin respectively. information to Bidders
A) Last Date of Dropping of Tender **10/03/2026(up to 11.00 AM)**
B) Date of Opening of Tender **12/03/2026(at 11.10 AM)**
For Details please visit at office of the undersigned from **11.00 a. m. to 4.00 p.m.** or **www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Banashyamnagar Gram Panchayat

MADHUSUDANPUR GRAM PANCHAYAT
Shibkalinagar, Kakdwip, South 24 Parganas
On behalf of Madhusudanpur Gram Panchayat under Kakdwip Block of South 24 Parganas Dist, Invites 2 nos bids Vide **NIT No 22-23/MGP/NIT/2026** under BEUP & XVFC Dated-26.02.2026.The last date of submission of online Bid is 06/03/2026 upto 12 Noon. Bid opening Date **06.03.2026 at 2 PM**. For details please visit to our GP Office.
Sd/-, Pradhan
Madhusudanpur Gram Panchayat

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/RSM/2135/25-26 Dated 27.02.2026	Upgradation Of Underground Pipe Drain And Construction Of Pump Room At Deodar Place Under Ward-29 Of Rajpur-sonarpur Municipality.	Rs.9,10,817.00

Bid Submission end date: **07.03.2026 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**
Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Serampore-Uttarpara Panchayat Samity
21, Rabindrabhaban Road, Serampore, Hooghly, 712201
Notice Inviting e-Tender
e-Tender has been invited by the undersigned for **02 (two) nos.** schemes under **BEUP** and **15th CFC(25-26)** bearing **NIeT No- 47/SU/2025-26, Office Memo No-102/PS, dt. 25.02.2026 (Tender ID: 2026_ZPHD_1015474_1-2**) for building repairing and construction road. Online bid submission will end on **05.03.2026 at 6:00 PM.** For more details please visit **www.wbtenders.gov.in**
Sd/-,
Executive Officer
Serampore-Uttarpara Panchayat Samity

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 70/25-26/BEUP/T Dated 27.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **09.03.2026 up to 12 noon**. The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 69/25-26/FCXVSWM/T Dated 27.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **09.03.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 68/25-26/FCXV/T Dated 27.02.2026.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Different Development Works. Last date of submission of tender: **16.03.2026 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work: Repairing of Bituminous Road from Bhiringi Aamra Kojon Kali Mandir to Rajmahal Road via Bhiringi Jora Pukur Playground & from Bhiringi Gyanpith Ashram to Bhiringi Buroroy Temple, Goraipara Road from Uttam Tea Stall to Bhiringi Satya Thakur Temple Ward No.- 19, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/COMM/PW/NIT-282/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2026_MAD_1015891_1 • Estimated Amount : 29,01,010/-
Last Date : 14th March 2026, up to 03:00 pm
2) Name of the Work: Construction of Drain near Alok Sarkar's House and Aditi Chakraborty's House at Sukumarnagar & Suryasenpally, Ward No.- 42, under DMC.
e-Tender No. : WBDMC/DRGSW/NIT-92/25-26
Tender ID : 2026_MAD_1016486_1 • Estimated Amount : 5,79,332/-
Last Date : 07th March 2026, up to 11:00 am
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

আয়রন লেডি সুষমা স্বরাজ

প্রদীপ মারিক

সুষমা স্বরাজ আম্বালা শহরের বর্তমানে হরিয়ানা রাজ্যে একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা হরদেব শর্মা রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ এর একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। সুষমা স্বরাজ চণ্ডীগড়ের পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইন ডিগ্রি অর্জন করেন এবং ১৯৭৩ সালে ভারতের সুপ্রিম কোর্টে আইন অনুশীলনের যোগ্যতা অর্জন করেন। ছাত্র থাকাকালীন তিনি রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ছিলেন, বিশেষ করে অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) -এর নেত্রী হিসেবে, যা আরএসএস-এর সাথে যুক্ত একটি হিন্দুত্ববাদী যুব সংগঠন। এবিভিপি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারের তীব্র বিরোধী ছিল । ১৯৭৫ সালে তিনি আইনজীবী এবং রাজনীতিবিদ স্বরাজ কৌশলকে বিয়ে করেন, যিনি মিজোরাম রাজ্যের গভর্নর হিসেবে (১৯৯০-৯৩) একটি মেয়াদে দায়িত্ব পালন করেছিলেন এবং তার প্রথম নামটি তার উপাধি হিসেবে গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালে, জনতা পার্টির সদস্য হিসেবে, স্বরাজ প্রথমবারের মতো হরিয়ানার বিধানসভার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং নির্বাচিত হন। তিনি সেখানে দুই মেয়াদে ১৯৭৭-৮২ এবং ১৯৮৭-৯০ সালে দায়িত্ব পালন করেন, এই সময়কালে তিনি রাজ্য সরকারের শ্রম ও কর্মসংস্থান (১৯৭৭-৭৯) এবং শিক্ষা, খাদ্য ও বেসামরিক সরবরাহ (১৯৮৭-৯০) মন্ত্রী ছিলেন। ১৯৮৪ সালে তিনি বিজেপিতে যোগ দেন যা ১৯৮০ সালে জনতা পার্টির সদস্যদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং দলের সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি দলের সাধারণ সম্পাদক হওয়ার জন্য দলের পদে উন্নীত হন। ১৯৯০ সালে তিনি রাজ্যসভায় (সংসদের উচ্চকক্ষ) নির্বাচিত হন। ছয় বছর পর তিনি সফলভাবে লোকসভায় একটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং অটল বিহারী বাজপেয়ীর ১৩ দিনের বিজেপি সরকারে (মে-জুন ১৯৯৬) অল্প সময়ের জন্য তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী ছিলেন। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ের অংশ হিসেবে সুষমা স্বরাজ আরও বেশি ভোটে জয়লাভ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্ত্রিসভায় তাকে বিদেশ ও প্রবাসী ভারতীয় বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ পোর্টফোলিও দেওয়া হয়। এই পদে তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভারতীয় নাগরিকদের সাথে তার উষ্ণ আলাপচারিতার জন্য খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি কাশ্মীর থেকে কন্যাকুমারী, গুজরাট থেকে গুয়াহাটি পর্যন্ত জনগণের নাড়ির স্পন্দন বুঝতেন। ভারতবাসীর সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে একজন প্রকৃত দেশ নেত্রী হয়ে ওঠেন সুষমা স্বরাজ। তিনি মনে করতেন প্রত্যেক ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক পরিচয় রক্ষা করতে হবে । অশালীন বা কঠোর শব্দ ব্যবহার না করেও নিজের অবস্থানের দৃঢ়তা অন্যভাবে প্রকাশ করা যেতে পারে। সুষমা স্বরাজ মনে করতেন 'ইসলাম' শব্দের আক্ষরিক অর্থ 'শান্তি', তেমনি আল্লাহর ৯৯টি নামের কোনটিই হিংস্রতার প্রতীক নয়। একইভাবে, বিশ্বের প্রতিটি ধর্মই শান্তি, করুণা এবং ভ্রাতৃত্বের প্রতীক। সুষমা স্বরাজ মনে করতেন, হিন্দুত্ব হল একটা মেলবন্ধন। হিন্দুত্ব হল সাংস্কৃতিক, জাতীয় এবং ধর্মীয় পরিচয়ের একটি ধারণা। ভৌগোলিক ভিত্তিক ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক এবং জাতীয় তথা বিশ্ব পরিচয়কে একত্রিত করে হিন্দুত্ব। পদ্মবিভূষণ পুরস্কারপ্রাপ্ত সুষমা শর্মা ভারতের আয়রন লেডি হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৪ ফেব্রুয়ারি ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী সুষমা স্বরাজের জন্মবার্ষিকী, যিনি দেশের 'সবচেয়ে প্রিয় রাজনীতিবিদ'ও ছিলেন। তিনি বিদেশে দুর্দশাগ্রস্ত ভারতীয়দের সাহায্য করার জন্য প্রবাসীদের কাছে খুবই পরিচিত ছিলেন। তিনি টুইটারে সর্বাধিক অনুসরণ করা ভারতীয় রাজনীতিবিদদের মধ্যে একজন ছিলেন। ওয়াশিংটন পোস্ট তাকে ভারতের সুপারমম হিসেবে উপাধি দিয়েছিল। তিনি হরিয়ানা সরকারের সর্বকনিষ্ঠ ক্যাবিনেট মন্ত্রী, দিল্লির প্রথম মহিলা মুখ্যমন্ত্রী এবং দেশের একটি জাতীয় রাজনৈতিক দলের প্রথম মহিলা মুখপাত্র। সুষমা স্বরাজ মনে করতেন সন্ত্রাসবাদের সাথে আলোচনা সম্ভব নয় এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সন্ত্রাসবাদ এবং আলোচনা একসাথে চলতে পারে না। সুষমা স্বরাজ একজন ভারতীয় রাজনীতিবিদ যিনি ভারতীয় জনতা পার্টির একজন সিনিয়র নেতা ও সাবেক সভাপতি, তিনি ২৬ মে ২০১৪ সাল থেকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করছিলেন। ইন্দিরা গান্ধীর পর তিনি দ্বিতীয় নারী হিসাবে এই দফতরের প্রতিনিধিত্ব করছেন। তিনি সংসদ সদস্য (লোকসভা) হিসাবে সাতবার এবং আইন পরিষদের (বিধানসভা) সদস্য হিসাবে তিনবার নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭৭ সালে ২৫ বছর বয়সে, তিনি উত্তর ভারতের হরিয়ানা রাজ্যর মন্ত্রীসভার সর্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী হয়েছিলেন। ১৩ অক্টোবর ১৯৯৮ সাল থেকে ৩ ডিসেম্বর ১৯৯৮ সাল পর্যন্ত তিনি দিল্লীর ৫ম মুখ্যমন্ত্রী হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। প্রায় ৪ লক্ষ ভোটের ব্যাবধানে মধ্য প্রদেশের বিদিশা কেন্দ্র থেকে বিজয়ের পর লালকৃষ্ণ আডবাণী উত্তরসূরি রূপে লোকসভায় বিরোধী দলনেত্রী নির্বাচিত হন। এই পদে তিনি ২০১৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত বহাল থাকেন। তিনি ছিলেন ভারতবর্ষের নারীশক্তির প্রাণকেন্দ্র। নরেন্দ্র মোদি তার ইচ্ছার মর্যাদা দিয়েছেন। মোদি বুঝেছেন ভারতের বিকাশের জন্য চাই নারীশক্তির বিকাশ। পাইপলাইনের মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি গ্যাস পৌঁছে দেবে নতুন বাজেট পরিকল্পনা। মহিলাদের সম্মান এবং অর্থনৈতিক স্বাধীনতা প্রদানের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্ন প্রকল্প চালু আছে, এর মধ্যে অন্যতম প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনা। প্রধানমন্ত্রী মুদ্রা যোজনার লক্ষ্য হল মহিলা ব্যবসায়ীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করা এবং তাদের সহজে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে, ব্যাঙ্কগুলির (Scheduled Commercial Banks) মাধ্যমে SC এবং ST মহিলাদের মধ্যে উদ্যোগপতি হওয়ার প্রচার করা হয়। ২০২৫ বাজেটে এতে ১০ লাখ টাকা থেকে ২ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দেওয়ার লক্ষ মাত্রা রাখা হয়েছে। মহিলা কেয়ার যোজনার (Mahila Coir Yojana) অধীনে মহিলাদের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়ন বৃদ্ধির চেষ্টা করা হচ্ছে। এতে নারকেল শিল্পের সঙ্গে যুক্ত নারীদের জন্য দুই মাসব্যাপী প্রশিক্ষণ দিয়ে মাসিক ভাতা দেওয়ার পরই প্রকল্পের জন্য ৭৫ শতাংশ ঋণ দেওয়া হয়। নারীদের তৈরি পণ্য ক্রয়ও বাধ্যতামূলক করেছে সরকার। মহিলা সমৃদ্ধি যোজনা প্রকল্পের অধীনে মহিলারা ১.৪০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ পান। অনগ্রসর শ্রেণীর মহিলা বা যাদের বার্ষিক আয় ৩ লক্ষ টাকার কম তাদের এই প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। মহিলাদের জন্য রয়েছে 'মহিলা মন্মানপত্র' ২ বছরের জন্য ২ লাখ টাকা রাখলে ৭.৫ শতাংশ সুদ পান মহিলারা। কেন্দ্রীয় সরকার সারা দেশে ২ কোটি 'লাখপতি দিদি' লক্ষ মাত্রা তো রেখেই ছিল, এবার ৩ কোটি বোনকে লাখপতি দিদি বানানোর দিকে এগিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। দেশের মহিলারা যেন ড্রোনকে ব্যবহার করে নিজেদের আর্থিক লাভের সঙ্গে সমাজের উন্নয়ন ও করতে পারে তার জন্যই 'নমো ড্রোন দিদি প্রকল্প'। দেশের ১৫ হাজার স্ব-সহায়ক দলকে ড্রোন দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয় ২০২৫-২৬ অর্থবর্ষে এই ড্রোন দেওয়া হবে সেল্ফ হেল্প গ্রুপের মহিলাদের। বিগত ১১ বছরে যেখানে কাজ শেষ করেছিল সেখান থেকে আবার পূর্ণাঙ্গ বাজেট পেশ করে বিকশিত ভারতের লক্ষ্যে আরো এগিয়ে গেল নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এনডিএ সরকার। কেন্দ্রীয় বাজেট ২০২৫ চারটি মূল স্তম্ভের অধীনে উন্নয়নকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি নতুন প্রকল্প এবং মিশন প্রবর্তন করে গরীব (দরিদ্র), যুব, অন্নদাতা (কৃষক), এবং নারী (মহিলা) এই উদ্যোগগুলি অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধি এবং ক্ষমতায়নের প্রতিশ্রুতি প্রতিফলিত করে। দেশ বাসীর প্রত্যাশা এই বাজেট হবে যুগান্তকারী। কেন্দ্রীয় বাজেটে নারী শক্তি অর্থাৎ মাতৃশক্তির উপকারী প্রকল্পগুলির জন্য বেশি বরাদ্দ করা হয়েছে। লোকসভায় ২০২৫-২৬ -এর জন্য কেন্দ্রীয় বাজেট পেশ করে অর্থমন্ত্রী সীতারামন অর্থনৈতিক উন্নয়নে মহিলাদের ভূমিকা বাড়ানোর ক্ষেত্রে সরকারের প্রতিশ্রুতির ইঙ্গিত দিলেন। সরকার কর্মশক্তিতে মহিলাদের উচ্চতর অংশগ্রহণের দিকে লক্ষ্য রেখেছে। নারীদের অর্থনৈতিকভাবে আরও শক্তিশালী করার জন্য এবার বড় উদ্যোগ কেন্দ্রীয় বাজেটে। বিশেষত মহিলা উদ্যোগপতিদের আরও শক্তিশালী করার উদ্যোগ। ২ কোটি পর্যন্ত টার্ম লোনের সুবিধা থাকবে প্রথমবার নারী উদ্যোগপতি যারা, এসসিএসটি উদ্যোগপতিদের জন্য। প্রধানমন্ত্রী মোদিও নতুন উদ্যোক্তাদের উৎসাহিত করার জন্য এই প্রকল্পটির প্রশংসা করেছেন। সুষমা স্বরাজ মনে করতেন সন্ত্রাসবাদের সাথে আলোচনা সম্ভব নয় এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সন্ত্রাসবাদ এবং আলোচনা একসাথে চলতে পারে না। নরেন্দ্র মোদি সুষমা স্বরাজের যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বলেছেন, ভারত বুদ্ধে বিশ্বাসী যুদ্ধে নয়। কিন্তু সন্ত্রাসবাদের কোন জায়গা তার কাছে নেই। ভারত সব সময় সন্ত্রাসবাদ মুক্ত শান্তির বিশ্ব দেখতে চায়। বিজেপির যাদবপুর সংগঠনিক জেলার মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা তথা বারুইপুর পূর্ব-পশ্চিম বিধানসভার উপভোক্ত প্রমুখ মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন, সুষমা স্বরাজ ই দেশের বিকাশের জন্য মাতৃ শক্তির ইচ্ছা শক্তিকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার যোগ্য উত্তরসূরি নরেন্দ্র মোদি সেই মাতৃ শক্তির ইচ্ছা শক্তিকে গুরুত্ব দিয়ে দেশবাসীর জন্য সবকা সাথ সবকা বিকাশ ত্বরান্বিত করছেন।

শুক্রবার কলকাতায় চলে এল টিম ইন্ডিয়া

ইডেনে সূর্যদের টিম ম্যানেজারের গুরুদায়িত্বে এবার সুরজিৎ লাহিড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার চেন্নাই থেকে কলকাতা চলে এসেছে টিম ইন্ডিয়া। এবার সিএবির পক্ষ থেকে টিম ইন্ডিয়ার ম্যানেজারের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন ক্রিকেটার সুরজিৎ লাহিড়িকে। প্রাক্তন এই ক্রিকেটার ক্রিকেট মাঠে পরিচিত জ্যাক নামেই।

দীর্ঘদিন সিএবির সঙ্গে ও ক্রিকেটের সঙ্গে জড়িত তিনি। এর আগেও গুরুদায়িত্ব সামলানো জ্যাক ভারতীয় দলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। রবিবার ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ম্যাচ জিততেই হবে ভারতকে। তাই কার্যত ডু অর ডাই ম্যাচ সূর্যদের কাছে। ইডেনের স্পোর্টিং উইকেটে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হারিয়ে সেমিফাইনালে প্রবেশ করবে ভারত, এমনটাই মনে করেন সুরজিৎ লাহিড়ি।

বিশ্বকাপের মাঝেই পিতৃহারা রিঙ্কু সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপের উত্তাপের মাঝেই টিম ইন্ডিয়া শিবিরে নেমে এল গভীর শোক। পিতৃবিয়োগ হল ভারতের তারকা ব্যাটার রিঙ্কু সিং,এর। শুক্রবার সকালে গ্রেটার নয়ডার এক বেসরকারি হাসপাতালে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তাঁর বাবা খাচান্দ্র সিং। দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ থাকার পর শুক্রবার ভোরে তাঁর মৃত্যু হয়। এই দুঃসংবাদে শুধু ভারতীয় শিবির নয়, শোকস্তব্ধ গোটা ক্রীড়াজগৎ।

জানা গিয়েছে, প্রায় এক বছর আগে লিভার ক্যানসারে আক্রান্ত হন খাচান্দ্র সিং। প্রথমদিকে চিকিৎসায় কিছুটা সাড়া মিললেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। গত এক বছরে রোগটি চতুর্থ পর্যায়ে পৌঁছে যায়। গত কয়েকদিন ধরে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে ওঠে। শ্বাসকষ্ট ও কিডনির সমস্যায় তাঁকে গ্রেটার নয়ডার এনসিআর এলাকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তিনি মেকানিক্যাল ভেন্টিলেটর সাপোর্ট ও 'কন্টিনিউয়াস রেনাল রিপ্লেসমেন্ট থেরাপি' (CRRT)-তে ছিলেন। চিকিৎসকদের আপ্রাণ চেষ্টা সত্ত্বেও শেষরক্ষা হয়নি। শুক্রবার সকালে হাসপাতালেই প্রয়াত হন খাচান্দ্র সিং।

বিশ্বকাপ চলাকালীনই বাবার অসুস্থতার খবর পান রিঙ্কু। সোমবার ভারতীয় দলের সঙ্গে চেন্নাইয়ে পৌঁছনোর পরই তিনি খবরটি জানতে পারেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় শিবির থেকে বিশেষ ছুটি নেন। মঙ্গলবার ভোরে চেন্নাই থেকে নয়ডা গিয়ে বাবার পাশে কিছুটা সময় কাটান তিনি। সেটাই যে বাবার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হবে, তা হয়তো তখন বুঝে উঠতে পারেননি। মাত্র একদিন পরিবারের সঙ্গে থেকে বৃহস্পতিবার সকালে ফের দলের সঙ্গে যোগ দেন এই বাঁহাতি ব্যাটার।

তবে বৃহস্পতিবার জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ম্যাচে প্রথম একাদশে ছিলেন না রিঙ্কু। যদিও ফিল্ডিং করতে নামতে হয়েছিল তাঁকে। মাঠে থাকলেও যে তাঁর মন পড়ে ছিল বাবার দিকেই, তা সহজেই অনুমেয়। শুক্রবার সকালে বাবার মৃত্যুসংবাদ পৌঁছতেই মানসিকভাবে ভেঙে পড়েন তিনি। সতীর্থ ক্রিকেটার ও টিম ম্যানেজমেন্ট তাঁর পাশে দাঁড়ানোর চেষ্টা করেন।

খাচান্দ্র সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন একাধিক প্রাক্তন ও বর্তমান ক্রিকেটার। সমাজমাধ্যমে সমবেদনার বার্তায় ভরে উঠেছে রিঙ্কুর নাম। কঠোর পরিশ্রম আর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতীয় দলে জায়গা করে নেওয়া এই ক্রিকেটারের জীবনে পরিবার সবসময়ই বড় ভরসা ছিল। বাবার মৃত্যু যে তাঁর কাছে কতটা বড় আঘাত, তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

প্রাক্তনীদের পায়েই জয়ের হ্যাটট্রিক রুখল ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিবেদন: আইএসএলের প্রথম দুই ম্যাচে জয় পেয়ে হ্যাটট্রিকের দোরগোড়ায় ছিল ইস্টবেঙ্গল। তবে জামশেদপুরকে হারাতে পারল না লাল-হলুদ ব্রিগেড। শুক্রবারের যুবভারতীতে এগিয়ে থেকেও ১-২ গোলে পরাজিত ইস্টবেঙ্গল। প্রাক্তনী মাদিহ তালালের পাস থেকেই স্বপ্নভঙ্গ অস্কার ব্রুঁজোর দলের। একাধিক কাত্থর্ড ও সল ক্রেস্পোর দলে না থাকাই বড় কারণ হয়ে দাঁড়াল হারের। প্রায় ২৩ হাজার দর্শক ফিরলেন হতাশা নিয়ে। চোটের জন্য এদিন দলে ছিলেন না সল ক্রেস্পো। আবারও আশঙ্কা তৈরি হল লাল-হলুদ অধিনায়কের চোট নিয়ে। ম্যাচের শুরুতেই ২ মিনিটে এডমুন্ড লালরিন্ডিকাকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন জামশেদপুরের সানান। ৬ মিনিটে প্রথম আক্রমণ ইস্টবেঙ্গলের। ব্রাজিলিয়ান মিডফিল্ডার মিগুয়েল বিপক্ষের দু'জন ডিফেন্ডারকে কাটিয়ে বল নিয়ে এগিয়ে যান। বক্সের ভিতরে থাকা রশিদের উদ্দেশ্যে বল বাড়ালেও, জামশেদপুর গোলকিপার অ্যালবিনো সতর্ক ছিলেন। পরক্ষণেই অফসাইডে জামশেদপুর এফসির গোল বাতিল হল। ১১ মিনিটে জিকশন সিংয়ের দূরপাল্লার শট পোস্টের উপর দিয়ে মাঠের বাইরে চলে যায়। ১৩ মিনিটে আবারও রেফারি অফসাইডে জামশেদপুরের গোল বাতিল করেন। ১৪ মিনিটে বিপদ ঘটতে পারত ইস্টবেঙ্গলের জন্য। মেসি বাউলির থেকে বল পেয়ে ডান দিক থেকে ভিন্সি ব্যারেটোর দৌড় শুরু করেন। তিনি জয় গুপ্তাকে কাটিয়ে ইস্টবেঙ্গল গোল লক্ষ্য করে শট নিলেও গোলকিপার গিল বল বাঁচিয়ে দেন। ১৮ মিনিটে মাদিহ তালালের ফ্রি-কিক আঙুলের দগায় লাগিয়ে বাঁচিয়ে দেন গিল। প্রথমার্ধেই একাধিক সুযোগ পেয়ে কাজে লাগাতে ব্যর্থ ইস্টবেঙ্গল। ৩৫ মিনিটের আগেই নুঙ্গাকে তুলে মহম্মদ রাকিপকে নামিয়ে দেন অস্কার ব্রুজো। ৪০ মিনিটে এডমুন্ড লালরিনডিকার গোলে এগিয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। বাঁদিক থেকে বিপিনের ক্রস পেয়ে বিপক্ষ ডিফেন্ডার প্রতীককে কাটিয়ে জালে বল জড়িয়ে দেন এডমুন্ড। ৪৪ মিনিটে সুবর্ণ সুযোগ পেয়েছিলেন ইউসেফ এজ্জেজ্জারি। কর্নার থেকে সরাসরি বল পান তিনি। ফাঁকা পোস্টে হেড করতে ব্যর্থ ইউসেফ। প্রথমার্ধ শেষ হয় ১-০ গোলে। দ্বিতীয়ার্ধে ম্যাচে দুর্দান্ত কামব্যাক করেন মাদিহ তালালরা। ৬১ মিনিটে নিকোলার কর্নার থেকে বল পেয়ে হেডে গোল করে জামশেদপুরকে সমতায় ফেরালেন স্টিফেন এজে। ৮৮ মিনিটে জামশেদপুরের হয়ে জয়সূচক গোলটি করলেন রেই তাচিকাওয়া। মাদিহ তালালের পাস থেকে দুর্দান্ত শটে গোল করে দলকে জেতালেন তিনি।

এক ম্যাচ বাকি থাকতেই উইমেন ইন ব্লুয়ের বিরুদ্ধে সিরিজ জয় অজিদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিশ্বকাপে ভারতের কাছে হেরে বিদায় নেওয়ার যন্ত্রণা এখনও তাজা ছিল অস্ট্রেলিয়ার মহিলা দলের মনে। সেই সঙ্গে নিজেদের দেশের মাটিতে টি-টোয়েন্টি সিরিজে ভারতের কাছে হারও আত্মসম্মানে আঘাত দিয়েছিল। কিন্তু ওয়ানডে সিরিজে নামার সঙ্গে সঙ্গেই একেবারে বদলে গেল অজিদের মেজাজ। প্রথম ম্যাচে ৬ উইকেটে জয়ের পর দ্বিতীয় ম্যাচেও একই দাপট দেখিয়ে ভারতকে হারাল অস্ট্রেলিয়া মহিলা জাতীয় ক্রিকেট দল। টানা দুই ম্যাচ জিতে এক ম্যাচ বাকি থাকতেই সিরিজ নিজেদের পকেটে পুরে নেয় তারা, কার্যত 'মধুর প্রতিশোধ' সম্পূর্ণ করে। দ্বিতীয় ম্যাচের আগে ভারতীয় শিবিরে উদ্বেগের কারণ ছিলেন অধিনায়ক হরমনপ্রীত কৌর। আগের ম্যাচে ব্যাট করার সময় বাঁ হাঁটুতে চোট পেয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে মাঠে নামতে পারেননি তিনি। ফলে তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় ছিল। তবে সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে শুক্রবার মাঠে নামেন হরমনপ্রীত। টসে জিতে ব্যাটিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক, লক্ষ্য ছিল বড় রান তুলে অস্ট্রেলিয়াকে চাপে রাখা। ইনিংসের শুরুটা বেশ আশাব্যঞ্জকই হয়েছিল ভারত মহিলা জাতীয় ক্রিকেট দল-এর জন্য। দুই ওপেনার প্রতীকা রাওয়াল ও স্মৃতি মন্ধানা সাবলীলভাবে রান তুলতে থাকেন। স্মৃতি ৩১ রানে আউট হলেও প্রতীকা ধীরে সুস্থে ইনিংস গড়েন। তবে তাঁর ব্যাটিংয়ের গতি ছিল মন্থর; ৫২ রান করতে খেলেন ৮১ বল, স্ট্রাইক রেট মাত্র ৬৪। বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেঞ্চুরি করা জেমাইমা রডরিগেজও এ দিন ব্যর্থ, তাঁর সংগ্রহ মাত্র ১১ রান।

মিডল অর্ডারে দায়িত্ব নেন হরমনপ্রীত কৌর। আগের ম্যাচের মতোই আত্মবিশ্বাসী দেখালেও হাফসেঞ্চুরির পর ইনিংসকে বড় করতে পারেননি তিনি। ৭০ বলে ৫৪ রান করে আউট হন ভারত অধিনায়ক। শেষের দিকে রিচা ঘোষ, কেশভি গৌতম ও ক্রান্তি গৌড়ের কার্যকর ব্যাটিংয়ে ৫০ ওভারে ভারতের স্কোর দাঁড়ায় ২৫১ রান; লড়াই করার মতো হলেও নিরাপদ নয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে শুরুতেই ধাক্কা খায় অস্ট্রেলিয়া। অধিনায়ক অ্যালিসা হিলি মাত্র ৬ রানে ফিরে গেলে কিছুটা আশার আলো দেখেছিল ভারত। কিন্তু এরপরই ম্যাচের নিয়ন্ত্রণ পুরোপুরি অজিদের হাতে চলে যায়। তরুণ ব্যাটার ফোবি লিচফিল্ড (৮০) এবং জর্জিয়া ভল (১০১) গড়ে তোলেন ১১৯ রানের দুর্দান্ত জুটি। এই জুটিই কার্যত ম্যাচের ভাগ্য নির্ধারণ করে দেয়। ভারতীয় বোলাররা আর ম্যাচে ফিরতে পারেননি। মাত্র ৩৬.১ ওভারে ৫ উইকেট হারিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে যায় অস্ট্রেলিয়া। ভারতের হয়ে কেশভি গৌতম ও দীপ্তি শর্মা দু'টি করে উইকেট নিলেও তা যথেষ্ট ছিল না। এক ম্যাচ আগেই সিরিজ জিতে নেওয়ায় রবিবারের তৃতীয় ওয়ানডে এখন নিয়মরক্ষার। তবে আত্মবিশ্বাসের নিরিখে এই সিরিজ যে অস্ট্রেলিয়াকে বড়সড় বার্তা দিল, তা বলাই বাহুল্য।

পাকিস্তানের সেমির আশা জিইয়ে রাখল ইংল্যান্ড

নিজস্ব প্রতিবেদন: শেষ চারের টিকিট হাতছাড়া হল একেবারে শেষ মুহূর্তে। জিতলেই সেমিফাইনালে চলে যেত নিউজিল্যান্ড। কিন্তু রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ের শেষে ফাইনাল ওভারে ম্যাচ হেরে শুক্রবার নিজেদের পথ বন্ধ করে দিল কিউইরা। নাটকীয় সেই ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিল ইংল্যান্ড। যদিও ইংল্যান্ডের কাছে এই জয় ছিল অনেকটাই নিয়মরক্ষার, কারণ তারা আগেই সেমিফাইনালের টিকিট নিশ্চিত করেছিল। বরং এই ফলাফলে সবচেয়ে বেশি স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল পাকিস্তান; কারণ ইংল্যান্ডের জয়ের সুবাদে বিশ্বকাপে খাতায়-কলমে এখনও টিকে রইল তারা। টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় নিউজিল্যান্ড। শুরুটা ছিল একেবারে স্বপ্নের মতো। দুই ওপেনার যেভাবে রান তুলছিলেন, তাতে মনে হচ্ছিল অনায়াসেই ২০০ রানের গণ্ডি পেরিয়ে যাবে দল। পাওয়ারপ্লের মধ্যেই চাপ বাড়াতে শুরু করেছিলেন তাঁরা। কিন্তু ম্যাচের মোড় ঘুরে যায় সপ্তম ওভারের শেষ বলে। ইংল্যান্ডের লেগস্পিনার আদিল রশিদ বড়সড় ফাঁদ পাতেন টিম সেফার্ট-এর জন্য। ৩৫ রান করে ফেরেন তিনি। পরের ধাক্কা আসে দ্রুতই। আক্রমণাত্মক শট খেলতে গিয়ে ডিপ মিড উইকেটে ক্যাচ তুলে দেন ফিন অ্যালেন (২৯)। মুহূর্তে স্কোরলাইন বদলে যায়; ৬৪/০ থেকে ৬৬/২। এরপর ইনিংস সামলানোর চেষ্টা করেন গ্লেন ফিলিপস। তাঁর ৩৯ রানের ইনিংসই মূলত নিউজিল্যান্ডকে সম্মানজনক স্কোরে পৌঁছতে সাহায্য করে। তবে অন্য প্রান্তে একের পর এক উইকেট পড়ায় গতি ধরে রাখা সম্ভব হয়নি। ১৪ ওভারে যেখ ানে স্কোর ছিল ১২৩/৩, সেখানে শেষ ৬ ওভারে মাত্র ৩৬ রান তুলতে পারে কিউইরা। শেষ পর্যন্ত ২০ ওভারে তাদের ইনিংস থামে ১৫৯/৭-এ। তখনই অনেকের মনে হচ্ছিল, এখানেই বুঝি ম্যাচ জয়ের স্বপ্ন অনেকটা ফিকে হয়ে গেল। ১৬০ রানের লক্ষ্য কাগজে-কলমে খুব কঠিন ছিল না। কিন্তু ইংল্যান্ড শুরু থেকেই ম্যাচটাকে জটিল করে তুলতে চেয়েছিল। মাত্র ২ রানের মধ্যে তারা হারায় ২ উইকেট। চাপের মুখে ইংল্যান্ডের হাল ধরেন অধিনায়ক হ্যারি ব্রুক।